

শ্রী নারায়ণ মহারাজের লেখা

শ্রী রাধা-কৃষ্ণের ঐশ্বরিক লীলা (লীলা) শ্রী জয়দেবের হৃদয়ের প্রাসাদে চিত্রকর্মের সংগ্রহের মতো একসাথে থাকে। একজন শিল্পীর প্রথমে একটি অভ্যন্তরীণ দৃষ্টি থাকে। সেই দৃষ্টি তার ক্যানভাসে স্থানান্তরিত করার পর, এটি একটি চিত্রকর্মে পরিণত হয়। একইভাবে, প্রেমময় লীলাগুলির এই ছবিটি শ্রী জয়দেবের তুলি দিয়ে আঁকা হয়েছে।

তাঁর হৃদয়ের অপূর্ব প্রাসাদটি শ্রী রাধা-মাধবের অন্তরঙ্গ সাক্ষাতের চিত্রকর্ম দিয়ে সজ্জিত, এবং এর অসাধারণ ভাণ্ডার হল তাঁর মনোমুগ্ধকর কবিতা। কবি এই আখ্যানের লেখকত্বের জন্য সমস্ত দায়িত্ববোধ ত্যাগ করেছেন কারণ তাঁর কথা এবং মন শ্রীকৃষ্ণে নিমগ্ন।

এটা কোন ধরনের কবিতা? এর উত্তরে কবি বলেন, “এই কবিতায় শ্রুগর-রস প্রাধান্য পেয়েছে এবং এটি অসাধারণ মধুর। এর অর্থ সহজেই বোধগম্য। প্রতিটি শ্লোক অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর, রাধা-কৃষ্ণের সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য প্রেম দ্বারা বর্ধিত। একজন প্রেমিক যেমন তার প্রেমসীর কাছে প্রিয়, তেমনি এই মনোমুগ্ধকর রচনাটি শুদ্ধ ভক্তদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এর বিষয়বস্তু হল রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম, যা ঈশ্বরের সাথে মিলনের জন্য ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টার প্রতীক, যা তাদের আনন্দময় মিলনে পরিণত হয়। প্রেম স্বাভাবিকভাবেই গানে প্রকাশ পায়, তাই শ্রী গীতা-গোবিন্দ স্বাভাবিকভাবেই একটি সঙ্গীতের রূপ ধারণ করেছেন। এটি একটি সুরেলা কণ্ঠে গাওয়া উচিত।”

প্রথম অংশ

ইয়াদ গোপী বদনেন্দু মন্দনা মাভূত * কস্তুরিকা পাত্রকম....

ইয়েন লক্ষ্মীকুজ শত কুশ্ব কলশে *, ব্যাকোষম ইন্দিওয়ারম...

ইয়েন নির্মান বিধান সদনা বিধৌ, সিদনধনম যোগিনাম

তনহা... শ্যামলম অবিরাস্তু নিধায়ে, কৃষ্ণ বিধানম মহাহা ||1||

রাধা মনো রাম রামভর রাসলীলা

গণ মৃত্যুকা পণিতম কবিরাজ রা...জম

শ্রী মাধব চনা বিধাউ, অনুরাগা সদমা

পদ্ম...বতী প্রিয়থাম প্রাণথোঙ্গি নিত্যম ||2||

শ্রী গোপাল বিলাসিনী বাল্যথা দত্তি মুক্ত কৃতি –
শ্রী রাধা... পথি, পদ্মা বাজনা নন্দবধি, মল্লনিশম
লোকে সত্কা ভিরাজা রাজা এতিয়া:, কিথোদিয়াম ভনিধি:।
তম বন্দে জয়দেব সদগুরু মহাম, পদ্মাবতী বল্লভম...||3||

মেঘের মেদুরম অম্বরম বন-ভূভঃ শ্যামাস তমাল-ডুমাইরঃ
নক্তম ভেরু রায়ম স্বাম ইব তদ ইমাম, রাধে গাহম প্রপায়া |
ইথম নন্দ-নিদেশতহ কলিতয়োঃ প্রতি-অধ্ব-কুইজ-দ্রমা
রাধা-মাধবায়োর জয়ন্তী যমুনা-কুলে রাহাউ-কেলয়ঃ ||1||

আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা; বনভূমি অন্ধকার, তমলা গাছে ঢাকা; রাত তাকে (কৃষ্ণকে) ভয় দেখায়; হে রাধা! তুমি তাকে
বাড়িতে নিয়ে যাও; নন্দের এই আদেশ। কিন্তু, রাধা এবং মাধব যমুনা নদীর তীরে গাছে চলে যায়, এবং তাদের
গোপন প্রেমের খেলা বিরাজ করে।

väg-devatä-carita-citrita-citta-sadmä

পদ্মাবতী-কারনা-চরন-চক্রবর্তে |
শ্রী-বাসুদেব-রতি-কেলি-কথা-সমেতম
এতম করোতি জয়দেব-কবিহ প্রবন্ধম্ ||2||

মহান কবি শ্রী জয়দেবের হৃদয় একটি প্রাসাদের মতো, যা বাকশক্তির দেবী (সরস্বতী) দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত, যিনি
পদ্মাবতীর পাদদেশে অবস্থান করেন, তিনি শ্রী এবং বাসুদেবের ঐশ্বরিক নাটকের সমন্বয়ে এই মহান রচনাটি রচনা
করেছেন। জয়দেব – জয়া অর্থ "পরম উৎকর্ষ"; দেব অর্থ দ্যোতয়াতি, প্রকাশ্যতি বা "তিনি আলোকিত করেন"।
শ্রীজয়দেব হলেন সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর ভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের লীলার সর্বোচ্চ উৎকর্ষকে আলোকিত করেন।

ইয়াদি হরি-স্মরণে সরসম মনঃ
ইয়াদি ভিলাসা-কালসু কুতুহলাম |
মধুরা-কোমলা-কান্ত-পদাবলীম
শ্রুতদা জয়দেব-সরস্বতীম ||3||

প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ! যদি শ্রীহরির লীলা শ্রবণ করার সময় আপনার মন চিরসবুজ প্রেমময় অনুরাগের স্নিগ্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং আপনি যদি তাঁর প্রেমমূলক শিল্পকলায় দক্ষতা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন, তাহলে কবি জয়দেবের এই গানের সংকলনের মধুর, কোমল এবং স্নেহময় পংক্তিগুলি শুনে আনন্দে ডুবে যান।

vacaù পল্লবয়তি উমাপতিধরঃ, সন্দর্ভ-শুদ্ধিম গিরা
জনিতে জয়দেব ইব শরণঃ, শ্লাঘ্যো দূরুহ-দ্রুতেঃ ।
শ্রঙ্গারোত্তর-সত-প্রেময়-রাচনারঃ, আচার্য-গোবর্ধন-
স্পর্ধে, কোপি না বিশ্রুতঃ, শ্রুতিধরো ধোয়ি কবি-ক্ষমাপতিঃ ||4||

উমাপতিধর নামক একজন প্রখ্যাত কবির বাগ্মিতা অনুপ্রাস এবং অন্যান্য রূপকথায় সজ্জিত। শরণ নামক কবি তাঁর রহস্যময় পদের জন্য প্রশংসিত হয়েছেন। গোবর্ধনের মতো দক্ষতার সাথে জাগতিক প্রেমের স্বাদ প্রকাশ করতে পারেন এমন কবির কথা কেউ কখনও শোনেনি। কবিরাজ ধোয়ী একবার শোনার পর যেকোনো কিছু আবৃত্তি করতে পারেন। যখন এই প্রতাপশালী কবিরাও প্রতিভার প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি, তখন জয়দেবের কবিতা কীভাবে সমস্ত গুণে পরিপূর্ণ হতে পারে? (এর মাধ্যমে তিনি তাঁর নম্রতা প্রকাশ করেন)



রাগ: সৌরাষ্ট্র; আদি তাল

প্রলয়-পয়োধিজলে গোপাল কৃষ্ণ, ধৃতবনাসি বেদম

বিহিতা-বহিত্র-চরিতম আথেদম |

কেশব ধৃত-মিনা-শরির

জয়া জগদীশা হরে || ধ্রুবপদ ||

হে প্রভু, মাছের আকারে! বিলীনতার বন্যায় তুমি বেদের প্রকাশিত জ্ঞানকে নৌকার মতো, কোনও প্রচেষ্টা ছাড়াই ধরে রেখেছো। জয়! জগতের দেবতা হরি, তোমার জয় হোক!

কিতিরতি-বিপুলতরে গোপাল কৃষ্ণ তব তিহাতি ফে

ধরই-ধারা-কইনা-চক্র-গারিহে |

কেশব ধৃত-কাঙ্কাপা-রূপ

জয়া জগদীশা হরে || 1 ||

হে প্রভু, কচ্ছপের আকারে! তোমার পিঠের বিশাল বিস্তৃতির উপর, পৃথিবীর বোঝায় নিস্তেজ হয়ে, পৃথিবী নিরাপদে দাঁড়িয়ে আছে। জয়! জগতের দেবতা হরি, তোমার জয় হোক!

বাসন্তী দাসন-শিখরে গোপাল কৃষ্ণ ধরনী তব লগ্ন

শসিনী কলকা-কালেব নিমাগনা |

কেশব ধৃত-সুকার-রূপ

জয়া জগদীশা হরে ||2||

হে প্রভু, শূর্য্যের রূপে! পৃথিবী তোমার দাঁতের ডগায় শান্তিতে থাকে, চাঁদের চক্রে কালো দাগের মতো। জয় হোক!
জগতের দেবতা হরি, তোমার জয় হোক!

তব কর-কমলা-ভারে, নাথ্য অদ্বিত-শ্রীঙ্গম

দলিত-হিরণ্যকশিপু-তনু-ভাগা |

কেশব ধৃত-নরা-হরি-রূপ

জয়া জগদীশা হরে ||3||

হে প্রভু, নর-সিংহের রূপে! তোমার পদ্মফুলের মতো সৌন্দর্যে ভরা হাতে, অপূর্ব ডগা সহ নখগুলি, যা সবচেয়ে
শক্তিশালী দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে এক বিশাল পোকের মতো ছিঁড়ে ফেলেছে। জয়! জগতের দেবতা হরি, তোমার জয়
হোক!

চলয়সি বিক্রমণে, বলিমদ্বিত-বামন

পদ-নাথ্য-নীরা-জনিতা-জন-পাবনা |

কেশব ধৃত-বামন-রূপ

জয়া জগদীশা হরে ||4||

হে প্রভু, বামনের রূপে! তোমার পায়ের উপর চড়ি দিয়ে তুমি বলী, পরাক্রমশালীকে প্রতারণা করেছ। গঙ্গা, যে নদী
পৃথিবীকে পবিত্র করে, তোমার পায়ের নখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। জয়! জগতের দেবতা হরি, তোমার জয় হোক!

ক্ষত্রিয়-রুধিরা-মায়ে, জগদ অপগতা-পাপম

স্ন্যাপয়সি পায়সি সমিত-ভাব-তপম |

কেশব ধৃত-কুণ্ড-পতি-রূপ

জয়া জগদীশা হরে ||5||

হে ভগবান, ভৃগুদের প্রভুর রূপে, তুমি পৃথিবীকে অত্যাচারী শাসকদের রক্তে স্নান করিয়েছ, এইভাবে পৃথিবীকে
পাপমুক্ত করেছ এবং এর আপেক্ষিক অস্তিত্বের দুঃখ ধ্বংস করেছ। জয়! হরি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, তোমার জয় হোক!

বিতরসি দিকু রানে, দিক-পতি-কামানিয়াম

দাসা-মুখ-মৌলি-বালি রমাইয়াম ।

কেশব ধৃত-রঘুপতি রূপ

জয়া জগদীসা হরে ||6||

হে প্রভু, শ্রী রামের দেহে! তুমি যুদ্ধে রাক্ষস রাবণের দশটি মাথা মূল দিকগুলির রক্ষকদের উদ্দেশ্যে এক সুন্দর উৎসর্গ করেছ। জয়! জগতের দেবতা হরি, তোমার জয় হোক!

বহাসি বপুষি বিষদে, বাসনা জলদভম

হল-হাটি-ভিটি-মিলিতা-যমুনাভম ।

কেশব ধৃত-হলা-ধারা-রূপ

জয়া জগদীসা হরে ||7||

হে প্রভু, লাঙলের বাহক বলরামের রূপে! তুমি তোমার পবিত্র দেহে মেঘের রঙের পোশাক পরিধান করো, যমুনার মতো নীল, তোমার লাঙলের টানে টেনে নেওয়ার ভয়ে অন্ধকার হয়ে গেছে। জয়! জগতের দেবতা হরি, তোমার জয় হোক!

নিন্দাসী যন্তু-বিদে আহা! শ্রুতি-জাতম

সদয়-হৃদয় দর্শিতা-পশু-ঘাটম ।

কেশব ধৃত-বুদ্ধ-শরীরা

জয়া জগদীসা হরে ||8||

হে প্রভু, জ্ঞানপ্রাপ্ত বুদ্ধের দেহে! তোমার হৃদয়ের করুণা থেকে তুমি পশুহত্যার নির্দেশকারী যন্তুর ধর্মীয় অংশের নিন্দা করেছ। জয়! জগতের দেবতা হরি, তোমার জয় হোক!

mleccha-nivaha-nidhane Kalayasi karavalam

ধূম-কেতুম ইভা কিম অপি করালাম ।

কেশব ধৃত-কঙ্কি-শরীরা

জয়া জগদীসা হরে ||9||

হে প্রভু, কঙ্কির রূপে! দুষ্টদের ধ্বংসের জন্য, তুমি তোমার হাতে উল্কাপিণ্ডের মতো তরবারি বহন করে তাদের দিকে
ধাবিত হচ্ছ। জয়! জগতের দেবতা হরি, তোমার জয় হোক!

শ্রী-জয়দেব-কাবেরিদম ইদম উদিতম উদরম

শ্রু সূখদম শুভদম ভব-সারম |

কেশব ধৃত-দশবিধা-রূপ

জয়া জগদীশা হরে ||১০||

হে প্রভু, যিনি দশটি রূপ ধারণ করেছেন! দয়া করে জয়দেবের এই গানটি শুনুন। এটি মঙ্গল এবং আনন্দ প্রদান করে;
এটি জীবনের সারমর্ম। জয়! জগতের দেবতা হরি, তোমার জয় হোক!

অধ্যায় ২



রাগ: ভৈরবী; আদি তাল

বেদেন ঋদ্ধারতে, জগন্তি বাহতে..., ভূগোলাম উদ্বিভতে

দৈত্যম দারায়তে, বলিম চালায়তে, ঋত্রক-শয়ম কুর্বতে... |

পৌলস্ত্যম জয়তে, হলম কলয়তে, কারুন্য মাতান্ততে

শ্লেচ্ছান মুচায়তে, দশা কৃতি-করুতে, কৃষ্ণায় তুভ্যাম নম: ||

বেদের মুক্তিদাতা, স্থায়ী ও স্থায়ী জীবজগতের উত্থানকর্তা, মাতৃভূমির ত্রাণকর্তা, হিরণ্য-কশিপূর সংহারকারী, বালির প্রতারক, ঋত্বিকদের বিনাশকারী, পৌলস্ত্য (রাবণ) বিজেতা, আয়ুধ নামক লাঙলের কর্তা, করুণার প্রবক্তা এবং বর্বরদের বিনাশকারী; হে শ্রীকৃষ্ণ, এই দশটি আধ্যাত্মিক রূপ ধারণকারী তোমাদের সকলকে আমি প্রণাম জানাই।

শ্রীতা-কমলা-কুচ-মন্ডলা ধৃত-কুণ্ডলা ই
কলিতা-ললিতা-বন-মালা
জয়া জয়া দেব হরে || ধ্রুবপদ ||

হে দেব! হে হরি! তুমি তোমার উজ্জ্বল কুণ্ডলী (কর্ণকুণ্ডলী) পরে শ্রী (রাধা)-এর উপর বিশ্রাম করছো এবং তোমার মনোমুগ্ধকর বনমালার মালা নিয়ে খেলা করছো! হে হরি, তুমি জয়ী হও!

দীনা-মণি-মণ্ডল-মদনা
ভাব-খদনা ই
মুনি-জন-মনসা-হাসা
জয়া জয়া দেব হরে || 1 ||

হে দেব! হে হরি! তুমি সহস্র সূর্যের মতো উজ্জ্বল অলঙ্কার। তুমি জড় অস্তিত্বের বন্ধন ছিন্নকারী। তুমি ঋষিদের হৃদয়ের মনসা (মন) হ্রদে খেলা করে এমন রাজহাঁস। তুমি জয়ী হও! তুমি জয়ী হও!

কালিয়া-বিষা-ধারা-ভঞ্জন
জন-রঞ্জন ই
যদুকুল-নলিনা-দীনেশা
জয়া জয়া দেব হরে || 2 ||

হে দেব! হে হরি! তুমি কালীয় বিষাক্ত সর্পের অহংকারকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দাও। তুমি তোমার প্রিয়জনদের হৃদয়কে অসীম আনন্দে ভরিয়ে দাও। তুমি যদু বংশের পদ্ম ফুটিয়ে তোলার সূর্য। তুমি জয়ী হও! তুমি জয়ী হও!

মধু-মুরা-নারক-বিনাশনা
গরুডাসন ই

সুরা-কুল-কেলি-নিদান

জয়া জয়া দেব হরে ||3||

হে দেব! হে হরি! হে মধু মুর এবং নরক দৈত্যদের বিনাশকারী! হে তোমার অতীন্দ্রিয় ঈগল গরুড়ের পিঠে আরোহী!
তুমি বাকি দেবতাদের মনোরম খেলায় অনুপ্রাণিত হও। তুমি জয়ী হও! তুমি জয়ী হও!

অমল-কমলা-দল-লোচনা

ভব-মোচনা ই

ত্রিভুবন-ভুবন-নিধান

জয়া জয়া দেব হরে ||4||

হে দেব! হে হরি! তোমার মহিমাম্বিত চোখগুলো যেন একটি নিষ্কলুষ পদ্মফুলের পাপড়ির মতো। তুমি জড় অস্তিত্বের
দুঃখ থেকে মুক্তি প্রদান করো। তুমিই ত্রিলোকের ভিত্তি। তুমি জয়ী হও! তুমি জয়ী হও!

জনক-সুতা-কুচা-ভূষণ

জিতা-দুষণ ই

সমরা-শমিতা-দাসা-কান্ত

জয়া জয়া দেব হরে ||5||

হে দেব! হে হরি! তুমি সীতাদেবীকে তোমার শ্রীরাম অবতারে অলংকৃত করেছ। তুমি দৈত্য দুষণকে পরাজিত করেছ
এবং যুদ্ধে দশমুখো রাবণকে বধ করে পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে এনেছ। তুমি জয়ী হও! তুমি জয়ী হও!

অভিনব-জলা-ধারা-সুন্দরা

ধুতা-মন্দারা ই

শ্রী-মুখ-চন্দ্র-চকোরা

জয়া জয়া দেব হরে ||6||

হে শ্যামাসুন্দর, তোমার বর্ণ সতেজ বৃষ্টির মেঘের মতো উজ্জ্বল। হে মন্দার পর্বতের ধারক! যেমন কাকোরা পাখি
চাঁদের জন্য আকুল হয়, তেমনি তুমি ভাগ্যের পরম দেবী শ্রীর চন্দ্রতুল্য মুখের প্রতি অবিরাম আসক্ত। হে হরি! হে দেব!
তুমি জয়ী হও! তুমি জয়ী হও!

তব করণ প্রাত ব্যয়ম

ইতি ভাবা ই

কুরু কুসলম প্রণতেশু

জয়া জয়া দেব হরে ||7||

হে ভগবান, আমরা তোমার চরণকমলের একান্ত আশ্রয় নিয়েছি। তুমি ভক্তি (প্রেম) দান করে আমাদের মঙ্গল দান করো। হে দেব! হে হরি! তুমি জয়ী হও! তুমি জয়ী হও!

শ্রী-জয়দেব-কাভের ইডা

কুরুতে মুদম ই মগলা

মুচ্ছলা-গীতা

জয়া জয়া দেব হরে ||8||

হে দেব, শ্রী জয়দেব রচিত এই মনোমুগ্ধকর, উজ্জ্বল এবং সুরেলা মঙ্গল প্রার্থনা (মঙ্গলশাসন) তোমার সুখ বৃদ্ধি করুক। তোমার মহিমান্বিত গুণাবলী শ্রবণ ও পাঠকারী তোমার ভক্তদের উপর এটি আনন্দ বর্ষণ করুক। তুমি জয়ী হও! তুমি জয়ী হও!

পদ্ম-পয়োধরা-তাতি, পরিরম্ভ-লগ্না- কাশ্মের

মুদ্রিতম উরো মধুসু...দানস্য।

ব্যাক্তানু রাগম ইভা, খেলাদ-অনঙ্গ-খেদা

স্বেদাম্বু-পুরম, অনুপুরায়তু প্রিয়ম ভা....||9||

"যখন তিনি রাধার আলিঙ্গনে বিশ্রাম নিচ্ছেন, তখন মধুসূদনের গেরুয়া বক্ষ যেন তার হৃদয়ের গভীর প্রেম বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। অনুরাগের (আবেগের) লাল ঘামের ফোঁটা দিয়ে রঞ্জিত। মধুসূদনের প্রশস্ত বক্ষ, তার প্রিয়জনের সাথে মিলনের সময় এভাবে সজ্জিত, তোমাদের সকলের হৃদয়ের ইচ্ছা পূরণ করুক।"

অধ্যায় ৩



রাগ: বসন্ত; আদি তাল

বসন্তে বাসন্তী-কুসুমা-সুকুমারের অভয়বীর ভ্রমন্তি

কান্তরে বহু-বিহিতা-কৃষ্ণানুসারম ।

আমন্ডা কন্দর্প-স্বারা-জনিতা-চিন্তকুলতায়

ভালদ-বাহ রাধা সরসম ইদম উচে সাহা-কারি

একবার, বসন্তের এক অপূর্ব ঋতুতে, যখন রাধিকা কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল ছিল, তখন সে একের পর এক বনভূমিতে কৃষ্ণকে খুঁজতে শুরু করে। তার সুন্দর, তরুণ অঙ্গ, মধ্যবৎ ফুলের মতো নরম, ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং কিউপিড তার মনকে উদ্বিগ্নে উদ্বিগ্ন করে তোলে। সেই সময়, তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাকে প্রেমের সাথে এইভাবে সশ্রোধন করে।

ললিতা-লাভাগা-লতা-পরিসিলানা-কোমল-মলয়া-সামিরে ।

মধুকারা-নিকার-করশ্বিতা-কোকিলা-কুজিতা-কুঞ্জ-কুইরে ||1||

মালয় বাতাস তার আগমনের সাথে সাথে এতটাই মনোমুগ্ধকর যে বারবার কোমল, মনোমুগ্ধকর লতাগুলিকে আলিঙ্গন করে। বনের ঝাঁক কোকিলের মিষ্টি কুহু শব্দ এবং মৌমাছির এদিক-ওদিক ঝাঁকুনি দিয়ে ভরে ওঠে।

বিহারতি হরিরিহ সরসা-বসন্তে

নৃত্যতি যুবতী-জানেন সমাম সখী, বিরহী-জনস্য দূরন্তে রাধে (বিহারতি হরিরিহ) ||ধ্রুবপদ||

তাছাড়া, বসন্ত যখন পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয় এবং প্রেমের (ভক্তি) উৎসবে ডুবে থাকে, তখন হরি তার গোপীদের সাথে এই বনকুণ্ডে নৃত্য করেন।

unmada-madana-manorath-pathika-vadhu-jana-janita-vilape |

আলি-কুল-সকুল-কুসুমা-সমূহা-নিরাকুলা-বকুল-কলাপে, রাধে বিহারতি হরিরিহা ||2||

মদলতি গাছগুলো ফুলে ঢাকা। ডালে আর কোন ফাঁকা জায়গা নেই। অসংখ্য ব্রমর বকুল ফুলের গুচ্ছের উপর গুনগুন করছে। মন্মথের তীর গোপীদের আঘাত করেছে এবং সেখানে, কৃষ্ণ অন্যান্য গোপীদের প্রেমে মগ্ন হয়ে নৃত্য করছেন।

মৃগা-মদ-সৌরভ, রভাস-বশবদ-নব-দল-মালা-তমলে |

যুব-জন-হৃদয়-বিদরানা মানসীজা, নাখা-রুচি-কিংশুক-জলে, রাধে বিহারতি হরিরিহা ||3||

নতুন পাতায় সজ্জিত, তমাল গাছগুলি তাদের কস্তুরীর মতো সুবাস চারদিকে ছড়িয়ে দিতে আনন্দিত। সখি, দেখো! এই উজ্জ্বল পালদমা ফুলগুলি কামদেবের নখের মতো। মনে হচ্ছে প্রেমময় প্রেমের রাজা যুবতী দম্পতির বক্ষ ছিঁড়ে ফেলেছেন।

মদনা-মহিপতি-কনক-দন্ড-রুচি, কেশর-কুসুমা-বিকাশে |

মিলিতা-শিলি-মুখ-পাতালা-পাতলা, কৃত-স্মর-তুনা-বিলাসে, রাধে বিহারতি হরিরিহা ||4||

প্রস্ফুটিত ন্দগ-কেশর ফুলগুলি রাজা কিউপিডের সোনালী কার্টি বলে মনে হয়, এবং ভোমরা দ্বারা বেষ্টিত পদালী ফুলের গুচ্ছগুলি তার তুণ বলে মনে হয়।

vigalita-লজ্জিতা-জগদ-অবলোকনা-তরুণা-করুণা-কৃত-হসে |

বিরাহী-নিফুন্তনা-কুন্ত-মুখাকৃতি, কেতকী-দন্তুরি তসে, রাধে বিহারতি হরিরিহা ||৫||

মনে হচ্ছে বসন্তের প্রচণ্ড প্রভাবে পুরো পৃথিবী নির্লজ্জ হয়ে গেছে। এটা দেখে, তরুণ, করুণাময় গাছগুলি ফুল ফোটান অজুহাতে হাসছে। দেখো! একাকী প্রেমিকদের হৃদয় ভেদ করার জন্য বর্ষার মতো আকৃতির, স্কু-পাইন ফুলগুলি চারদিকে উজ্জ্বলভাবে ফুটেছে এবং দিকগুলিও তাদের সাথে মিলিত হতে পেরে আনন্দিত।

মাধবীকা-পরিমালা-ললিতে নব-মালতী-জাতি-সুগন্ধৌ |

মুনি-মনসম অপি মোহন-করি তরুকারণ-বন্ধৌ, রাধে বিহারতি হরিরিহা ||6||

বসন্তের ফুলের মধুর রস এবং জুঁই ফুলের সুবাস মনমুগ্ধ করে। বসন্তকালে মহান ঋষিদের মনও উত্তেজিত হয় এবং তারা হঠাৎ বিস্মিত হয়ে ওঠে। বসন্ত হল তরুণদের নিঃস্বার্থ বন্ধু।

স্মুরদতি -মুক্ত-লতা-পরী রম্ভনা, মুকুলিতা-পুলকিতা-ছুটে।

বৃন্দাবন-বিপিনে পারিসার-পরিগত-যমুনা-জলা-পুতে, রাধে বিহারতি হরিরিহা ||7||

বৃন্দাবনের বনাঞ্চলের আমগাছগুলো সদ্য অঙ্কুরিত কুঁড়ি দিয়ে ঢাকা, কারণ

অস্থির মাধবী লতাগুলোর আলিঙ্গনে তারা রোমাঞ্চিত। শ্রীহরি সেই বনাঞ্চলের পাশ দিয়ে প্রবাহিত যমুনার বিশুদ্ধ জলে গোপীদের সাথে স্নেহের সাথে খেলা করছেন।

শ্রী-জয়দেব-ভনীতম ইদম উদয়তি, হরি-কার-স্মৃতি-সারম।

সরসা-বসন্ত-সময়-বন-বরণম, অনুগত-মদনা-বিক্রম, রাধে বিহারতি হরিরিহা সরসা.. ||8||

এই শুভ, রস-সমৃদ্ধ গানটি শ্রীজয়দেবের মাধ্যমে নিখুঁতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বসন্তকালে বনের চিত্রায়ণ রাধার কামুক বিকৃতিতে পরিপূর্ণ, যখন তিনি কৃষ্ণের বিয়ের উদ্বেগে আচ্ছন্ন। আবেগের রূপান্তরের সাথে মিশে, বসন্ত ঋতু শ্রীহরির পাদপদ্মের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে।

দারাভি-দলিতা-মল্লি, বল্লী-চামচত-পরগা

প্রকৃতিখা-পাতা-বসাই:, ব্যসায়ন কানা...নানি।

ইহা হি, দহতি চেতা:, কেতকী-গন্ধ-বন্ধু:...

প্রসারদ অসম-বন প্রাণবদ-গন্ধবঃ ||9||

"বাতাস সদ্য প্রস্ফুটিত জুঁই ফুলের পরাগরেণু দিয়ে বনকে সুগন্ধযুক্ত করে, প্রেমের সুগন্ধি নিঃস্বাসে প্রবাহিত করে, এটি স্পর্শ করা প্রতিটি হৃদয়কে যন্ত্রণা দেয়।"

unmelan, madhu-gandha-lubdha-madhupa, vyadhuta-cütänkura

krida * Kokila-kakali-kalakalai:, udgérëna-karna-jvara:।

নিয়ন্ত্রে পথিকই:, কথম কথম অপি, ধ্যান....বধনা

ক্ষন প্রপ্ত-প্রাণ, সম সমাগম, রাসো ল্লাসাই:, অমি বসার: ||১০||

"মৌমাছির মধু খোঁজার সময় আমার কাণ্ডে কোকিলের মিলনের শব্দ, কুঁড়ির গন্ধ, একাকী ভ্রমণকারীদের কানে স্বর জাগায়। তারা কোনওভাবে ক্ষণপ্রস্তুত প্রাণের মতো বেঁচে থাকে, পরমাত্মাকে তাদের দীনে নিয়ে ঐশ্বরিক লীলা সম্পর্কে চিন্তা করে।"

অধ্যায় ৪



রাগ: রামপ্রিয়া; আদি তাল

আনেক-নারি.....পরিরম্ভ-সম্ভ্রম-

স্কুরণ-মনোহরি * ভিলাসা-লালসাম...। |

মুরারিম ...আরা...থ, উপদর্শ যন্ত্যসৌ

সখী সমাঙ্কম, পুনরাহ... রাধিকাম....

তারপর রাধিকার সখী দক্ষতার সাথে কৃষ্ণকে খুঁজতে লাগলেন এবং দেখলেন যে তিনি কাছেই আছেন। তিনি সুন্দরী গোপীদের সাথে আনন্দময় লীলায় মগ্ন ছিলেন, যারা তাঁকে পরম শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করছিলেন। গোপীরা যখন তাঁকে আলিঙ্গন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন, তখন হঠাৎ কৃষ্ণের মনে আনন্দময়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লীলায় মগ্ন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। রাধাকে এই দৃশ্যটি দেখিয়ে, সখী আবার তার সাথে কথা বললেন।

candana-carcita-nila-kalevara-pita-vasana-vana-mali |

কেলি-কালন-মণি-কুণ্ডল-মন্দিতা, গন্ধ-যুগ-স্মিতা-শালী ||1||

হরিরিহা মুক্ধা-বধু-নিকারে, বিলাসিনী বিলাসতী কেলি-পারে ||ধ্রুবপদ||

"হে খেলাধুলাপ্রিয় রাধা, দেখো! পীতাম্বর (হলুদ বস্ত্র) এবং বনমালা (বনের ফুলের মালা) পরিহিত, নীল অঙ্গে চন্দন লেপন করা হরি এই বৃন্দাবন বনে মোহিত গোপীদের সাথে আনন্দ উপভোগ করার সময় পরম আনন্দ অনুভব করেন। তার কানের দুল খেলায় ঝুলছে, তার হাসি মুখে গাল অলঙ্কৃত। তার গালের সৌন্দর্য আশ্চর্যজনক এবং তার মুখমন্ডল তার খেলাধুলার হাসির মধুর সাথে এক আশ্চর্য মাধুর্য প্রকাশ করে।"

পিনা-পয়োধরা-ভরা-ভরেনা,। হরি পরিরভ্যা সারাগম।

গোপ-বধু রানু গায়তি কাসিদ, উদচিতা-পঞ্চমা-রাগম (রাধে, হরিরিহা মুক্কা-বধু-নিকারে) ||2||

গোপীদের মধ্যে একজন তীর অনুরাগের সাথে কৃষ্ণকে দূতভাবে আলিঙ্গন করছে। তার কামুক স্তনের ভারী বোঝা কৃষ্ণের বুকে চেপে ধরে, পঞ্চম সঙ্গীতের ধরণে, সে তার সাথে প্রেমের সুর গাইতে শুরু করেছে।

কপি বিলাস-বিলোলা-বিলোচনা, খেলনা-জনিতা-মনোজম।

ধ্যায়তি মুক্কা-বধু মধুসূদনা-বদনা-সরোজম (রাধে, হরিরিহা মুক্কা-বধু-নিকারে) ||3||

আরেকজন গোপী, তার অস্থির কম্পিত দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হয়ে, মধুসূদনের পদমুখের ধ্যান করছে। সে তার অস্থির চোখের রোমান্টিক একদৃষ্টি দিয়ে কামুক যুবতীদের হৃদয়ে কাম জাগিয়ে তোলে, আর সে তার পদমুখের মধু পান করার জন্য লোভী।

kapi kapola-tale milita lapitum kimapi sruti-mule।

চারু চুচুস্ব নিতস্ব বটি, দিনিতম পুলকৈর অনুকুলে (রাধে, হরিরিহা মুক্কা-বধু-নিকারে) ||4||

একজন বক্র গোপী কৃষ্ণের গালের কাছে মুখ ঝুঁকে আছে, কানে কানে কোন গোপন কথা বলার অজুহাতে। কৃষ্ণ যখন তার প্রেমাস্পদ উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছেন, তখন তিনিও প্রতিদান দিয়েছেন। সেই গোপী তার সবচেয়ে লালিত ইচ্ছা পূরণের জন্য এই অনুকূল সুযোগটি গ্রহণ করেছেন। পরম আনন্দে, সে তার ঝিমঝিম করা গালে চুম্বন শুরু করেছে।

কেলি-কাল-কুটুকেন চ কচিখ, অমুম যমুনা-জলা-কুলে।

মঞ্জুল-বঞ্জুল-কুঞ্জ-গতম, বিচকর্ষ কারেনা দুকুলে (রাধে, হরিরিহা মুক্কা-বধু-নিকারে) ||5||

প্রেমের শিল্পের প্রতি আগ্রহী আরেকজন গোপী যমুনা নদীর তীরে এক মনোমুগ্ধকর বেতের বনে একটি নির্জন স্থান আবিষ্কার করেন। প্রেমের শিল্পের প্রতি আনন্দময় মুগ্ধতায় উদ্ভূত হয়ে, তিনি দুই হাতে কৃষ্ণের পিতাম্বরকে টেনে টেনে নিয়ে যান।

kara-tala-tala-tarala-valaya vali, Kalita-kalasvana-vamshe |

রস-রসে সহ-নৃত্য পাড়া, হরিণা-যুবতী-প্রশমসে (রাধে, হরিরিহা মুক্কা-বধু-নিকারে) ||6||

হরি তার ঐশ্বরিক বাঁশির অপূর্ব সুর এবং তার বাজানো চুড়ির শব্দ শুনে প্রেমের আচারে মাতাল এক গোপীর প্রশংসা করেন।

shlisyati kamapi চুম্বতি কাম অপি, কাম অপি রমায়তি রামম |

পশ্যতি সা-স্মিতা-চারু-তরম, অপরাম অনুগাম্হতি ভামম (রাধে, হরিরিহা মুক্কা-বধু-নিকারে) ||7||

কৃষ্ণ তার এক প্রেমসীকে আলিঙ্গন করছেন; অন্য একজনকে চুম্বন করছেন এবং অন্য কোথাও তিনি অন্য একজনের সাথে আবেগপূর্ণ স্নেহ উপভোগ করছেন। অন্য কোথাও তিনি অন্য একজন প্রেমিকের মুখের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছেন, একই সাথে তার ইঙ্গিতপূর্ণ মিষ্টি হাসির অমৃতের প্রশংসা করছেন। অন্য কোথাও তিনি একজন ইচ্ছাকৃত গোপীর অনুকরণ করছেন।

শ্রী-জয়দেব-ভনীতম ইদম অদ্বুতম্, কেশব-কেলি-রহস্যম |

বৃন্দাবন-বিপিনে ললিতা বিতানোতু শুভনি যশস্যম (রাধে, হরিরিহা মুক্কা-বধু-নিকারে, ভিলসানি...) ||8||

শ্রীজয়দেবের এই শুভ, আনন্দময় এবং আশ্চর্যজনক গান সকলের সুখ্যাতি বৃদ্ধি করুক। এই গানটি সকল গুণাবলী প্রদান করে। এটি রাধার দৃষ্টিকে বর্ণনা করে কৃষ্ণের বিলাপের সময় ইন্দ্রিয়মূলক খেলার আশ্চর্য রহস্যের প্রতি।

বিশ্বেশম* অনু রঞ্জনেন জনায়ন, আন্দম ইন্দেভরা-

শ্রেণে- শ্যামলা-কোমলই:, উপনয়ন... অঙ্গাই: অনাগোৎসবম |

স্বচ্ছন্দম ব্রজ-সুন্দরী-ভীর- ভীতা:, প্রত্য-অঙ্গ মা... লিঙ্গিতা:

শ্রিংরা: সখী মূর্তমান, ইভা মাধৌ মুক্কা, হরি: ক্রীড়াতি... ||9||

"মানুষের মধ্যে জগতে আনন্দ সৃষ্টি করার জন্য, লক্ষ্মী পাখি (ইন্দিভারম) তাঁর দিব্য ফেনা (শ্যামল-কোমল রূপ) দিয়ে প্রাণয় লীলা শুরু করেন। কৃষ্ণ প্রেমময় বসন্তকালীন সাক্ষাতের রাসে মত্ত হয়ে কামদেবের মূর্তিতে পরিণত হন। নীল পদ্মফুলের সৌন্দর্যকে ছাড়িয়ে যাওয়া তাঁর নরম, নীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে তিনি কামদেবের মহান উৎসবের

উদ্বোধন করছেন। ক্রমবর্ধমান আসক্তির সাথে, তিনি গোপীদের প্রত্যাশার চেয়েও বেশি অদম্য আবেগকে সন্তুষ্ট করছেন। তবুও, প্রেমের আনন্দে অসহায়ভাবে হারিয়ে যাওয়া ব্রজের সুন্দরী গোপীরা তাঁর শরীরের প্রতিটি অংশকে মুক্তভাবে আলিঙ্গন করে।"

আদিওত সং-বাসদ-ভুজঙ্গ, কবল*ক্লেশাদি ভেশাচলম
প্রলেয়া-প্লব নেচ্ছায়, আনু শরতি, শ্রী-খণ্ড-শৈলা নীলা: |
কিঞ্চা স্নিগ্ধা-রসাল-মৌলি, মুকুলান ইয়া লোক্য, হর্ষো দিনথ
অমিলান্তি* কুহ কুহর ইতি, কালু তালা:, পিকনাম গিরা:||10||

চন্দন পাহাড় থেকে বাতাস এখন হিমালয়ের চূড়ার দিকে বইছে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে তুষারে ডুবে যেতে চাইছে।
মসৃণ আমের ডালের ডগায় কুঁড়ি দেখলে কোকিলের সুরেলা কণ্ঠস্বর তাদের আনন্দের সুর তোলে।

রাসো ল্লাসা-ভারেণ, বিভ্রম-ভূতাম, আভির বম-ব্রবম
অভয়র্নম, পরিরভ্যা নির্ভার মুরা:, প্রেমাক্কায় রাধায়া |
সাধু স্ববাদ-বদনম, সুধা-ময়ম ইতি, ব্যাহৃত্য গীতা-স্তুতি-
ব্যাজথ..., উদ্ভূত-কুশ্বিতা, স্মিতা-মনোহরি, হরি: পাতু ভা: ||11||

রাধা কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং বিভ্রান্তির পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন। এই অবস্থায় তিনি একেবারে নির্লজ্জ হয়ে পড়েন। রাসলীলায় প্রেমে আচ্ছন্ন অন্যান্য দীপ্তিমান গোপীদের আকর্ষণীয় চোখের সামনেই রাধা কৃষ্ণের বুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেন। তাঁর প্রশংসা গেয়ে বলেন, "হে আমার প্রিয়তমা, তোমার পদ্মের মুখটি কত সুন্দর! কী অতুলনীয় অমৃতের খনি," তিনি তাকে একটি মনোরম চুম্বনে জড়িয়ে ধরেন। তার প্রেমের তীব্রতা দেখে কৃষ্ণ তার হৃদয়ের ভেতরের বেদনাকে মনোমুগ্ধকর হাসি দিয়ে প্রকাশ করেন। হে শ্রীকৃষ্ণ, তুমি সকলকে মঙ্গল দান করো।

ইতি শ্রী গীতা গোবিন্দে শ্রিংগার মহাকাব্যে

শ্রী কৃষ্ণ দাসা জয়দেব কুখ্যভ

সমোদ-দামোদরঃ নম, প্রথম সর্গঃ



রাগ: তোড়ি; আদি তাল

বিহারতি বনে রাধা সাধারন-প্রণয়ে হরৌ
বিগলিতা-নিজোত কাশখ ইরশা-বাসেন গতান্যতা |
কোয়াসিড অপি লতা-কুঞ্জ গুঞ্জন-মধু-ব্রত-মৌলি
মুখরা-শিখরে লিনা দীনাপ্যুভাচ রাহা সখিম ||

যখন রাধা দেখলেন যে কৃষ্ণ বৃন্দাবনের বনে সমস্ত গোপীদের সাথে স্নেহপূর্ণ আদান-প্রদান উপভোগ করছেন, তখন তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন কারণ তিনি তাঁর মহত্ব স্বীকার করেননি। তিনি তৎক্ষণাৎ বনের অন্য অংশে চলে গেলেন এবং একটি ছায়াময় ধনুকধারীর মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন, যা ভবঘুরেদের আওয়াজে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। দুঃখিত হয়ে, তিনি তার ঘনিষ্ঠ স্ত্রীর কাছে গোপন কথা বলতে শুরু করলেন।

সঙ্করদ-অধরা-সুধা-মধুরা-ধ্বনি-মুখিতা-মোহনা-বংশম |
chalita-dg-añcala-chañcala-mauli-kapola-vilola-vatasam |
রাসে হরিম ইহা বিহিতা-বিলাসম
স্মরতি মনো মম ক্রুত-পরিহসম || ধ্রুব-পদ ||1||

"তার মোহনীয় ঠোঁটের মিষ্টি সুরগুলো একটা মিষ্টি অভিব্যক্তিপূর্ণ সুর তৈরি করছে। তার অস্থির চোখ তাকিয়ে আছে, তার মাথা দোলাচ্ছে এবং তার কানের দুল তার গালে বাজছে। আমি বারবার হরির আকর্ষণীয় নীল রঙ, তার হাসি এবং তার রসিক আচরণের কথা মনে করি।"

চন্দ্রক-চারু-ময়ূরা-শিখণ্ডক-মণ্ডল-ভালায়িতা-কেসম ।

প্রাচুরা-পূরন্দরা-ধনুর-অনুরাজিতা-মেদুর-মুদিরা-সুভেশম (রসে হরিম ইহা) ||2||

"তার চুল মনোমুগ্ধকর ময়ূরের পালকের বৃত্ত দিয়ে সজ্জিত, চাঁদের আলো তার চুলের মুকুটে স্নেহ করে। তার দীপ্তি তাজা বৃষ্টির মেঘের মতো এবং উজ্জ্বল রংধনুর রঙিন সূক্ষ্ম কাপড় তার কোমল দেহকে শোভা পাচ্ছে।"

গোপ-কদম্ব-নিতম্ববতী-মুখ-চুম্বনা-লঙ্কিতা-লোভম ।

বন্ধুজীব-মধুর-অধরা-পল্লব, কলিতা দরস-স্মিতা-শোভম (রসে হরিম ইহা) ||3||

কামদেবের উৎসবে গোপীদের মুখ চুম্বনের আকাঙ্ক্ষায় সে তার মুখ নিচু করে। তার কোমল ঠোঁট লাল রঙের ম্যালা ফুলের কুঁড়ির মতো মোহময় নরম রুবি-লাল রঙের। তার মনোমুগ্ধকর হাসির অভূতপূর্ব দীপ্তি তার সুদর্শন মুখমণ্ডল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

বিপুল-পুলক-ভুজা-পল্লব-বলয়িতা, বল্লভ-যুবতী-সহস্রম ।

কারা-চরণো রাসি মণি-গণ-ভূষণ, কিরণ-বিভিন্ন-তমিশ্রম (রসে হরিম ইহা) ||4||

যখন তিনি ফুলের পাপড়ির মতো কোমল লম্বা বাহু দিয়ে হাজার হাজার সুন্দরী গোপীদের গভীরভাবে আলিঙ্গন করেন, তখন তাঁর সমস্ত শরীর ভয়ে শিহরিত হয়। তাঁর হাত, পা এবং বুকের অলঙ্কার থেকে নির্গত সৌন্দর্যের রশ্মি সমস্ত অন্ধকার দূর করে দেয়।

জলদা-পাতলা-চালা-দিন্দু-বিনিন্দক, চন্দনা-বিন্দু-লালতাম ।

পিনা-পয়োধরা-পরিসার-মর্দানা, নির্দয়-হৃদয়-কবতম (রসে হরিম ইহা) ||5||

তার কপালে এক মনোমুগ্ধকর তিলক। তার অবর্ণনীয় দীপ্তি অসংখ্য তাজা বৃষ্টির মেঘের মধ্যে অস্থির চাঁদের অপরিসীম সৌন্দর্যকে হার মানিয়ে দেয়। আমি কেবল মনে করতে থাকি যে কীভাবে নির্ভুর হৃদয়বান কৃষ্ণ গোপীদের চূর্ণবিচূর্ণ করেছিলেন, যিনি সর্বদা ব্যথা দিতে পছন্দ করেন।

মণি-মায়া-মকর-মনোহরা-কুণ্ডলা, মন্দিতা-গন্ডা মুদারম ।

পিতৃ-বাসনাম অনুগত-মুনি-মনুজা, সুরসুর-ভার-পরিবারম (রসে হরিম ইহা) ||6||

তাঁর গালের সৌন্দর্য তাঁর মোহনীয়, রক্তখচিত, মাছের (মকর) আকৃতির কানের দুল দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি একজন বীরের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং উদারভাবে তাঁর ভক্তদের (প্রেমিকদের) হৃদয়ের বাসনা পূরণ করেন। পীতাম্বরে পরিহিত, কৃষ্ণ তাঁর মাধুর্য ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং দেবতা, ঋষি এবং অসুরদের (দানব) সহ তাঁর সেরা অনুসারীদের মোহিত করেছেন।

বিষাদ-কদম্ব-তালে মিলিতম, কালী-কালুষ-ভয়া সমায়ন্তম ।

মম অপি কিম অপি তরঙ্গ-অনাগা, দ্রুমা বপুশা রামায়ন্তম(রসে হরিম ইহা) ||7||

শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে আমার হৃদয় ক্রমশ বিচলিত হয়ে ওঠে। পূর্ণ প্রস্ফুটিত একটি প্রশস্ত কদম্ব গাছের নীচে আসার পর, তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করেন এবং আশেপাশে তাকিয়ে থাকেন। তিনি অনেক চতুর এবং তোষামোদপূর্ণ কথা দিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে আমার বিচ্ছেদের ভয় সম্পূর্ণরূপে দূর করেন। তিনি তাঁর প্রেমময় দৃষ্টিতে আমাকে দ্রুত আনন্দিত করেন।

শ্রী-জয়দেব-ভনীতম অতী সুন্দর, মোহনা-মধু-রিপু-রূপম ।

হরি-চরণম্-স্মরণম্ প্রতি সম্প্রতি, পুণ্যবতম অনুরূপম (রসে হরিম ইহা বিহিতা-বিলাসম..) ||8||

শ্রীজয়দেব এই কাব্যটি ভগবানের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের জন্য উপস্থাপন করেছেন। এটি কৃষ্ণের রূপের মন্ত্রমুগ্ধকর সৌন্দর্য বর্ণনা করে। এটি শ্রীহরির পাদপদ্মের স্মৃতির প্রতীক এবং বিশুদ্ধ ভক্তির প্রাথমিক রসের সম্পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণের পর এটি আশ্বাদন করা উচিত।

অধ্যায় ৬



রাগ: কস্মোধি; আদি তাল

গণয়তি গুণ-গ্রা...মম, ভ্রমম* ভ্রমাদ অপি নেহাতে

বহতি চ পরী তোষম, দোষাম বিমুঞ্চতি দুরথ:... ।

যুবতিষু..., ভ্যালাত-গ্রিষে... কৃষে... বিহারিণী মা বিনা...

পুনর অপি, মানো ভামম, কামম কেরোতি কেরোমি কিম... ||9||

"সাকি, কৃষ্ণ আমাকে ত্যাগ করেছেন এবং এখন তিনি অন্যান্য গোপীদের সাথে চলে যাচ্ছেন। আমি জানি যে তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা প্রকাশ করা বৃথা। তবুও, আমি কী করব? তাঁর প্রতি আমার আসক্তি এতটাই প্রবল যে কোনও পরিস্থিতিতেই তা দূর হবে না। আমি কেবল তাঁর অসাধারণ গুণাবলী বর্ণনা করতে থাকি। যখন আমি আমার মহত্ব উপলব্ধি করি, তখন আমি আনন্দে উন্মাদ হয়ে যাই। আমি ভুল করেও তাঁর উপর রাগ করতে পারি না; এবং যখন আমি তাঁর দোষ উপেক্ষা করি তখন আমি তৃপ্তি বোধ করি। আমি প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা করি। সাকি, আমি তাঁকে ভুলতে পারি না। আমার হৃদয় কেবল তাঁকেই চায়"

nibruta-nikuñja-gruham gataya, Nisi rahasi niliya basantam ।

চাকিতা-বিলোকিতা-সকল-দিশা, রতি-রভাষা-ভরেনা হাসন্তম, কৃষ্ণম ||1||

একবার, আমরা যে পরিকল্পনা করেছিলাম, ইঙ্গিত ও সংকেত দিয়ে, সে রাতের বেলায় এক নির্জন বনভূমিতে গিয়েছিল। দুট্টু মেজাজে, সে বনের ঘন পাতার মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল, শুধু তার সাথে দেখা করার জন্য আমার আগ্রহ এবং তার অনুপস্থিতিতে আমার যন্ত্রণা দেখার জন্য। আমি ক্লান্ত, ভীত চোখে চারপাশে তাকাতে লাগলাম, উদ্বেগে ডুবে এবং ভাবছিলাম 'ওহ, সে কখন আসবে?' তারপর হঠাৎ সে তার প্রেমময় হাসির অমৃত দিয়ে আমাকে আনন্দিত করল।

সখী সে কেসি-মাথানা মুদারম

রামায় মায়া সাহা মদনা-মনোরথ-ভবিতায় সা-বিকরাম (কৃষ্ণম, সখী তিনি)||ধ্রুবপদ||

কামদেবের স্বলন্ত তাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে কেশী-মখন কৃষ্ণের কখনও উদারতার অভাব নেই। তাছাড়া, আমার প্রতি আসক্তিতে তাঁর মনও বিভ্রান্ত। আমার অনুভূতিগুলি তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত; তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার আমার ইচ্ছা কীভাবে পূর্ণ হবে? অবিলম্বে আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করুন।

প্রথম-সমগামা-লজ্জিতায়, পাতু-চতু-শতাই রানুকুলম ।

মৃদু-মধুরা-স্মিতা-ভাষিতায়, শিখি-লিক্ত-জঘনা-দুকুলম (কৃষ্ণম, সখি তিনি) ||2||

"প্রথম প্রেমের সাক্ষাতের সময় যে স্বাভাবিক লজ্জার সৃষ্টি হয়, তার কারণে আমাকে এত সরল ও নির্বোধ দেখে, সে আমার লজ্জা কমানোর জন্য পরপর বিনয়ী কথাবার্তা এবং বিনীত অনুরোধ ব্যবহার করে। তার তোষামোদপূর্ণ কথায় মুগ্ধ হয়ে, আমি মৃদু ও মিষ্টি হেসে তার সাথে কথা বলতে শুরু করি। হে সখী, অবিলম্বে তার সাথে আমার দেখা করার ব্যবস্থা করো!"

কিসলা-শয়না-নিবেদিতায়া, সিরাম উরাসি মমাইভা শয়নম ।

দ্রুত-পরিরামভনা-চুস্বনায়া, পরিরভ্যা দ্রুতধারা-পানাম (কৃষ্ণম, সখি সে) ||3||

"তিনি আমাকে নরম, তাজা ফুলের মনোমুগ্ধকর বিছানায় শুইয়ে দিলেন এবং তারপর, পরম আনন্দের সাথে, তিনি আমার হৃদয়ের উপর এত উজ্জ্বলভাবে শুয়ে পড়লেন। আমি তাকে চুস্বন করলাম এবং গভীরভাবে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। তাছাড়া, তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং অনঙ্গ-রসের শক্তিশালী প্রভাবে বারবার আমার ঠোঁটের অমৃত পান করলেন। হে সখী, তিনি আমার জীবনের চেয়েও প্রিয়। আমাকে এখনই তার সাথে দেখা করতে নিয়ে যান।"

আলাসা-নিমিলিতা-লোচনায়, পুলাকা ভ্যালি-ললিতা-কপোলম ।

শ্রম-জলা-সকাল-কালেভরায়, ভারা-মদনা-মাদা দাতিলোলাম (কৃষ্ণম, সখি তিনি) ||4||

"তাঁর সাথে আবেগঘন প্রেমের আনন্দে হঠাৎ, অপ্রত্যাশিত আনন্দের ঢেউয়ে আমার চোখ ক্লান্ত এবং বন্ধ হয়ে গেল। এই প্রেম-খেলার আনন্দে কৃষ্ণের গাল এক অসাধারণ মোহ এবং প্রেমময়তা ধারণ করল। সর্বত্র প্রেমের ঘামে, তাঁর দৃষ্টি আমাকে মাতাল করে তোলে। কৃষ্ণ প্রেমে পরিপূর্ণ। হে সখী, দ্রুত আমার শ্রীকৃষ্ণের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করো!"

কোকিলা-কাল-রব-কুজিতায়, জিতা-মানসিজ-তন্ত্র-বিচারম ।

শ্লথ-কুসুমা কুল-কুন্তালয়, নাকহা-লিখিতা-ঘনা-স্থান-ভারম (কৃষ্ণম, সখি তিনি) ||5||

"প্রেম তৈরির কৌশল সম্পর্কে প্রামাণিক পুস্তকগুলিতে পাওয়া গোপন তন্ত্রগুলির সাথে শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে পরিচিত।
কৃষ্ণের সাথে প্রেমের মিলনের সময়, আমি কোকিলের মতো বিড়বিড় করি এবং কেবল তাঁর কথাই ভাবি। আমার
বিনুনি খুলে গেল এবং ফুলের বিন্যাস আমার চুল থেকে খসে পড়ল এবং আমার চুল থেকে তাঁর নখের দাগ পড়ে গেল।
হে সখী, আমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সাথে আমার দেখা করার ব্যবস্থা করো!"

চরন-রণিতা-মণি-নপুরায়, পরি পুরিত-সুরতা-বিতানম ।

মুখরা-বিশ্রু থলা-মেখলয়, সাকা চক্রহা-চুস্বনা-দানম (কৃষ্ণম, সখি সে) ||6||

"আমরা যখন প্রেমের খেলা উপভোগ করছিলাম, তখন আমার পায়ের রক্তচিহ্নিত গোড়ালির ঘন্টাগুলি তাঁর প্রেম দেখে
বেজে উঠল। আমাকে সেই শ্রীকৃষ্ণের সাথে একীভূত করুন যিনি আমাকে চুল ধরে ধরেন, বারবার আমার মুখ চুস্বন
করেন।"

রতি-সুখ-সময়-রস লাস্য, দারা-মুকুলিতা-নয়না-সরোজম ।

নিসহ-নিপতিতা-তনু-লতায়, মধুসূদনা মুদিতা-মনোজম (কৃষ্ণম, সখি তিনি) ||7||

"তার সাথে আনন্দ উপভোগ করতে করতে আমি ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। কৃষ্ণের সামান্য খোলা পদ্মের
চোখগুলো মন্মথের স্নিগ্ধতায় ভিজে গেল। আমি লতার মতো আঁকড়ে ধরলাম এবং মধুসূদন তার প্রেমে আমাকে
আনন্দিত করলেন। হে সখী, আমাকে আমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সাথে একীভূত করো।"

শ্রী-জয়দেব-ভণিতম্ ইদম অতিশয়-মধু-রিপু-নিধুবন-শীলম ।

সুখম উৎকান্ধিতা-রাধিকায়া, কথাতম বিতানোথু সলিলাম (সখী সে কেশী...)||8||

শ্রীজয়দেবের রচিত এই আখ্যানে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যা উদ্বিগ্ন ও অধৈর্য নায়িকা
তার বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় বর্ণনা করেছেন। এটি পাঠকারী এবং শ্রবণকারী সকল ভক্তের মঙ্গল বৃদ্ধি করুক।

হস্ত-শ্রুট-বিলাসম-বংশম অনরুজু | ক্র-বল্লী উন্মাদ-বল্লভি
বৃন্দোৎসরি-দাগন্ত বীক্ষিতম, অতিস বেদার্দ্র, গণ্ড-স্থানম ...।
মম উদ্বেক্ষ্য, ভিলজিতা, স্মিতা-সুধা, মুক্ধ-নানাম-কাননে...
গোবিন্দম, ব্রজ-সুন্দরী, গণ-বৃত্তম, পশ্যামি হস্যামি চ ||১০||

"তাঁর হাতে মোহময় বাঁশি, তাঁর লাজুক দৃষ্টিতে লুপ্ত। প্রেমের মালা ঘামে ভিজে যায় তাঁর কোমল গাল। তাঁর মায়াবী মুখটি হাস্যোজ্জ্বল, যখন তিনি আমাকে গোপীদের সাথে বনে খেলা করতে দেখছেন। তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখে আমি এক অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করি।"

দুর্লোক-স্বেক-স্ববক-নবক-শোক-লতিকা-
বিকাশ:, কাষরো-পাবনা-পাবনয়ম, ব্যাথায়তি...।
অপি ভ্রম্যদ, ভৃঙ্গী-রগিতা, রমণীয়া... না মুকুল
প্রসূতিষু সূতানাম, সখি ... শিখরা-নেয়ম সুখয়তি ||১১||

"হৃদের ধারের বাগান থেকে আসা বাতাস, গাছে পাখিদের ডাকাডাকি আর লাল রঙের ফুলের গুচ্ছ, সবই আমাকে পোড়াতে আগুন জ্বালাচ্ছে। নতুন আমার এই পাহাড়, ঘুরে বেড়ানো ভোমরার গুনগুন, এখন আমার কাছে আর সান্ত্বনা নয়, সাকি"

সাকুত-স্মিতম, আকুল কুলা-গলদ-ধাম মিলম, উল্লাসিতা
ক্র...-বল্লিকাম, আলেকা-দর্শিতা, ভূজা-মূলোদ্ধ, দৃষ্টি-স্থানম।
গোপিণাম, নিভৃতম, নিরেক্ষ্যা গমিতাম-কংক্ষ-চিরাম-চিন্তায়ণ
অন্তর মুক্ধা, মনোহরম, হরতু ব:, ক্লেম, নব কেশব: ||12||

গোপীদের হাসি তাদের উদ্দেশ্য এত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছিল যে একজন সরল মানুষও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারত। তীর আকাঙ্ক্ষায় তাদের স্বকের ছিদ্রগুলি শিথিল হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের বিনুনিগুলি আলাগা হয়ে গেল। তবুও এই ধরণের অঙ্গভঙ্গি কোনও কাজে আসেনি। কৃষ্ণ দীর্ঘ সময় ধরে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছিলেন, ধীরে ধীরে গোপীদের সান্নিধ্যের জন্য তাঁর শেষ আকাঙ্ক্ষাগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এখন তিনি কেবল রাধার আবেগ দ্বারা উচ্ছ্বসিত এবং প্রতিটি নতুন মুহূর্তে তাঁর বিস্ময় বৃদ্ধি পায়। সেই তরুণ কেশব তোমাদের সকলের দুঃখকে ধ্বংস করুন।

ইতি শ্রী গীতা গোবিন্দে শ্রিংগার মহাকাব্যে

শ্রী কৃষ্ণ দাসা জয়দেব কুখ্যভ

আক লেশ কেশবউ নম, দ্বিথিয়া সর্গ

অধ্যায় ৭



রাগ: ভূপাল; চাপু তাল

কামসারী-রাপি , সংসার-বাসনা বধ-শানখালাম ।

রাধাম- আধ্যা- হৃদয়ে, ত্যা ত্যজ ব্রজ-সুন্দরী... ॥

"কংসের শত্রু কৃষ্ণ, রাধার পূর্বে প্রকাশিত অন্তরঙ্গ প্রেমের কথা স্মরণ করলেন, তিনি বুঝতে পারলেন যে এটিই সর্বোচ্চ ভক্তির মূল কথা। তাঁর হৃদয় রাধার রূপে মূর্ত জাগতিক কামনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। অতএব, ব্রজের অন্যান্য গোপীদের প্রেমকে তুচ্ছ মনে করে তিনি তাদের সকলকে ত্যাগ করলেন।"

itas tatas thäm, anus-rutya Rādhikām...

ananga-bāna...vran-khinna, mānasa:... ।

কুতনু তপ:, সা কালিন্দা-নন্দিনী...।

থান..থা-কুঞ্জ, বিষাদ মাধব: ||

"যখন তিনি রাধার অশ্বেষণে ব্যর্থ হলেন, তখন প্রেমের তীর তাঁকে বিদ্ধ করল। মাধব যমুনার তীরে ঝোপের মধ্যে অনুতপ্ত হলেন"

মমিয়াম কলিতা বিলোক্য, বৃত্তিম ভাদু-নিচায়েনা ।

সপরাধাতয় মায়াপি না, ভারিতা'তি ভয়েনা ||

হরি হরি হতা'দারতায়.. সা গতা কুপিভেব হরি হরি ||1||

"গোপীদের দ্বারা আমাকে ঘিরে থাকা দেখে রাধা রেগে গেল এবং চলে গেল। আমি ভাবলাম, 'আমি একটা অপরাধ করেছি', তাই আমি ভয় পেয়ে গেলাম এবং তাকে চলে যাওয়া থেকে বিরত রাখার সাহস জোগাড় করতে পারলাম না। হায়! আমি রাগে তাকে চলে যেতে বাধ্য করলাম।"

কিম করিম্যতি, কিম বদিশ্যতি সা চিরাম বিরহেনা ।

কিম ধনেনা জানিনা, কিম মা জীবিতেন গ্রহেনা হরি হরি (হটা'দারতায়) ||2||

"সে অনেক দিন ধরে বিচ্ছেদের ভয়াবহ তাপে ভুগছে, তাই আমি তার আচরণ অনুমান করতে পারছি না। সে কী করবে? সে কী বলবে? হায়! রাধার অনুপস্থিতিতে আমার সম্পদ, আমার আত্মীয়স্বজন, আমার জীবন, আমার বাড়ি সবকিছুই মূল্যহীন মনে হচ্ছে।"

চিন্তয়ামি তদানাম কুটিলা-ক্র-কোপা ভরেনা ।

সোনা-পদ্মম ইভোপারি-ভ্রমতাকুলম ভ্রমরেনা হরি হরি (হটা'দারতায়) ||3||

"আমার মনে হচ্ছে যেন আমি সরাসরি শ্রী রাধার মুখ দেখছি, তার খিলানযুক্ত লতার মতো ক্র। তার রাগান্বিত মুখটি লাল পদ্ম ফুলের মতো, যা ভোমরা দ্বারা বেষ্টিত।"

তম অহম হৃদি সংগতম, অনিশম ক্রশম রাময়ামি ।

কিম ভনে'নু সারমি তামিহা কিম বৃথা বিলাপমি হরি হরি (হতা'দারতায়) ||4||

"হায়! যখন আমি ক্রমাগত রাধার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি উপলব্ধি করি এবং আমার হৃদয় মন্দিরে তাকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করি, তখন কেন আমি তার জন্য অযথা বিলাপ করছি এবং কেন আমি বারবার তাকে বন থেকে বনে খুঁজছি?"

তব্বী খিল্লা মাসুয়ায় হৃদয়ম তব কলয়ামি ।

তল্লা ভেদমি কুটো গাতসি, না তেনা তেনু নয়মি হরি হরি (হটা'দারতায়) ||5||

"হে সরু কোমরের কোমল নারী, মনে হচ্ছে তোমার হৃদয় ঈর্ষায় দূষিত, যা তোমার হৃদয়কে নষ্ট করে দিচ্ছে। কিন্তু আমি কী করতে পারি? তুমি গর্বের সাথে চলে গেলে। তোমার ক্রোধ দূর করার জন্য আমি কী ধরনের বিনীত প্রার্থনা করব? আমার কোন ধারণা নেই।"

দ্রশ্যসে পুরাতো গতা, গতামেব মে বিদধসি ।

কিম পূর্ব সসম্ভ্রম, পরিরম্ভম ন দাদাসি হরি হরি (হতা'দারতায়) ||6||

"তুমি আমাকে বারবার আবির্ভূত হতে এবং অদৃশ্য হয়ে যেতে তাড়া করো। কেন তুমি আমাকে অস্বীকার করছো, তুমি একবার আমাকে যে আলিঙ্গন দিয়েছিলে সেই মোচড়ের আলিঙ্গনগুলো"

ক্ষম্যতম অপরাম কাদপি, তবেদ্রশম ন করোমি ।

দেহি সুন্দরী দর্শনম মম মনমথেনা দুনোমি হরি হরি (হটা'দারতায়) ||7||

"হে সুন্দরী, আমাকে ক্ষমা করো। আমি আর কখনো তোমাকে বিরক্ত করব না। আমাকে একবার তোমার সাথে দেখা করতে দাও। মাম্মাথার যন্ত্রণায় আমি কাতর।"

বর্ণিতম জয়দেবকেন হরেরিদম প্রবনেন ।

কিন্দু-বিল্ব-সমুদ্র-সম্ভব-রোহিণী-রমণেনা হরি হরি (হটা'দারতায়) ||8||

সমুদ্র থেকে চাঁদের আবির্ভাবের মতো শ্রীজয়দেব কিন্দুবিলভা গ্রামে আবির্ভূত হন। তিনি এই গানের আকারে শ্রীকৃষ্ণের গভীর আবেগের অভিব্যক্তি বিনীতভাবে সংগ্রহ করেছেন।

হুদি বিম্বা-লতা, হারো নিয়াম ভুজঙ্গ মান্যক:

কুবলয়-ডালা-শ্রেনি, কান্তেনা। sä garala-dyuti: |

মলয়জা-রাজো নেধাম, ভস্ম প্রিয়া, রহিতে মায়ি

প্রহর না, হর-ভ্রন্ত্য, অনঙ্গ ক্রুধ, কিমু ধাবসি... ||৭||

"সাপের মালা নয়, পদ্মের ডালপালা আমার হৃদয়ে মালা! নীল লিলির পাপড়ি আমার গলায়, বিষের রেখা নয়! আমার প্রেমময় দেহে ছাই নয়, চন্দনের গুঁড়ো লেপ দেওয়া হয়েছে! মন্থথ, আমাকে শিব ভেবে আক্রমণ করো না! কেন তুমি রাগে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছো"

pānau mā kuru, cūta-sāyakam, amum mā cāpam, äro...paya

krida. nirjita-vishva- mürccchita-janāghā tena, kim paurusham |

তস্য এব, ম্-দ্রিশো, মানসীজ প্রেথত-কতাক্ষ, শুগা-

শ্রেণে-জর্জারিতম, মনগ অপি মনো, নাদ্যপি সঙ্কুক্ষ নটে ||১০||

"তোমার আমার মতো ফুলের তীর উত্তোলন করো না! ধনুক ছুঁড়ো না! আমাদের খেলা তোমার জয়কে অনুমোদন করে, ভালোবাসা। দুর্বল শিকারকে আঘাত করা খালি বীরস্ব। রাধার হরিণীর চোখ আমার হৃদয় ভেঙে দিয়েছে, দৃষ্টির তুমুল ঝলক দিয়ে। ভালোবাসায় উদ্ভুদ্ধ - এখন কিছুই আমাকে সমর্থন করতে পারে না!"

ব্রু-পল্লবম, ধনুর আপাঙ্গ-তা রঙ্গিতানি

বানা গুণঃ শ্রবণঃ, পালি: ইতি স্মরেনা |

tasyām অনঙ্গ-জয়া, জঙ্গমা-দেবতা...যম

অস্ত্রানি নির্জিতা-জগন্তি, কিম অর্পিতানি ||১১||

"তার খিলানযুক্ত ব্রু তার ধনুক, তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তীর, তার কানের লতি ধনুকের দড়ি - কেন অস্ত্রগুলি সুরক্ষিত। প্রেমের জীবন্ত বিজয়ের দেবীতে পৃথিবী ইতিমধ্যেই পরাজিত।"

bhrü-chāpe, nihita: katāksha-vishikho, nirmatu Marma-vyatham

shyamātma, Kutila: Karotu, Kabari-Bharo'pi, Marrodyamam |

মোহম তবদ অয়ন চ, তস্মী তনুতম, বিশ্ব...ধরো রাগবান

দুঃখ-বস্তুতা: স্তন-মণ্ডল, তব কথাম, প্রণাই: মম ক্রীড়াতি... ||12||

"তোমার ক্রকুটির ধনুকের মতো লুকিয়ে থাকা তীরের দিকে তাকিয়ে থাকা, আমার নরম নশ্বর দেহে ব্যথার সৃষ্টি করতে পারে। তোমার ভারী কালো পাতলা বিনুনি, বিকৃতভাবে আমাকে মেরে ফেলতে পারে। তোমার লাল বেরি ঠোঁট, ভদ্র রাধা, এক অদ্বুত প্রলাপ ছড়িয়ে দিতে পারে। তুমি আমার জীবনকে ধ্বংস করে দাও।"

তনি স্পর্শ, সুখনি তে চ তারালা:, স্নিগ্ধা... দ্রিশোর বিভ্রম:

তদ-বক্রাম বুজা, সৌরভম, সা চ সুধা-স্যান্দ্ী, গিরা- বক্রীমা ।

সা বিশ্বধারা-মাধুরিতি – বিষয়, সংগে'পিচেন মানসম্

তস্যাম, লগ্ন-সমাধি, হন্ত- বিরহ-ব্যাদি:, কথম বর্ধতে ||১৩||

"আমার স্পর্শে তার আনন্দময় প্রতিক্রিয়া, তার চোখের কম্পিত তরল নড়াচড়া, তার পদ্মফুলের মুখের সুবাস, শব্দের মিষ্টি অস্পষ্ট ধারা, তার লাল বেরি ঠোঁট থেকে অমৃত – এমনকি যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলি চলে যায়। আমার মন তাকে এক ত্রাসে ধরে রাখে, তাহলে কেন তার পরিত্যাগের ক্ষত আরও গভীর হয়।"

তির্যক-কান্ত-বিলোলা-মৌলি, তারালোট-তমসাস্য, ভামশোক কারথ

গীতা-স্থান-কৃষ্ণাধন-ললানা...লক্ষির না, সাম-লক্ষিতা: ।

সম্মুখাম, মধুসূদনস্য- মধুরে- রাধা, মুখেঙ্কু

মৃদুস-যন্ধম, কন্দলিথা সিরাম, দদাতু ভা:, ক্ষেমাম কাটাক-শোর-মায়া: ||14||

শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দের আবেগে তিন জায়গায় বাঁকানো একটি কৌণিক ভঙ্গি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তাঁর ঘাড় একদিকে কাত করার কারণে তাঁর মুকুট এবং কানের দুল দোল খাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ আকর্ষণীয় গোপীদের মাঝে অবস্থিত হয়ে, তিনি তাদের তাঁর বাঁশি সঙ্গীতের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ, মূর্ছা জাগানো সুরে ধ্যান করতে অনুপ্রাণিত করেছেন, যখন তিনি শ্রী রাধার মোহময় এবং অমৃত পদ্ম মুখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে আছেন, কেবল তাঁর প্রতি তাঁর অত্যধিক স্নেহ দেখার জন্য। শ্রীকৃষ্ণের একান্ত দৃষ্টির অগণিত তরঙ্গ সকলকে মগ্ন দান করুক।

ইতি শ্রী গীতা গোবিন্দে শ্রিংগার মহাকাব্যে

শ্রী কৃষ্ণ দাসা জয়দেব কুখভ

মুগ্ধা-মধুসূদনঃ নম, ত্রিতিয়া সর্গঃ

অধ্যায় ৮



রাগ: সৌরাষ্ট্র; আদি তাল

যমুনা-তির-ভানিরা-নিকুঞ্জে মন্ড মস্তিতম ।

প্রহ-প্রেম-ভারোদ্ধান্তম মাধবম রাধিকা-সখী ॥

যমুনার তীরে, ঘন গাছপালার মাঝে, যেখানে মাধব প্রবল প্রেমে কাতর ছিলেন, সেই বনে রাধার সাকী (বন্ধু) বললেন:

নিন্দতি চন্দনম ইন্দু কিরাম, অনু বিন্দাতি খেদম অধীরম, কৃষ্ণ ।

ভালা-নিলয়-মিলা নেনা গড়লাম ইভা, কলয়তি মালয়া-সমীরাম ॥১॥

মাধব মানসীজ-বিশিখা-ভয়াদ ইভা ভাবনায় স্বায়ি লিনা, কৃষ্ণ ।

সা বিরহে তব দিনা ॥ ধ্রুবপদ ॥

"হে মাধব! তোমার বিচ্ছেদে রাধা তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করছে। মদনের অবিরাম তীরবৃষ্টিতে সে এতটাই ভীত যে, এই ধীরগতির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে সে ধৈর্য-যোগের আশ্রয় নিয়েছে। সে নিঃশর্তভাবে তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং এখন ধ্যানের অনুশীলনে সে তোমার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত। তোমার অনুপস্থিতিতে, চাঁদের রশ্মিও

তাকে পুড়িয়ে ফেলার মতো অনুভব করে। চন্দনের সুবাসের সাথে মলয় বাতাস তার বিচ্ছেদের যন্ত্রণাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।”

আবিরল-নিপতিতা-মদনা-শারদিব ভবদাবনয় বিশালম, কৃষ্ণ ।

স্ব-হৃদয়-মর্মণি বর্মা করোটি সজলা-নলিনী-ডালা-জলাম (কৃষ্ণ, সা বিরহে তব দিনা) ||2||

”কামদেবের তীর তার হৃদয়ে অবিরাম পড়ছে। যেহেতু তুমি সেখানে বাস করছো, তাই সে তোমাকে রক্ষা করার জন্য একটি রহস্যময় ঢাল (কবচ) তৈরি করছে, তার দুর্বল হৃদয়কে জলের ফোঁটা বহনকারী বৃহৎ পদ্ম পাপড়ি দিয়ে ঢেকে দিয়ে।”

কুসুমা-বিশিখা-শরা-তালপা মানল্ল-বিলাস-কাল-কামানিয়াম, কৃষ্ণ ।

ব্রতম ইব তব পরিরম্ভ-সুখ্যা করোতি কুসুমা-শয়নিয়াম (কৃষ্ণ, সা বিরহে তব দিনা) ||3||

”মাধব! রাধা তোমার আনন্দের জন্য উপযুক্ত একটি মনোরম ফুলের বিছানা তৈরি করছে। তবুও এটি কিউপিডের তীরের বিছানা বলে মনে হচ্ছে। তোমার গভীর আলিঙ্গন লাভের আশায় তীরের বিছানায় হেলান দেওয়ার ব্রতের আকারে তিনি কঠোর তপস্যা করছেন।”

বহাতি চ কলিতা-বিলোচনা-জলা-ধারা, মননা-কমলম উদরাম, কৃষ্ণ ।

বিধুম্ ইভা বিকাশ-বিধুস্ত-দদন্ত-দলন-গলিত মৃত্যু-ধারম (কৃষ্ণ, সা বিরহে তব দিনা) ||4||

সে তার মহিমান্বিত পদ্মের মুখটি তুলে ধরে, মেঘলা এবং অশ্রুতে ভরা, যেমন গ্রহনের দাঁতের কাটা থেকে চাঁদ অমৃত ঝরছে।

ভিলিফতি রাহসি কুরাগ-মদেনা ভবন্তম্ অসম-শরা-ভূতম্, কৃষ্ণ ।

প্রণয়তি মকরা মাধো বিনিধায় করে চ শরম নব-দুতম (কৃষ্ণ, সা বিরহে তব দিনা) ||৫||

”হে শ্রীকৃষ্ণ, এক নির্জন স্থানে, রাধা হরিণ কস্তুরীতে তোমার মনোমুগ্ধকর রূপের ছবি আঁকছেন। তোমার হাতে আমার কুঁড়ি এবং মাধবকে চিত্রিত করার পর, সে তোমার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে এবং তোমাকে প্রণাম করে।”

ধ্যান-লায়েন পুরা পরিকল্প্য ভবন্তম অতীব দূরপম, কৃষ্ণ ।

ভিলাপতি হাসতি বিষাদতি রোদিতি চাঞ্চতি মুঞ্চতি তপম (কৃষ্ণ, সা বিরহে তব দিনা) ||6||

"হে মাধব, রাধা বারবার অনুরোধ করছে 'হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি তোমার পায়ে পড়ে যাচ্ছি। তুমি যখনই আমার প্রতি উদাসীন হও, চন্দ্রদেবতা চন্দ্রমৃতও আমার শরীরে আগুনের ঝর্ণার মতো অনুভূত হয়।"

প্রতি-পদম ইদম অপি নিগদতি মাধব তব কারনে পতিতাহম, কৃষ্ণ ।

হ্রয়ি বিমুখে মায়ি সপদি সুধা-নিধি রপি তনুতে তনু-দহম (কৃষ্ণ, সা বিরহে তব দিনা) ||৭||

"শ্রী রাধা তোমার ধ্যানে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন। তিনি কল্পনা করেন যে তুমি তার সামনেই আছো। কখনও তিনি বিচ্ছেদে বিলাপ করেন, কখনও তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন, কখনও তিনি কাঁদেন এবং কখনও কখনও ক্ষণিকের দর্শনে আলিঙ্গন করে সমস্ত দুঃখ ত্যাগ করেন।"

শ্রী-জয়দেব-ভনীতম ইদম অধিকম, ইয়াদি মনসা নাতনিয়াম, কৃষ্ণ ।

হরি-বিরহকূল-বল্লব-যুবতী, সখী-শূণ্যম পতনিয়ম কৃষ্ণ (দ্রুবপদ) ||8||

রাধার প্রিয় বন্ধুর উচ্চারিত কথার উপর ভিত্তি করে শ্রীজয়দেবের রচিত এই গানটি হৃদয় মন্দিরের ভেতরে অভিনীত হওয়া উচিত। শ্রীহরির বিচ্ছেদে রাধার বিরহ (বেদনা) সম্পর্কে সখী বর্ণনা নিরন্তর আবৃত্তির যোগ্য।

অধ্যায় ৯



রাগ: বিলাহরি; আদি তাল

আভাসো, বিপিনিয়তে প্রিয়া-সখী মালাপি। জলায়তে...

তপোপি নিশ-বাসিতেনা, দাব-দহন-জ্বালা কালপায়তে।

সাপি তবাদ-বিরহেনা, হস্ত হরিনী-রূপায়তে, হ কথম

কন্দর্পোপি যমায়তে, বীরচয়ন, শার্দূলা-বিক্রেদিতম।।

"হে শ্রীকৃষ্ণ, আমার সখী রাধা ঠিক হরিণের মতো আচরণ করছে। সে তার বাসস্থানকে বন বলে মনে করে এবং তার বন্ধুদের জাল ধরা শিকারীর মতো মনে করে। তার নিজের ব্যথার দীর্ঘশ্বাসে তার শরীরে জ্বলন্ত বনের আগুনের শিখা তীব্রতর হয়। হায়, হায়! কিউপিড মৃত্যুমূর্তিতে পরিণত হয়েছে, বাঘের শিকারের ছদ্মবেশে।"

স্তন-বিনিহিতম অপি হারা মুদারম।

সা মনুতে ক্রুশা-তনুরতি ভরম।

রাধিকা কৃষ্ণ রাধিকা। রাধিকা বিরহে তব কেশব (রাধিকা কৃষ্ণ রাধিকা)।।1।।

"হে কেশব, তোমার বিচ্ছেদে রাধা এতটাই ক্ষীণ হয়ে পড়েছে যে, মালার মনোমুগ্ধকর মালাটি তার উপর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হে কেশব, রাধিকা তোমার বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় কাতর।"

sarasama sruna Mapi Malayaja-pankam।

পস্যতি বিষমিবা বপুষি শশাঙ্কম।

রাধিকা কৃষ্ণ রাধিকা – তব বিরহে কেশব (রাধিকা কৃষ্ণ রাধিকা)।।2।।

"হে কেশব, তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, রাধা তার শরীরে লাগানো আর্দ্র, মসৃণ চন্দনের প্রলেপ দেখে তার কাছে বিষের মতো লাগে।"

স্বসিতা-পবনম্ অনুপমা-পরিণহম।

মদনা-দহনা মিভা বহাতি সদাহম।

রাধিকা কৃষ্ণ রাধিকা – তব বিরহে কেশব (রাধিকা কৃষ্ণ রাধিকা)।।3।।

"তার নিজের দীর্ঘশ্বাসের তীব্র বাতাস, ভালোবাসার আগুন জ্বলছে বলে মনে হচ্ছে"

দিসি দিসি কিরাতি সজলা-কা-জালাম ।

নয়না-নলিনাম ইভা বিগলিত-নালম ।

রাধিকা কৃষ্ণ রাধিকা – তব বিরহে কেশব (রাধিকা কৃষ্ণ রাধিকা) ||4||

"তার পদ্মের চোখ সব দিকে তাকিয়ে আছে, তার অশ্রুবিন্দুর বৃষ্টি ছড়িয়ে দিচ্ছে কাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন জল-দাগযুক্ত পদ্মফুলের মতো।"

নয়না-বিষয় মাপি কিশলয়-তালপম ।

কলয়তি বিহিতা-হতাসা-বিকল্পম ।

রাধিকা কৃষ্ণ রাধিকা – তব বিরহে কেশব (রাধিকা কৃষ্ণ রাধিকা) ||৫||

""যদিও সে তার সামনে সতেজ পাপড়ির একটি বিছানা দেখতে পায়, তবুও তার বিভ্রান্তিতে সে এটিকে স্বলন্ত আগুনের মতো অনুভব করে।"

tyajati na pani-talena kapolam ।

বালা-শশীনাম ইভা, সায়ম আলোলাম ।

রাধিকা কৃষ্ণ রাধিকা – তব বিরহে কেশব (রাধিকা কৃষ্ণ রাধিকা) ||6||

"তার লালচে পদ্মের হাত তার গাল টিপে ধরেছে, যা গোধূলির আকাশে সদ্য উদিত চাঁদের সৌন্দর্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ – যখন সে নির্জন স্থানে একা বসে থাকে।"

হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম ।

বিরহ-বিহিতা-মারানব নিকামম ।

রাধিকা কৃষ্ণ রাধিকা – তব বিরহে কেশব (রাধিকা কৃষ্ণ রাধিকা) ||7||

"মনে হচ্ছে রাধা তার জীবন ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, সে তোমাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ক্রমাগত আবেগের সাথে তোমার নাম 'শ্রী হরি, শ্রী হরি' জপ করে।"

শ্রী-জয়দেব-ভনীতম ইতি গীতম ।

সুখায়তু কেশব-পদম উপনিতাম ।

রাধিকা কৃষ্ণ রাধিকা – তব বিরহে কেশব (রাধিকা কৃষ্ণ রাধিকা) ||8||

শ্রী জয়দেবের এই গান সেই ভক্তদের সুখ দান করুক যারা নিঃশর্তভাবে ভগবান কেশবের চরণে আত্মসমর্পণ করেছেন।

sa romänchatī, Sith-karoti vilapathi, utkampate Tämyati
Dhayati, udbhramati, pramélati, patati, udyati. মুর্চাট ইয়াপি... ।

এতবতি, অতনু-স্বরে- ভারা-তনুঃ, জেভেন্না কিম তে রাসত
স্বর-বৈদ্য-প্রতিমা প্রসিদাসি, ইয়াদি ত্যক্তো অন্যথা হস্তক:.... ||৭||

"হে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক! বিচ্ছেদের উদ্বিগ্নে অপূর্ব সুন্দরী রাধা বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। কখনও তাঁর লোম দাঁড়িয়ে যায়, কখনও তিনি হাঁপাতে শুরু করেন এবং কখনও তিনি চমকে ওঠেন। কখনও তিনি জোরে কাঁদেন এবং কখনও কখনও তিনি কাঁপতে থাকেন। কখনও তিনি গভীর মনোযোগের সাথে আপনার ধ্যান করেন। তিনি আপনার প্রেমময় লীলাভূমিতে ঘুরে বেড়ান। যখন তিনি বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হন, তখন তিনি চোখ বন্ধ করেন। কখনও তিনি মাটিতে পড়ে যান। তারপর তিনি উঠে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন, কিন্তু হঠাৎ তিনি অজ্ঞান হয়ে আবার মাটিতে পড়ে যান। তিনি সন্নিপ্ত-স্বরে আক্রান্ত, আপনার বিচ্ছেদের ফলে সৃষ্ট একটি বিপজ্জনক স্বর। যদি আপনি সন্তুষ্ট হন, তাহলে দয়া করে রসামৃতের ঔষধটি প্রয়োগ করুন। তাহলে তিনি তার প্রাণের সম্পদ অর্জন করতে পারেন। ঐশ্বরীয় নিরাময়কারীর ভূমিকা পালন করুন, নইলে আপনি তাকে হারাতে পারেন।"

smaräturam- দৈবত-বৈদ্য-হৃদ্য
স্ববাদ-অঙ্গ-সঙ্গামৃত, মাত্র-সাধ্যম ।
নিবৃতি-বাধাম, কুরুশে ন রাধাম
উপেন্দ্র বজ্রদ অপি দারুনোসি ||১০||

"হে উপেন্দ্র! হৃদয়ের ঐশ্বরিক চিকিৎসক, তিনি কেবল তখনই সুস্থ হতে পারবেন যদি তিনি আপনার সাথে ঐশ্বরিক মিলনের ঔষধ গ্রহণ করেন। রাধাকে তার যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করুন কৃষ্ণ-অথবা ইন্দ্রের বজ্রযুগের চেয়েও নিষ্ঠুর"

kandarpa-jvara-saajvarä-tura-tano:, ashcharya Masyäsh ciram
Cetash candana-chandramaù-kamalini , cintäsu santämyati ।

কিন্তু ক্লান্তি-বশেনা শীতলা-তনুম, স্বাম একম এব প্রিয়ম
ধ্যায়ন্তি। রাহসি স্থিত কথম অপি, শেনা শনম প্রণীতি ||১১||

"সে প্রেমের স্বরে ভুগছে, চন্দন মলম চাঁদের আলো এবং পদ্ম ফুলের মরীচিকায় তার হৃদয় ধীরে ধীরে দম বন্ধ হয়ে
যাচ্ছে। যখন ক্লান্তি তাকে তোমার ধ্যান করতে বাধ্য করে, তখন সে অনুভব করে যে তার প্রাণ এক মুহূর্তের জন্য
ফিরে এসেছে।"

ক্ষনম্ অপি, বিরহঃ, পুর না সেহে
নয়না-নিমিলনা-খিল্লায় ইয়ায় তে ।
শ্বস ইতি কথাম আসৌ, রসাল-শাখম,
চর্যা-বিরহেন, বিলোক্য, পুস্পিতগ্রাম ||12||

"তোমার দিকে তাকিয়ে থাকা রাধা চোখের পলক ফেলার ফলে সৃষ্ট বিচ্ছেদের মুহূর্তের অনুভূতি সহ্য করতে পারছিল
না। তাই এই দীর্ঘ যন্ত্রণাদায়ক বিচ্ছেদের সময়ে সে কীভাবে বেঁচে থাকে, আমার কোনও ধারণা নেই, বিশেষ করে যখন
সে একটি মনোরম আম গাছকে পূর্ণ প্রস্ফুটিত (উপরের ডালে তাজা ফুল ফুটেছে) দেখে।"

দৃষ্টী-ব্যকুল-গোকুল-বন-রামখ, উদ্ধৃত্য গোবর্ধনম
বিভ্রদ বল্লভ-বল্লভবিঃ, আধিকা আনন্দ শিরাম, কুশ্বিতাঃ... ।
দর্পেনেভা, তাদ-অর্পিতা, ধারা-তাতি, সিন্দুরা-মুদ্রাক্ষিতো...।
বাহঃ গোপ-তনোঃ, তনোতু ভবতাম, শ্রেয়াসি কামসা-দ্বিষাঃ ||13||

গোকুলের উদ্বিগ্ন বাসিন্দাদের ভারী বৃষ্টিপাত থেকে রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণের বাহু গিরি গোবর্ধনকে উঁচুতে তুলে ধরে
ইন্দ্রের সাথে প্রতিযোগিতা করেছিল। সুন্দরী যুবতী গোপীরা দীর্ঘ সময় ধরে তার বাহুতে চুম্বন করেছিল এবং
নববিবাহিত গোপীদের ঠোঁট থেকে কুসুম এবং তাদের কপালে সিন্দুর লেপন করেছিল। কংসের ধ্বংসকারী, গোপালক
রূপে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণের সেই বাহু তোমাদের সকলকে মঙ্গল দান করুক।

ইতি শ্রী গীতা গোবিন্দে শ্রিংগার মহাকাব্যে

শ্রী কৃষ্ণ দাসা জয়দেব কুথব

স্নিগ্ধা-মধুসূদানো নম, চতুর্থা সর্গঃ

অধ্যায় ১০



রাগ: আনন্দ ভৈরবী; আদি তাল

অহম ইহা নিবাসমি ইয়াহি, রাধাম... আনয়া

পাগল-শূন্যনা চা অনা-ইথা:।

ইতি মধু-রিপুনা সখী... নিযুক্ত

স্বয় মধ্যম এত্যা, পুনর্জগদা, রাধাম...। ||

"আমি এখানেই থাকব, তুমি রাধার কাছে যাও আমার কথা দিয়ে তাকে শান্ত করো এবং আমার কাছে নিয়ে এসো"

মধুসূধনের নির্দেশে, তার সাকী রাধার কাছে তার কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করতে গেল।

রাধে, বহাতি মলয়-সমীরে, মদনম উপনিধায় ।

রাধে, স্ফুতি কুসুমা-নিকারে, বিরহী-হৃদয়-দলনায় ||1||

রাধে, তব বিরহে বনমালী.. সখী সিদতি রাধে || ধ্রুব-পদ ||

"আমার প্রিয় বন্ধু রাধা, চন্দনের (মালয়ের) বাতাস ধীরে ধীরে বয়ে চলে, শুধু সবাইকে ভালোবাসার মেজাজে

ভিজিয়ে দেওয়ার জন্য। নানান ধরণের ফুল ফুটেছে আর ছিঁড়ে দিচ্ছে একাকী প্রেমিকদের হৃদয়। বসন্তের এই

উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে, আবেগপ্রবণ বনমালী তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিষণ্ণ বোধ করছে, রাধা।"

রাধে, দহতি শিশির ময়ূখে মরনম অনুকারোতি ।

রাধে, পাতাটি মদনা-বিশিখে বিলাপতি বিকাল তারোতি (রাধে, তব বিরহে বনমালি) ||2||

"চাঁদের আলো তাকে মৃত্যুর হুমকি দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। তার হৃদয় গাছ থেকে ঝরে পড়া ফুল দ্বারা বিদ্ধ হয়, যেমন কামদেবের তীর। তোমার বিচ্ছেদে সে তীর বিলাপ করে।"

রাধে, ধ্বনতি মধুপ-সমূহে, শ্রাবণম অপি দধাতি ।

রাধে, মানসী চলিতা-বিরহে, নিশি নিশি রুজু উমুপয়তি (রাধে, তব বিরহে বনমালী) ||3||

"ভুঁড়োর গুঞ্জন শুনে সে হাত দিয়ে কান ঢেকে নেয়। প্রতি রাতে সে আশা করে যে সে তোমার সাহচর্য পাবে, কিন্তু সে হতাশ হয়। দিনের পর দিন বিচ্ছেদের যন্ত্রণা সহ্য করার সাথে সাথে তার দুর্বলতা আরও বেড়ে যায়।"

রাধে, বাসতি বিপিনা-বিতানে, ত্যাজতি ললিতা-ধাম ।

রাধে, লুপ্তি ধরনী-শয়নে, বহু বিলাপতি তব নামা (রাধে, তব বিরহে বনমালি) ||৪||

"সে প্রাসাদের তার মনোরম শয়নকক্ষটি ত্যাগ করে বনে বাস করতে এসেছে। ঘরে আরামে থাকার পরিবর্তে, সে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, বারবার তোমার নাম ধরে ডাকছে, 'রাধা! রাধা!'"

রাধে, ভনতি কবি-জয়দেবে, বিরহ-বিলাসীতেনা ।

রাধে, মানসী রভাষা-বিভাবে.. হরি রুদয়তু সুকুতেনা (তব বিরহে বনমালি, সখি সিদাতি রাধে) ||5||

শ্রীজয়দেবের এই গানটি কৃষ্ণের বিচ্ছেদের উদ্বিগ্নে পরিপূর্ণ। এই গানের দ্বারা সঞ্চিত ধার্মিকতার ফলে, যারা এটি আবৃত্তি করে তারা বিচ্ছেদের লীলায় এক অতুলনীয় নিমজ্জন লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণ তাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হোন।

অধ্যায় ১১



রাগ: যমন; আদি তাল

পূর্বম, যাত্রা সমাম, স্বয়া রতি-পিতর... আরাদিতা সিদ্ধায়:
তস্মিন্ন...এব নিকুঞ্জ...মন্মথ-মহা-তীর্থে...পুনার মাধব: |
ধ্যায়ান... tväm অনিষম, জপন্নপি তবৈব, আলপ-মন্ত্রাবলীম
ভূয়:, স্ব-কুচ-কুঙ্ক-নির্ভরা পরিরম্ভামৃতম্, বাঞ্ছতি ||

"মাধব এখনও তোমার জন্য অপেক্ষা করছে প্রেমের পবিত্রতম ঝোপে, যেখানে তোমরা একসাথে প্রেমকে পরিপূর্ণ করেছ। সে ঘুম না করেই তোমার ধ্যান করে। জাদুকরী প্রার্থনার একটি সিরিজ বিড়বিড় করে। সে তোমার জন্য আকুল।"

রতি-সুখ-সারে গতম অভিসারে মদনা-মনোহরা-ভেশম |
না কুরু নিতাম্বিনী গামনা-বিলম্বনাম অনুসার তম হৃদয়েষম (রাধে) ||1||

"বনমালি কৃষ্ণ বনফুলের মালা দিয়ে সজ্জিত এবং তাঁর রূপ ঝলমলে। তিনি সবচেয়ে আকর্ষণীয় পোশাক পরেছেন, ঠিক কামুকতার দেবতার মতো। তাকে অপেক্ষা করতে বাধ্য করো না, রাধে। তোমার হৃদয়ের প্রভুকে অনুসরণ করো।"

ধীরা-সমীরে যমুনা-টায়রে বাসতী বনে বনমালী
গোপী পিনা পয়ধরা মর্দনা চঞ্চলা

কারা যুগ শালী রাধে

ধীরা-সমীরে যমুনা-টায়রে বাসতি বনে বনমালী || ধ্রুব-পদ ||

"সে বর্তমানে যমুনার মৃদু মালয়-বাতাসের তীরে একটি বনভূমিতে অপেক্ষা করছে। সে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে রাধে"।

নম সমেতম্ দ্রুত-সংকেতম্, ভদয়তে মৃদুভেনাম্ ।

বহ মনু তে নানু তে, তনু তে, তনু-সাগত, পবন-চলিতম অপি রেনুম(রাধে) ||2||

"হে রাধা, সে মৃদু স্বরে বাঁশি বাজাচ্ছে, যেন তোমার নাম ধরে ডাকছে। তোমার শরীরে প্রথম যে পরাগরেণু স্পর্শ করেছে, তার স্পর্শ পেয়ে সে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করে। যখন তারা বাতাসে তার কাছে আসে, তখন সে তাদের পরম সম্মানের সাথে গ্রহণ করে।"

patati patatre vicalati Patre sakita-bhavad upayanam ।

রাচয়তি সায়না সচাকিতা-নয়না পস্যতি তব পান্ডনাম (রাধে) ||3||

"যখন কৃষ্ণ আনন্দের সাথে বিছানা তৈরি করেন, তখন তিনি অনেক অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গি অনুভব করেন। যখন একটি পাখি গাছে অবতরণ করে, তখন পাতা ঝরঝর করে এবং সামান্যতম শব্দ করে, কৃষ্ণ আপনার প্রত্যাশিত আগমনের পথ ধরে বিস্মিত চোখে তাকান।"

মুখরা মধ্যরাম ত্যজা মঞ্জিরাম, রিপুম ইভা কেলি শুলোলাম ।

চালা সখি কুঞ্জম সতীমিরা-পুঞ্জম, শিলায় নীলা-নিকোলাম (রাধে) ||4||

"সখি, যাও! ঐ ঝোপের দিকে যাও। তোমার গোড়ালির ঘন্টা খুলে ফেলো। তারা তোমার নাটকে বিশ্বাসঘাতকের মতো ঝনঝন শব্দ করে। এই গাঢ় নীল পোশাকটি পরো।"

উরাসি মুরারে উপহিত-হরে, ঘনা ইভা তারালা-বলাকে

তাইতি রিভা পিটে, রতি-বিপরিতে, রাজসি সুকৃত-বিপাকে (রাধে) ||5||

"তোমার মালা মুরারির বুকে পড়ে, যা রত্নমালা দিয়ে সাজানো, যেমন অন্ধকার মেঘের উপর আলো জ্বলে। সেই মাতাল প্রেম পান করো এবং তোমার সুকৃত (সৌভাগ্য) উপভোগ করো।"

বিগলিত-বাসনাম, পরিহৃত-রসনম, ঘটায় জঘনাম অপি ধনম।

কিশলয়-শয়নে পাকজা-নয়নে, নিধিম ইভা হর্ষ-নিদানম (রাধে) ||6||

"হে নীল পদ্মচোখের রাধা, তোমার বাসন খুলে দাও এবং ভক্তিরস পান করো। তোমার প্রেমিকের আনন্দময় পরিতৃপ্তির সাথে থাকো, সদ্য অঙ্কুরিত পাতার বিছানায়।"

হরির অভিমানি রজনী রিদানীম, ইয়ম অপি যতি বীরামম।

কুরু মাম শূন্যম, সাতভার-রচনাম, পুরায়া মাধুরিপু-কাম (রাধে) ||7||

"এখন শ্রীহরি গর্বে পূর্ণ। রাতের শেষ সময় কেটে যাচ্ছে, তাই আমার উপদেশ গ্রহণ করুন। আর দেরি না করে এখনই যান এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের (মধুর) ইচ্ছা পূরণ করুন।"

শ্রীজয়াদেবে ক্রুতা হরি সেভে, ভনতি পরম-রাময়ম

প্রমুদিতা-হৃদয়ম, হরিম অতি সদয়ম, নমতা সুকৃত-কামানিয়াম (রাধে) ||8||

হে সাধুগণ! কৃষ্ণ হলেন উচ্ছসিত, অকারণে করুণাময়, অসাধারণ মধুর, গুণী এবং সকল মনোরম গুণাবলীতে সজ্জিত। সর্বাধিক মনোমুগ্ধকর কাব্যের রচয়িতা এবং শ্রীহরির দাস শ্রীজয়দেবের এই গানটি পাঠ করে আনন্দিত চিত্তে তাঁকে প্রণাম করুন।

vikirati muhu shväsän, äshä puro muhur ekshñate

Pravishati Muhur, Kunjan Günjan, Muhur Bahu Tämyati |

রচয়তি মুহুর ছায়াম, পর্যকূলম, মুহুর একশনতে

মদনা-কদন-ক্লান্ত:- কান্তে, প্রিয়স তব বর্ততে ||9||

"অবিরাম দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সে তার দুঃখ ঢেলে দেয়। সে অবিরাম শূন্য দিকগুলি অনুসন্ধান করে। প্রতিবার যখন সে বনের ঝোপে প্রবেশ করে, নিজের সাথে গুনগুন করে, তখন সে নিঃশ্বাসের জন্য হাঁপায়। সে বারবার তোমার প্রেমের বিছানা তৈরি করে, শূন্য বিভ্রান্তিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। হে রাধা, তোমার প্রিয়া তোমার বিরহ ভোগ করে।"

হৃদ-ব্যমেন, সমম, সমগ্রাম অধুনা, তিগ্লাম-শুরস তমগতো
গোবিন্দস্য-মনোরথেনা-কা-সমম, প্রপ্তম, তম সন্দ্রতাম্ |
কোকনাম, করুণা-স্বনেন সদৌষি, দীর্ঘমদ-অভয়র্থনা
তন মুক্ষে, বিফলম, বিলম্বনাম আসৌ, রাময়ো অভিসা-রক্ষণ: ||10||

"তোমার বিপরীত মেজাজের সাথে সাথে সূর্যও অস্ত গেছে। কৃষ্ণের আকাশ্কার সাথে সাথে অন্ধকারও তীব্র হয়েছে।
রাতের বেলায় করুণ সুরে বিলাপ করা একাকী চক্রবদক পাখির ক্রমাগত কান্নার মতো, আমার অনুরোধও বৃথা হয়ে
গেছে। হে বিভ্রান্ত, আমি অনেক দিন ধরে তোমার কাছে অনুন্য় বিনয় করে আসছি। এখন আর দেরি করা অর্থহীন।"

আশ্লেনাদ অনু, কশ্বনাদ অনু, নাথো-লেখাদ, অনুস্বস্তজা...
প্রবোধাদ অনু, সম্ভ্রমাদ, অনু রাতারম্ভাদ, অনু প্রীতয়ো:... |
অন্যথাম গতায়ো:, ভ্রমণ মিলিতয়ো:, সম্ভাষনার জনতো:
দম্পত্যোর ইহা, কো না কো না তামসি, বৃদা-বিমিশ্র রস: ||১১||

"অন্ধকারে মিলিত প্রেমিক-প্রেমিকারা ভালোবাসার এক অভূতপূর্ব উচ্চতায় আলিঙ্গন ও চুম্বন করে। তবে, এখানে
মেজাজ ভিন্ন।"

sa-bhaya-cakitam, vinyas yantim, dāsham timire pathi

Pratitaru Muhu: Stithva, Mandam Padāni Vitanvatim |

কথম অপি রাহা: প্রপ্তম, অঙ্গার অনঙ্গ-তরঙ্গিথি:...
সুমুখী, সুভাগ: পাশ্যন, সা স্বাম উপইতু, কুতার থাম ||12||

"যখন তুমি অন্ধকার পথে তোমার ভীত দৃষ্টি ফেলবে, যখন তুমি প্রতিটি গাছের কাছে থামবে, ধীরে ধীরে তোমার
পদক্ষেপ পরিমাপ করবে, তখন তুমি কোনও না কোনও নির্জন স্থানে পৌঁছে যাবে। কৃষ্ণ তোমার জন্য অপেক্ষা
করছেন! তাকে তোমার আগমন উদযাপন করতে দাও।"

রাধা-মুক্ষা-মুখারবিন্দ-মধুপ:, ত্রৈলোক্য-মৌলি-স্থালি
নেপথ যো...চীতা, নীল-রত্নম অবনী, ভার অবতার, অন্তক: |

স্বচ্ছন্দম ব্রজ-সুন্দরী, জন-মানস-তোষ-প্রদোষ শিরো...

কামসা-ধ্বংসনা-ধুম-কেতুর- অবতু, স্বাম দেবকী-নন্দন: ||13||

তিনি হলেন রাধার পদ্মমুখের মধু পানকারী ভোমরা। তিনি হলেন বৃন্দাবনের নীলকান্তমণি, যা নিজেই ত্রিলোকের শীর্ষ-রত্ন। রাতের বেলার মতো, তিনি স্বাভাবিকভাবেই ব্রজের সুন্দরী গোপীদের সন্তুষ্ট করতে সক্ষম। তিনি পৃথিবীকে ভারী করে তোলা আক্রমণাত্মক অভিজ্ঞতাবাদীদের ধ্বংস করেন। তিনি হলেন ধূমকেতু নক্ষত্রের মতো, যা কংসের ধ্বংসের পূর্বাভাস দেয়। দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের সকলকে রক্ষা করুন।

ইতি শ্রী গীতা গোবিন্দে শ্রিংগার মহাকাব্যে

শ্রী কৃষ্ণ দাসা জয়দেব কুথভ

অভিসারিকা বর্ণে, সাকাংক্ষা পুণ্ডরীকাশো নম, পঞ্চমা সর্গঃ

অধ্যায় ১২



রাগ: শঙ্করভরণ; আদি তাল

অথা থম গন্টু মাশক্তাম, চিরা মনুরক্তম, লাতা....গৃহে, দৃষ্টি ।

তাক-চরিতম... গোবিন্দে, মানসীজ-মান্ডে... সখী প্রাহা । ।

"রাধা ফুলের লতাগুল্মের একটি কক্ষে বসে ছিলেন। যখন সখী দেখলেন রাধা কৃষ্ণের সান্নিধ্যের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও তাঁর কাছে যেতে অক্ষম, তখন তিনি গোবিন্দের কাছে রাধার অবস্থা বর্ণনা করলেন।"

পস্যাতি দিসি দিসি রাহসি ভবন্তম ।

তবদ্-অধরা-মধুরা-মধুনি পিবন্তম ||1||

নাথ হরে সিদাতি রাধা বাস-ঘে ||ধ্রুবপদ ||

"হে হরি, তুমিই তার একমাত্র আশ্রয়। শ্রী রাধা হতাশার অতল গহ্বরে ডুবে আছেন। তিনি যন্ত্রণায় কাতর। সর্বত্র এবং তাঁর হৃদয়ের গভীরে, তিনি আপনাকেই দেখেন যিনি তাঁর ঠোঁটের মধুর অমৃত পান করতে এত দক্ষ।"

স্ববাদ-অভিসার-রভসেন ভালন্তি ।

পাততি পদনি কিয়ন্তি কলন্তি ||2||

"তোমার সাথে দেখা করার জন্য তাড়াহড়ো করে ছুটে আসছে, কয়েক কদম এগোনোর পর সে হোঁচট খায় এবং পড়ে যায়।"

vihita-visada-bisa-kisalaya-valaya ।

জীবতি পরম ইহা তব রতি-কালয় ||3||

"সে চুড়ি, একটি বালা, আংটি, বাহুবন্ধনী, গলার হার এবং অন্যান্য অলংকার পরে, যা সাদা পদ্ম-তন্তু এবং সদ্য অঙ্কুরিত পাতা দিয়ে তৈরি। সে কেবল তোমার সাথে আবার দেখা করার আশায় বেঁচে আছে।"

মুহুর অবলোকিতা-মান-লীলা ।

মধু-রিপুরহম ইতি ভাব-শীলা ||4||

"হে কৃষ্ণ, তার প্রাণ তোমার প্রাণের সাথে এক হয়ে গেছে। 'আমি মধুসূদন' এই কল্পনা করে সে নিজেকে তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং তার অলঙ্কারগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে।"

স্বরিতম উপাইতি ন কথাম অভিসারম ।

হরিরিতি ভাদতি সখিম অনুভারম ||5||

"হ্যারি কেন আমার সাথে দেখা করতে তাড়াতাড়ি আসবে না?" সে তার সাকিকে (বন্ধু) অবিরাম জিজ্ঞাসা করে।

sliyati cumbati জল-ধারা-কল্পম |

হরিরূপগত ইতি তিমিরম অনল্পম ||6||

ঘন অন্ধকারে, সে মেঘের মতো রূপকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে, এবং বলে "হরি এসেছে"।

ভবতি ভিলম্বিনী বিগলিতা-লজ্জা |

ভিলাপতি রোদিতি বাসক-সজ্জা ||7||

"যখন রাধা বাহ্যিক চেতনায় ফিরে আসে এবং বুঝতে পারে যে তুমি এখনও আসিনি, তখন সে সমস্ত লজ্জা হারিয়ে জোরে কাঁদতে শুরু করে।"

শ্রী-জয়দেব-কাভের ইদম উদিতম |

রসিক-জন তনুতম অতীমুদিতম ||8||

যারা রস আশ্বাদনে পারদর্শী, কবি জয়দেবের এই গান তাদের হৃদয়ে প্রচুর আনন্দ জাগিয়ে তুলুক।

বিপুলা-পুলাক-পালিম- স্ফীত-সেত-করা মন্তর-

জনিতা-জাতিমাম-কাকু, ব্যাকুলম ব্যাহারন্তি |

তবকি তব বিধাধ, আমন্ড-কন্দর্প-চিন্তাম

রস-জলা-নিধি-মগ্নাম, ধ্যান-লগ্না, মৃগাঙ্ক্ষী ||9||

"তার শরীর আকুলতায় কাতর; তার নিঃশ্বাস বিভ্রান্তির শব্দে ছেকে যাচ্ছে; তার কণ্ঠস্বর তোমার তীব্র চিন্তায় আচ্ছন্ন গভীর ভয়ে বিদীর্ণ। রাধা তোমার বীরহের মধ্যে ডুবে আছে, তার ধ্যানে তোমাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে।"

অপ্লেস্বা ভরম, কেরোতি বহুশ:, পাত্রেপি সঞ্চারিনী...

প্রপ্তম স্বাম- পরিশঙ্কতে বিতানুতে, শয্যাম চিরাম ধ্যায়তি |

ইত্য কল্প-বিকল্প-তালপা-রাচনা, সংকল্প-লীলাশতা-

ব্যাসক্তাপি-বিনা। স্বয়া ভার-তনুর, নৈশম নিশাশম নেশ্যতি ||১০||

"সে নিজেকে সাজায় এবং যখন পাতার ঝনঝনানি শুরু হয়, তখন সে প্রত্যাশায় ভরে ওঠে মনে মনে ভাবছে 'ওহ, তুমি এসেছো।' সে একটি নরম বিছানা তৈরি করে এবং ধ্যানে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে। অলঙ্কার এবং কল্পনার বিছানা তৈরি করে, সে তার মনোমুগ্ধকর খেলায় তোমার শত শত বিবরণ তুলে ধরে। কিন্তু দুর্বল মেয়েটি তোমাকে ছাড়া রাত বাঁচবে না।"

কিম বিশ্রাম্যসি, কৃষ্ণ-ভোগী-ভবনে, ভান্দিরা-ভূমি-রুহি

ভরাতার যসি না দৃষ্টি-গোচরম ইতাঃ, সানন্দ-নন্দ...স্পদম |

রাধায়্যা শূণ্যম্ তদ্ অধ্বগ-মুখন নন্দন্তিকে গোপতো

গোবিন্দস্য, জয়ন্তী শ্যাম, অতিথি-প্রশাস্ত্য-গর্ভা গিরাঃ ||১১||

"আমি যখন শ্রী রাধার বাড়িতে অতিথি ছিলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, 'হে ভাই, তুমি এই ভাগিরা গাছের পাদদেশে বিশ্রাম করছো কেন? এখানে একটি বিষাক্ত কালো সাপ বাস করে। উঠে নন্দের মনোরম বাড়িতে যাও, যা তোমার সামনেই দৃশ্যমান। তুমি সেখানে যাও না কেন?" একজন তীর্থযাত্রীর মুখ থেকে রাধার এই কথাগুলি শুনে কৃষ্ণ "তাকে" এমনভাবে ধন্যবাদ জানালেন যে শ্রী নন্দ মহারাজ তার বক্তব্যের ভেতরের মেজাজ বুঝতে পারলেন না। গোবিন্দের প্রশংসার বাণী জয়ী হোক।

ইতি শ্রী গীতা গোবিন্দে শ্রিংগার মহাকাব্যে

শ্রী কৃষ্ণ দাসা জয়দেব কুখ্যভ

সোত্‌কন্ঠ-বৈকুন্ঠ নম, শাস্ত সর্গঃ



রাগ: আহিরি; ঝুম্পা

অত্রান্তরে চ কুলতা-কুল, বর্তমা-ঘটা
সজ্জাতা-পাটক, ইভা স্পতলা। লাঞ্ছনা-শ্রী:
বৃন্দা-বনান্তরম, অধিপয়থ, অমশু-জলাই:
দিক-সুন্দরী, বদনা-চন্দনা-বিন্দুর ইন্দু: ||

"রাত্রি নামতেই, মনের মধ্যে গর্তের দাগ দেখা গেল, মনে হচ্ছিল যেন বৃন্দাবনের আলোয় চন্দ্রকিরণের সাথে তার অপরাধবোধ প্রকাশ করছে। আকাশের মুখে চাঁদ চন্দনের গুঁড়োর মতো দেখা গেল।"

প্রসারতি শশা-ধারা-বিশ্বে বিহিতা-বিলম্বেচ, মাধবে বিধুরা |
viracita-vividha-vilāpam sa-paritāpamcakāra ucchai: | |

"যখন চাঁদ উঠছিল আর মাধব অলস ছিল, তখন একাকী রাধা করুণ কান্নায় তার ব্যথা জোরে জোরে কাঁদছিল।"

কথিতাসময়ে'পি হরিরহহ না ইয়াউ বনাম |
মম ভাইফলা মিদা মমলা রূপম অপি যৌবনম ||1||

ইয়ামি সে কাম ইহা সারনাম সখী-জন-বচন-বঞ্চিতহম ||ধ্রুবপদম||

"আমার পবিত্র যৌবন এবং সৌন্দর্য সবই বৃথা কারণ হরি প্রতিশ্রুত সময়ে বনে আসেননি। আমি আমার বন্ধুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি, তাই এখন আমি কার কাছে আশ্রয় নেব?"

যদনু গমনয়া নিশি, গহনাম অপি শীলিতম ।

তেনা মম হৃদয়ম ইদম, আসমা-শরা-কিলতম (ইয়ামি সে কাম ইহা শরণম) ||2||

"যার অনুসারী হয়ে আমি এত অন্ধকার রাতে এই বন্য বনে প্রবেশ করেছি, সেই ব্যক্তিই আমার হৃদয়ে প্রেমের তীর বিদ্ধ করছে। আমি কার কাছে আশ্রয় নেব?"

মম মারাম ইভ বরম, ইতি বিতথ-কেতন ।

কিম ইহা বিষহমি, বিরহনালাম এসিতনা (ইয়ামি সে কাম ইহা শরণাম) ||3||

"এই দেহ আর ধরে রাখা অর্থহীন। আমার এখনই মারা যাওয়া উচিত। আমি অস্ত্রাণ হয়ে যাচ্ছি। বিচ্ছেদের এই অসহনীয় আগুন আমি কীভাবে সহ্য করব?"

মা হাহা বিধুরায়তি, মধুরা-মধু-ইয়ামিনী ।

কপি হরিম অনুভতি, কৃত-সুকৃত-কামিনী (যমি সে কাম ইহা শরণম) ||4||

"ওহ, আমি কত দুর্ভাগা! এই অসাধারণ মিষ্টি বসন্ত রাত্রি একাকীত্বের যন্ত্রণায় আমাকে অস্থির করে তোলে। এইরকম সময়ে এটা নিশ্চিত যে অন্য কোথাও কোন আবেগপ্রবণ যুবতী হরির কৃপায় সর্বোচ্চ সুখ অনুভব করছে, কারণ সে তার পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করছে।"

আহাহা কালয়ামি ভালয়াদি-মাই-ভূষণম ।

হরি-বিরহ-দহন-বাহনেনা বহ-দুষণম্ (যমি সে কাম ইহা শরণম) ||5||

"আমি যে চুড়ি এবং রত্ন পরি, তা আমাকে কষ্ট দেয়, হরির ত্যাগের আগুন বহন করে।"

কুসুমা-সুকুমার-তনুম, আসমা-শরা-লীলায় ।

প্রগতি হৃদি হন্তি মম, অতি বিষম-শিলয় (যমি সে কাম ইহা শরণম) ||6||

"আমার বকের উপর এই বনফুলের মালাটিও আমার শরীরে কিউপিডের তীরের মতো ভয়ানক আঘাত করছে, যা সবচেয়ে নরম ফুলের চেয়েও কোমল।"

অহম ইহা নিবাসমি, নব-গণিতা-বেতাশা ।

স্মরতি মধুসূদানো, মামাপি না চেতসা (যমি সে কাম ইহা শরণম) ||7||

"আমি নির্ভীকভাবে কৃষ্ণের অপেক্ষায় বসে থাকি, এমনকি এই ভয়াবহ আখ বনের মাঝেও। কিন্তু কত আশ্চর্যের বিষয় যে মধুসূদন একবারের জন্যও আমাকে মনে রাখেন না।"

হরি-চরণ-শর্গা, জয়দেব-কবি-ভারতী ।

ভাসতু হৃদি, যুবতী রিভা, কোমলা-কালবতী (যমি সে কাম ইহা শরণম) ||8||

সকল কলায় পারদর্শী একজন সুন্দরী যুবতীর গুণাবলী যেমন একজন যুবকের হৃদয়ে সর্বদা উজ্জ্বল হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের নিঃশর্ত সমর্পণকারী শ্রীজয়দেবের এই মনোরম গান সর্বদা ভক্তদের হৃদয়ে অনুগ্রহ করে।

তাত-কিম কামপি কামিনীম, অভিহৃতঃ, কিম ভা কাল-কেলিবি:...

বাধো বন্ধুবী:, অন্ধকারিণী বনাভ্যারনে, কিমুদ ভ্রম্যতি ।

কান্ত: ক্লান্ত-মান, মনগ অপি, পথি প্রস্থ তুমি ইভাক শম:.....

সংকেতি-কৃত-মঞ্জু-বঙ্গুল-লতা-কুঞ্জপি , ইয়ান নাগতা:... ||9||

"শ্রীকৃষ্ণ আমার নিজের জীবনের চেয়েও প্রিয়। কেন তিনি প্রস্ফুটিত লতাগুল্মের নির্ধারিত কক্ষে আসেননি? এর পেছনের রহস্য কী? তিনি কি অন্য কোনও আবেগী মহিলার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন? তিনি কি অসাবধানতাবশত তার বন্ধুদের সাথে খেলার আনন্দে নির্ধারিত সময়টি কেটে যেতে দিয়েছিলেন? তিনি কি এই ঘন গাছের ছায়ায় ছড়িয়ে থাকা ভয়ানক অন্ধকারে এই জায়গাটি খুঁজে না পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? তিনি কি আমার থেকে বিচ্ছিন্নতার অনুভূতিতে এতটাই দুর্বল যে তিনি এক পাও হাঁটতেও পারছেন না?"



রাগ: সারঙ্গ; আদি তাল

অথা...গতম, মাধব মন্তরেণ
সখিমিয়াম, বীক্ষ্য বিষাদ-মুকাম |
বিশঙ্কমানা, রমিতম কায়াপি
জনার্দনম্ দ্রুস্তাবথ, ইতাদ আহা ||

রাধা যখন দেখল তার বন্ধু মাধবকে ছাড়াই ফিরে আসছে, তখন সে বিষণ্ণ ও জিহ্বাহীন, সন্দেহের চোখে দেখল যে
কোন গোপী জনার্দনকে আনন্দ দিচ্ছে এবং সে তার সাক্ষিকে বলল..

smara-samarochita-virachita-vesha |

গলিত-কুসুমা-ভরা-বিদুলিতা-কেশ ||1||

কপি মধুরিপুনা বিলাসতী যুবতীর অধিকার-গুণ ||ধ্রুবপদ|||

"ও সখী, সে প্রেমের যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত পোশাক এবং অলঙ্কার পরে আছে। তার আলাগা চুলে ফুলের জট লেগে আছে।
আমার চেয়েও যোগ্য কোন যুবতী, মাধুরীপুর সাথে আনন্দে আমোদ করছে।"

হরি-পরিম্বন-বলিতা-বিকার |

কুচা-কাল্যাণেশ্বরী তারালিতা-হারা (কাপি মধুরিপুনা) ||2||

"যখন কৃষ্ণ তাকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করেন, তখন সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উত্তেজনায় বিস্মিত হয়ে পড়ে। সে অবশ্যই তার স্বকের প্রতিটি ছিঁদ্রের রোমাঞ্চ থেকে শুরু করে শারীরিক রূপান্তরগুলি অনুভব করছে এবং তার মালা অবশ্যই তার উপর এদিক ওদিক দুলছে।"

ভিছলাদ-আলাকা-ললিতানানা-চন্দ্র ।

তদ-অধরা-পনা-রভাষ-কৃত-তন্দ্র (কাপি মধুরিপুণা) ||3||

"তার চাঁদের মতো মুখের সৌন্দর্য তার কোঁকড়ানো চুলের আস্তরণ দ্বারা বৃদ্ধি পেতে হবে এবং কৃষ্ণের ঠোঁটের অমৃত পান করার লোভে তার চোখ আনন্দের সাথে বন্ধ থাকতে হবে।"

চঞ্চলা-কুণ্ডলা-ললিতা-কপোলা ।

মুখরিত-দশন-জঘনা-গতি-লোলা (কাপি মধুরিপুণা) ||4||

"যখন তার কানের দুল দুলছে, তখন তার গালগুলো আরও বেশি সুন্দর লাগছে। রত্নখচিত তার কোমরে সুন্দরভাবে সাজানো ছোট ঘন্টাগুলো কাঁপতে কাঁপতে এত মিষ্টি করে ঝনঝন করছে।"

দিনিতা-বিলোকিতা-লজ্জিতা-হাসিতা ।

বহু-বিধা-কুজিতা-রতি-রস-রসিতা (কাপি মধুরিপুণা) ||5||

"যখন কৃষ্ণ তার দিকে স্নেহের সাথে তাকান, তখন সে লজ্জা পেয়ে লাজুকভাবে হাসে। সে নিশ্চয়ই কোকিল বা কালহংসের মতো পাখির ডাকের মতো অস্পষ্ট শব্দ করছে, যখন সে অত্যধিক আনন্দের অবস্থায় শ্বাস নেওয়ার জন্য হাঁপাচ্ছে।"

বিপুলা-পুলাক-প্রথু ভেপথু-ভাঙ্গা ।

শ্রসীতা-নিমিলিত-বিকাসদ-অনাগ (কাপি মধুরিপুণা) ||6||

"যখন সে কিউপিডের আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়, তখন ভয়াবহতা এবং শারীরিক আক্ষেপ তার উপর ঢেউয়ের মতো ভেসে ওঠে। সে যেভাবে চোখ বন্ধ করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, তাতে কৃষ্ণের প্রতি তার সম্পূর্ণ আচ্ছন্নতা প্রকাশ পাবে।"

srama-jala-kana-bhara-subhaga-sarira ।

পরী পতি তোরাসি রতি-রানা-ধিরা (কাপি মধুরিপুণা) ||৭||

"যখন তার প্রেম-ক্ৰীড়ার পরিশ্রমের ফলে তার সুন্দর শরীর ঘামের ফোঁটায় ঢাকা পড়ে, তখন তাকে আরও বেশি আকর্ষণীয় দেখায়। অবশেষে যখন সে কৃষ্ণের বুকে শুয়ে পড়ে, তখন সে আরও কত সুন্দরী হতে পারে।"

শ্রী-জয়দেব-ভনিতা-হরি-রমিতম ।

কালী-কালুষম জনায়তু পারিসমিতম (ধ্রুবপদ) ||৪||

শ্রী জয়দেবের শ্রীহরির প্রেম-খেলার বর্ণনা, কলিযুগের কুফলকে দমন করুক। (এটি হৃদয়ের অবাঞ্ছিত কামনা-বাসনা দূর করুক।)

অধ্যায় ১৫

রাগ: সাভেরি; আদি তাল

বিরহ...পান্ডু-মুরারি, মুখাম্বুজ-

দ্যুতি রায়ম, তিরায়ন অপি বেদানাম... ।

বিধুর অতীব তনোতি মনো-ভুব:

সুহৃদে হৃদয়ে মদনা-ব্যথাম... ||

"মধুসূদনের একাকী চাঁদের মতো পদ্মের মুখ, প্রেমের নির্জনতায় ল্লান, আমার থেকে বিচ্ছিন্নতায় যা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কিন্তু চাঁদ কিউপিডের বন্ধু, এটি এখনও আমার হৃদয়ে যন্ত্রণা দেয়।"

সমুদিতা-মদনে রমণী-বদনে চুম্বনা-চলিতধারে গোপালম ।

মৃগা-মদ-তিলকম লিখতি সপুলকম মৃগামিবা রাজানি-কারে গোপালম ||১||

রমতে যমুনা-পুলিনা-ভনে, বিজয়ী মুরারিরাধুনা গোপালম || ধ্রুবপদ|||

"প্রেমের যুদ্ধে মাধুরীপু জয়ী। এই আকর্ষণীয় গোপী, তার স্বকের প্রতিটি লোমকূপ আনন্দে উদ্বেলিত, তিনিই পরমানন্দের প্রতীক। শ্রীকৃষ্ণ তার মুখমণ্ডলে চাঁদের উপরে হরিণের চিহ্নের মতো কস্তুরীর নকশা সাজিয়েছেন। তার চুলও দাঁড়িয়ে আছে এবং তাকে চুম্বন করছে। এখন সে যমুনার তীরে একটি বনে তার প্রেমসীর সাথে প্রণয় উপভোগ করছে।"

ঘনা-ছায়া-রুচিরে রাচয়তি চিকুরে, তারালিতা-তারুয়ানে গোপালম ।

কুরুবাক-কুসুমম কপাল সুমমম, রতি-পতি-মুর্গ-কাননে গোপালম ||2||

"তার চুল এত কালো, নরম, কোঁকড়ানো এবং প্রচুর যে এটি বৃষ্টির মেঘের ভিড়ের মতো। অথবা এটি একটি ঘন বনের মতো মনে হয় যেখানে কিউপিড বা কামদেব নামক হরিণ নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে। শ্রীহরি তার চুলে সাজানো গোলাপী লরেল ফুলগুলি অন্ধকার মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকানোর মতো উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে।"

ঘাটায়তি সুগনে কুচ-যুগ-গগনে, মৃগা-মদ-রুচি-রুষিত গোপালম ।

মণি-সারা মমলম, তারাকা-পাতলাম, নাথা-পদ-শশী-ভূষিত গোপালম ||3||

"তিনি তাকে হরিণ কস্তুরী দিয়ে ঢেলে দিচ্ছেন এবং মুক্তোর মালা দিয়ে তাকে সাজিয়ে তুলছেন, যেন রাতের আকাশের আকাশে নির্ভেজাল তারার একটি নক্ষত্রমণ্ডল স্থাপন করছেন।"

জিতা-বিষা-শাকলে মৃদু-ভুজা-যুগলে, কারা-তালা-নলিনী-ডালে গোপালম ।

মারকাটা-ভ্যালয়ম মধু-করা-নিকায়ম, বিতরতি হিমা-সীতালে গোপালম ||4||

"সে তার পদ্মের পাপড়ির হাতে একটি গাঢ় নীলকান্তমণি রঙের চুড়ি পরিয়ে দেয়। মনে হচ্ছে মৌমাছির ঝাঁক তার বাহু ঘিরে রেখেছে, যা পদ্মের নমনীয় ডাঁটার চেয়েও ঠান্ডা।"

রতি-গৃহ-জঘনে, বিপুল পাঘনে, মানসীজ-কনকসনে গোপালম ।

মণি-মায়া-রসনম, তোরণ-হাসনম, বিকিরতি ক্রুত-বাসনে গোপালম ||5||

"সে তার উরুতে রত্নপাথরের একটি কোমরবন্ধনী রাখে"

চরণ-কিসলয়ে, কমলা-নিলয়ে, নাথা-মণি-গণ-পূজিতে গোপালম ।

বহির-আপ বরম, যবক-ভারম, জনয়তি হৃদি যোজিত গোপালম ||6||

"সে তার পায়ের নখের উপর লক্ষ্মীর উজ্জ্বল আবরণ লাগিয়ে দেয়। সে তার হৃদয়ের উপর শুয়ে আছে, যেন মুক্তো দিয়ে মোড়ানো কোমল অঙ্কুরগুলি লক্ষ্মীর ভিতরের স্থানকে সম্মান জানাতে।"

ধ্যায়তি সুদ্রুমম, কাম অপি সুদ্রুমম, খালা-হালা-ধারা-সোদরে গোপালম |

কিমা ফালা মাবাসম, চিরামিহা বিরসাম, ভাদা সখী ভিটা পোদরে গোপালম ||7||

"হলধরের ভাই - সেই নির্বিকার কৃষ্ণ - সুন্দর চোখের কোন গোপীর আলিঙ্গনে আনন্দিত হচ্ছে। তাহলে সখী, বলো - তার বিচ্ছেদে আটকে থাকা এই ফুলের লতার কুঁড়েঘরে আমি কতক্ষণ অপেক্ষা করব।"

ইহা রস-বনে, কৃত-হরি-গুণে, মধু-রিপু-পদ-সেবকে গোপালম |

কলি-যুগ-চরিতম, না বাসতু দুরিতম, কাভিন রূপ-জয়দেবকে গোপালম (ধ্রুবপদ) ||8||

কবিরাজ জয়দেব, শ্রীহরির লীলাগুলিকে মহিমাম্বিত করেন, যা সম্পূর্ণরূপে তাঁর ঐশ্বরিক গুণাবলীতে পরিপূর্ণ।

কলিযুগে প্রচলিত দুষ্ট আচরণের দোষ যেন কখনও শ্রীমধুসূদনের এই দাসের মধ্যে প্রবেশ না করে।

অধ্যায় ১৬



রাগ: পুন্নাগভরালি; আদি তাল

নায়তা: সখী, নির্দয়ো ইয়াদি শতঃ, স্বাম দুতি কিম দুয়াসে...

স্বচ্ছন্দম, বহু-বল্লভঃ..., সা রমতে, কিম তত্র তে, দুষণাম |

পাশ্যদ্যম, প্রিয়া-সঙ্গম্য দায়িতাস্য, আকুশ্য মানাম, গুণাই:...

উৎকান্ত হর্তি-ভারাদ ইভা, স্ফুতা ইদম চেতা: স্বয়ম যস্যতি ||

"

সাকি, তোমার কি দোষ যে তিনি এখনও আসেননি? দেখো! আজ তীর আগ্রহের বোঝায় আমার হৃদয় ভেঙে গেছে।
আমার পরম প্রিয় কৃষ্ণের গুণাবলীতে আকৃষ্ট হয়ে, আমার হৃদয় নিজেই তাঁর সাথে দেখা করতে যাবে।"

অনিলা-তারাল-কুবলয়-নয়নেনা ।

তপতি না সা কিশলয়-শয়নেনা ||1||

সখি ইয়া রমিতা বন-মলিনা || ধ্রুবপদম ||

"তার চোখ বাতাসে নীল নাইট লিলির মতো ঝলমল করছে। ওহ সাকি! প্রভুর বনমালা (বুনো ফুলের মালা) তাকে
আদর করে।"

বিকাশিতা-সরসিজা-ললিতা-মুখেনা ।

স্ফুটি না সা মানসিজা-বিশিখেনা ||2||

"বনমালি কৃষ্ণের আশীর্বাদপ্রাপ্ত সেই সুন্দরী নারীকে কিউপিডের ভয়ঙ্কর তীর কখনও বিদ্ধ করতে পারবে না। তার
মনোমুগ্ধকর মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের মতো।"

অমৃত-মধুরা-মৃদু-তারা-বচনেনা ।

জ্বলতি না সা মালয়জা-পবনেনা ||3||

"কৃষ্ণ সেই গোপীকে অমৃতসুন্দর মিষ্টি ও মনোরম কথা বলেন। মালয় বাতাসের সংস্পর্শে সে কখনও জ্বলতে পারে
না।"

স্থান-জলা-রুহা-রুচি-করা-চরনেনা ।

লুখতি না সা হিমা-করা-কিরেনা ||4||

"বনমালি কৃষ্ণের হাত ও পা ফুলের মতো শীতল ও উজ্জ্বল। যে মনোমুগ্ধকর নারী তাদের দ্বারা আত্মহীন হয়ে পড়ে তাকে
চাঁদের রশ্মিতে পুড়ে পৃথিবীতে গড়াগড়ি খেতে হয় না।"

সজলা জলদা-সমুদায়-রুচিরেনা ।

দলতি না সা হুদি বিরহ ভরেনা ॥৫॥

"বনমালি কৃষ্ণ সদ্য ঘনীভূত বৃষ্টিমেঘের চেয়েও বেশি মোহময়, সতেজ এবং উজ্জ্বল। কৃষ্ণের সাথে থাকা সেই গোপী দীর্ঘ বিচ্ছেদের আকারে প্রচুর পরিমাণে বিষ দ্বারা কখনও দন্ধ হবে না।"

কনক-নিচায়-রুচি-সুচি-বাসনেনা ।

স্বসিতি না সা পরিজন-হাসনেনা ॥৬॥

"তার উজ্জ্বল পীতাম্বর সোনার মতো জ্বলজ্বল করছে। এই ভাগ্যবতী মহিলা তার নিজের লোকদের দ্বারা প্রতারণিত হলেও, তার চিহ্ন হয়ে উঠবে।"

সকাল-ভুবন-জানা-ভার-তরুণেনা ।

বহাতি না সা রুজম আতি করুণেনা ॥৭॥

"সমগ্র বিশ্ব তাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ। কৃষ্ণ তাঁর মনোমুগ্ধকর, যৌবনময় রূপ উজ্জ্বল। যে গোপী এখন তাঁর প্রেমে মগ্ন, সে তার হৃদয়ের গভীরে বিচ্ছেদের ভয়াবহ যন্ত্রণা অনুভব করবে না কারণ তিনি অত্যন্ত করুণাময়।"

শ্রী-জয়দেব-ভনিতা-বচনেনা ।

প্রবিশতু হরির অপি হৃদয়ম আনেনা ॥৮॥

শ্রী জয়দেবের এখানে বর্ণিত বাক্যের মাধ্যমে শ্রী হরি ভক্তদের হৃদয়ে প্রবেশ করুন।

মনো-ভাবা নন্দনা, চাঁদনা নীল

-প্রসিদারে দক্ষিণা, মুখ ভামাতামম ।

ক্ষনম্ জগৎ-প্রাণ, নিদয় মাধবম...

পুরো মা প্রাণ-হারো... ভবিষ্যসি ॥৯॥

"চন্দন কাঠের পাহাড়ি বাতাস, তুমি যখন দক্ষিণের বাতাস বইয়ে ভালোবাসার আনন্দ ছড়িয়ে দাও, তখন আমাকে শান্ত করো! এই বিরোধের অবসান ঘটাও! হে প্রাণ, যদি তুমি এক মুহূর্তের জন্য মাধবকে আমার কাছে নিয়ে আসো, তাহলে তুমি আমার জীবন কেড়ে নিতে পারো!"

রিপুর ইভা সখি-সম্ভাসয়ম, শিখিবা হিমালিলো
বিষম ইভা, সুধা-রশ্মির, ইয়াসমিন দুনোতি মানো-গেট... |
হৃদয় মদয়ে তস্মিন্ন এভম, পুনর ভালতে বলত
কুবলয়-দ্রিশম, বাম কামো, নিকামা-নিরকুশ: ||১০||

"হে সখী, আমার হৃদয় শত্রুদের সঙ্গের মতো আমার বন্ধুদের আনন্দদায়ক সঙ্গ অনুভব করে। শীতল ও মৃদু বাতাস যেন যন্ত্রের
আগুনের মতো এবং চাঁদের আলো আমাকে বিশ্বের মতো যন্ত্রণা দেয়। কৃষ্ণ আমার হৃদয়ে আমাকে যন্ত্রণা দেয়। তবুও
আমি তাকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হই। সুন্দর লিলির মতো চোখওয়ালা মহিলারা প্রেমের যন্ত্রণা অনুভব করেন।"

বধম বিদেহী, মলয়নীলা পঞ্চ-ভানা
প্রাআনন গৃহ না, না গৃহম, পুনর আশ্র-ইষ্যে |
কিম তে কৃতন্ত-ভগিনী, ক্ষমায় তরঙ্গই:
অঙ্গানি, সিঞ্চা মা-শ্যাম্যতু, দেহ-দাহা: ||11||

"মন্থন তীর দিয়ে আমার প্রাণ নাও, আমি আর ঘরে ফিরবো না। জানুমা, তুমি কেন দয়া করবে? আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
ঢেউয়ে ডুবিয়ে দাও, আমার শরীরের জ্বালা নিভে যাক!"

সান্দ্রা-নাদ- পুরন্দরবী-দ্বিতীশত, বৃন্দাই: আমন্দরা দরত
অনাস্বরী: মকুটেন্দ্র নীলা মণিভি:, সন্দশীতে নিভারো...
স্বাত চন্দম, মকরন্দ সুন্দরগালা, মন্দাকিনী মধ্যম
শ্রী গোবিন্দ পদরা বিষ্ণুম, আসুবা- স্কন্দয়-বন্দারা ||1||

ইতি শ্রী গীতা গোবিন্দে শ্রিংগার মহাকাব্যে

শ্রী কৃষ্ণ দাসা জয়দেব কুথব

বিপ্র লক্ষা বর্ণে, নাগর নারায়ণঃ নম, সপ্তমা সর্গঃ

অধ্যায় ১৭

রাগ: আরবী; আদি তাল

অথা কথাম অপি, ইয়ামিনী ভিনিয়া....

smara-shara-jar jaritā...pi, sā Prabhāte |

অনুয়া-বচনম, ভাদন্তম...

অগ্রে প্রণতম অপি, প্রিয়া মহা সব্য-সুয়ম ||

রাতভর সংগ্রাম করার পর, কিউপিডের তীরের আঘাতে সে ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছিল। সে রাগের সাথে তার সাথে কথা বলতে শুরু করে, যখন সে তার সামনে মাথা নত করে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

রজনী-জনিতা-গুরু-জাগর-রাগ, কাশয়িতম আলাসা-নিবেশম |

বহাতি নয়নম, অনুরাগম ইভা স্ফুটম, উদিতা-রসভী নিবেশম কৃষ্ণ ||1||

"তোমার লালচে চোখগুলো নিদ্রাহীন আবেগের রাতের জন্য ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছে। এমনকি এখনও তারা সেই সুন্দর ব্রজ-গোপীদের প্রতি একটি শক্তিশালী এবং ক্রমবর্ধমান অনুরাগ প্রকাশ করে।"

ইয়াহি মাধব ইয়াহি কেশব, মা ভাদা কৈতব ভাদম |

তম অনুসার সরসিরুহ-লোচনা, য় থাব হারতি বিষাদম || ধ্রুবপদ|||

মাধব! কেশব! আমার সাথে মিথ্যা কথা বলো না, সেই পদ্মচোখওয়ালা গোপীর পিছনে যাও। সে তোমার হতাশা দূর করবে।

কঙ্কলা-মলিনা-বিলোচনা-চুশ্বনা, বিরচিত-নীলিমা-রূপম |

দশনা-বাসনাম অরুণম তব কৃষ্ণ, তনোতি তনো রানু রূপম কৃষ্ণ ||2||

"তোমার সুন্দর লাল ঠোঁটগুলো তার রঞ্জিত চোখ চুশ্বনে কালো হয়ে গেছে।"

vapuranu Sarati, tava smara sangara, khara-nakhara-khata-rekham |

মারকাটা-শাকাল-কলিতা-কাল ধাউতা-লিপেরিভা রতি জয়া-লেখম কৃষ্ণ ||3||

"তোমার শরীরে ওই গোপীর ধারালো নখের আঁচড়ের দাগ। মনে হচ্ছে যেন পাল্লার দেয়ালে সোনালী অক্ষরে বিজয়ের সনদ খোদাই করা আছে।"

চরণ-কমলা-গলদা, লক্তক-সিক্তম, ইদম তব হৃদয়া মুদারম |

দর্শয়তিব বহির, মদনা-দ্রুমা, নব-কিসলয়-পরিবারম কৃষ্ণ ||4||

"তোমার সেই মনোমুগ্ধকর নারীর পদ্মের লাল পাদদেশের চিহ্নে তোমার বিখ্যাত বুক রঞ্জিত। মনে হচ্ছে যেন তোমার হৃদয়ের কেন্দ্রে অবস্থিত প্রেমের আকাঙ্ক্ষার দূঢ়ভাবে শিকড়িত বৃক্ষটি তার সদ্য অঙ্কুরিত লাল পাতাগুলি বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করছে।"

দাসন-পদ ভবদাধারা-গাতা মম জনয়তি চেতসি খেদম |

কথায়তি কথাম অধুনাপি মায়া সহ তব বাপুৱেতদ অভেদম কৃষ্ণ ||5||

"তোমার ঠোঁট কেটে গেছে এবং ওই কামুক নারীর দাঁত কামড়ে আহত হয়েছে। এটা দেখে আমার হৃদয়ে দুঃখ জেগে ওঠে, তবুও তুমি এখনও বলছো, 'তোমার শরীর আমার থেকে আলাদা নয়। আমরা আলাদা নই।'"

বহিরিব মলিনা, তরম্ তব কৃষ্ণ, মনোপি ভবিষ্যতি নুনম্ |

কথামথা বঞ্চয়সে জনম, অনুগতম অসম শর-স্বর-দুনম কৃষ্ণ ||6||

"তোমার হৃদয় নিশ্চয়ই অন্ধকার, কৃষ্ণ! তোমার ভালোবাসার দ্বারা নির্যাতিত একজন বিশ্বস্ত প্রাণীকে তুমি কীভাবে প্রতারণা করতে পারো?"

ভামতি ভবন অবলা-কবলয়, বনেষু কিমাত্র বিচিত্রম |

প্রথায়তি পুতানি, কৈব বধু-বধ, নির্দয়-বালা চরিত্রম কৃষ্ণ ||7||

"তুমি নিরীহ নারীদের খোঁজে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছ। এতে অবাক হওয়ার কী আছে? তোমার শৈশবেই পুতনাকে হত্যা করে, তুমি ইতিমধ্যেই তোমার নির্ধুর ও নির্দয় প্রকৃতির সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছ।"

শ্রীজয়দেব-ভনিতা-রতি বঞ্চিতা, খণ্ডিতা-যুবতী-বিলাপম ।

শ্রুণুতা সুধা মধুরাম বিবুধা, বদতাপি সুখম সুদূরপম কৃষ্ণ ॥৪॥

হে জ্ঞানীগণ, তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা ও ইন্দ্রিয়বঞ্চিত যুবতী রাধার তিক্ত বিলাপ শুনতে পাও, যা অমৃতের চেয়েও মধুর। স্বর্গে এমন মিষ্টি অমৃত খুব কমই পাওয়া যায়।

ত বেদম, পশ্যন্ত্যঃ, প্রসারদ-অনুরাগম বহির ইভা,

প্রিয়া-পদ-লক্ত-চুরিতম, অরুণা-ছায়া হৃদয়ম্... ।

মামদ্যা প্রাখ্যতা-প্রণয়-ভার, ভঞ্জেনা কিতাব

স্ববাদ-লোকদ শোকাদ অপি, কিম অপি লজ্জম, জনয়তি ॥৯॥

তোমার হৃদয়ে ভালোবাসার ছোপ

প্রতার নীলা নিশোলম, অচ্যুতা মুরা সম্বেতা, পেটম শুকম...

রাধায় সহিতম, বিলোক্য হাসখী স্বয়রাম, সাকি মন্ডলে...

ক্ৰীড়া চঞ্চলা মঞ্চলম নয়নয়ঃ, আধায়, রাধা নেনে

স্মেরা মুখোয় মন্তু, জগদানন্দয়ঃ ॥১০॥

একদিন সকালে, চরম বিস্ময়ের মধ্যে, অচ্যুতা কৃষ্ণ রাধার নীল বস্ত্র পরিধান করেন এবং রাধা কৃষ্ণের হলুদ বস্ত্র দিয়ে তার বক্ষ ঢেকে দেন। এটা দেখে, সমস্ত সখী অদম্য হাসিতে ফেটে পড়েন। কৃষ্ণ যখন তাদের সকলকে হাসতে দেখেন, তখন তিনি লজ্জা পান এবং মৃদু হাসি দিয়ে রাধার পদমুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকান। নন্দপুত্র সমগ্র বিশ্বকে আনন্দিত করেন।

ইতি শ্রী গীতা গোবিন্দে, শ্রিংরা মহাকাব্যে

শ্রী কৃষ্ণ দাসা জয়দেব কুথব

কান্দিথা বর্ণনে, বিলাস্য-লক্ষ্মীপতি নম, অষ্টমা সর্গঃ

অধ্যায় ১৮



রাগ: কন্সোডি; আদি তাল

তম অথ মন্মথ-খিন্লাম, রতি-রসা-বিন্লাম....,
বিষাদ-সম্পন্নম অনু চিন্তা-হরি-চরিতম,
কালাহান্তরিতম, উভ্যাচ রাহসি সখি... ||

রাধা কিউপিডের তীর দ্বারা প্রচণ্ডভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন এবং কৃষ্ণের সাথে মিলনের পরমানন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে হতাশ হয়েছিলেন। হরি তার ঝগড়ার প্রতি প্রতিক্রিয়ায় হতাশ এবং আতঙ্কিত হয়ে, তার সাক্ষী রাধার সাথে কথা বলেছিলেন।

(রাধে) হরির অভি সারতি বহাতি মধু-পাবনে ।
কিম অপরাম অধিকার-সুখ সখী ভাবনে ||1||
মাধবে মা কুরু মানিনি মানম আয়ে ||ধ্রুবপদম ||

"ওরে রাগী নারী, দেখো! বসন্তের মৃদু বাতাস বইছে আর কৃষ্ণ তোমার আশ্রয়স্থলে এসেছেন। আমার প্রিয় বন্ধু, এর চেয়ে বড় আনন্দের উৎস আর কী হতে পারে?"

তাল-ফলদ অপি গুরুম অতিসারসম ।
কিমু ভিফালি-কুরুশে কুচ-কলহসম মাধবে ||2||

তোমার যৌবন নষ্ট করো না।

কাতি ন কথাতম ইদম অনুপদম অচিরাম ।

মা পরিহার হরিম অতিশয়-রুচিরাম মাধবে ||3||

"তোমাকে কতবার বলতে হবে? অসাধারণ সুদর্শন এবং মনোমুগ্ধকর শ্রীহরিকে ত্যাগ করো না।"

কিম ইতি ভিসিদাসি রোদিশি বিকাল ।

বিহাসতি যুবতী-সভা তব সকাল মাধবে ||4||

"তুমি এত বিলাপ করছো কেন? কেন কাঁদছো? তোমার 'মোহনীয় অঙ্গভঙ্গি' দেখে তোমার তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীরা আনন্দিত।"

মৃদু-নলিনী-ডালা-সীতালা-শয়নে ।

হরিম অবলোকায সফলয় নয়নে মাধবে ||৫||

"ভদ্র পদ্মের পাপড়ির শীতল বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়ে থাকা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে তোমার চোথকে সফল করো।"

জনয়্যাসি মানসী কিম ইতি গুরু-খেদম ।

শ্রুণু মম শূণ্যম্ অনিহিতম-অভেদম মাধবে ||6||

"তোমার হৃদয়ের গভীরে এত উত্তেজিত কেন? আমার কথা শোন। আমি কেবল তোমার ভালোর জন্যই বলছি, কোনও গোপন উদ্দেশ্য ছাড়াই।"

হারির উপায়তু ভাদতু বহু-মধুরম ।

কিম ইতি করোষি হৃদয়ম্ অতি বিধুরাম মাধবে ||7||

"শ্রীহরিকে তোমার কাছে আসতে দাও। তাকে কিছু মিষ্টি কথা বলতে দাও। তুমি কেন তোমার নিজের হৃদয়কে আরও বেশি কষ্ট দিচ্ছ?"

শ্রী-জয়দেব-ভনীতম অতি ললিতম ।

সুখায়তু রসিক-জনম হরি-চরিতম মাধবে ॥৪॥

শ্রী জয়দেব কর্তৃক রচিত শ্রী হরির কার্যকলাপের এই চমৎকার বর্ণনা রস আশ্বাদনে পারদর্শী ভক্তদের আনন্দ বৃদ্ধি করুক।

স্নিগ্ধে ইয়াত পারু শশী ইয়াত প্রণামতি, স্তবধসি ইয়াদ রাগিনী

দ্বেশাম থিসি- ইয়াদ-উনমুখে-বিমুখতাম, যতাসি, তস্মিন প্রিয়... ।

তদ্ যুক্তম বিপরিতা-করিণীম, তব শ্রী-খলু-চর্চা বিষম

শীতমতু, তপনো হিম, হতবাহ:, ক্রীদামুদো, যতানা: ॥৭॥

যখন সে কোমল, তুমি কঠোর। যখন সে কোমল, তুমি অনমনীয়। সে আবেগপ্রবণ, তুমি ঘৃণাপূর্ণ। যখন সে আশাবাদী দেখায়, তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও। যখন সে প্রেমময়, তখন তুমি চলে যাও। তোমার একগুঁয়েমি ন্যায়সঙ্গতভাবে চন্দনকে বিশেষ, শীতল চন্দ্রকিরণকে উত্তাপে, বরফকে আগুনে, ক্রিড়ার আনন্দকে নরকের যন্ত্রণায় পরিণত করে।

অন্তর-মোহনা-মৌলি-ঘুর নানা-মিলন, মন্দার-বিভ্রমশান

স্তুম্ব-কর্ষণ-দৃষ্টি-কর্ষণ, মহা-মল্ল: কুরাইগি-দ্রুমম ।

দ্রিপ্যদ-দানব, যুগ্মনা-বিষদ, দূর্বা-দুখ-পদম

ভ্রমশ: কামসা-রিপো:, সমর্পয়তু বাহ, শ্রেয়ামসি বংশী-রব: ॥১০॥

কৃষ্ণের বাঁশির শব্দ গোপীদের হৃদয়কে বিস্মিত করে। এটি তাদের রত্নখচিত মুকুটগুলিকে ঘুরিয়ে দেয় এবং তাদের মার্জিত ফুলের সাজসজ্জা পড়ে যায়। এটি স্বর্গীয় দেবতাদের অদম্য কষ্ট দূর করে। এটি হরিণচোখের নারীদের স্তব্ধ করে তোলে। এটি তাদের আকর্ষণ করে এবং তাদের চোখের আনন্দ বৃদ্ধি করে। সেই বাঁশির শব্দ সকলের জন্য মঙ্গলের পথে সমস্ত বাধা ধ্বংস করুক।

sāndrānanda-pura-darādi-diviñad-vāndair amandādarād

ānamrair মুকুয়েন্দ্র-নেলা-মাইবিবিউ সন্দর্শিতেন্দিভারম ।

স্বচ্ছন্দঃ মকরন্দ-সুন্দরা-গলান-মন্ডাকিনে-মেদুরা

শ্রে-গোবিন্দ-পদরবিন্দম আশুভা-স্কন্দ্যা বন্দামহে ॥১১॥

যখন কৃষ্ণ রাজা বালির গৰ্বকে ধূলিসাৎ করে দিলেন, তখন দেবতারা আনন্দে ডুবে গেলেন। যখন তারা পরম শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে প্রণাম করলেন, তখন তাদের মুকুটে নীলকান্তমণির প্রতিফলিত দীপ্তি তাঁর চরণকে নীল পদ্মফুলের মতো মনে হচ্ছিল। মনোমুগ্ধকর গঙ্গা সেই চরণপদ্ম থেকে মধুর মতো অনায়াসে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। আমরা সেই শ্রীগোবিন্দের চরণপদ্মকে প্রণাম করছি, সমস্ত অশুভকে পরাজিতকারী।

ইতি শ্রী গীতা গোবিন্দে শ্রিংগার মহাকাব্যে

শ্রী কৃষ্ণ দাসা জয়দেব কুখ্যাত

কালান্তরিতা বর্ণে, মুক্কা-মুকুন্দঃ নম, নবমা সর্গঃ

অধ্যায় 19 – দর্শনা অষ্টপদী



রাগ: ভৈরবী; ঝুম্পা তাল

aträn...tare* masruña-rosha vasth masima....

নিশ্বাস-নিসহ-মুখীম, সুমুখী উপেত্য... ।

সবীধাম, ক্ষিত-সখী-বদনাম, দিনান্তে

সানন্দ-গজাদা-পদম, হরির এটা যুবচ ॥

রাত নামতেই সে রাধার কাছে এলো, দেখল তার রাগের তীব্রতা কমে গেছে, অবিরাম ইঙ্গিতের কারণে তার মুখ দুর্বল হয়ে পড়েছে। হরি যখন তার আবেগ ভরা আনন্দের কথাগুলো বলছিল, তখন সে লজ্জায় তার বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ভাদসি ইয়াদি কিঞ্চিদাপি দন্ত-রুচি-কৌমুদি
হরতি দারা-তিমিরম আতি ঘোরম |
স্ফুরদ অধরা-সিধে তব বদন-চন্দ্রমা
রোচায়তু লোচনা-চকোরা ||1||

"হে আমার প্রিয়, হে করুণাময়, এই অকারণ বিতৃষ্ণা ত্যাগ করো। যদি তুমি আমার সাথে একটু কথা বলো, তাহলে তোমার দাঁতের উজ্জ্বল রশ্মি আমার ভয়ের ভয়ঙ্কর অন্ধকার দূর করে দেবে। তখন তোমার চাঁদের মতো মুখ আমার চোখের কাকোরা পাখিকে তোমার ঠোঁটের অমৃত পান করার জন্য ব্যাকুল করে তুলবে।"

প্রিয় চারুশিলে
মুঞ্চ মায়ি মানম অনিদানম |
সপদী মদনা মনলো দহতি মম মনসম
দেহি মুখ-কমলা-মধুপনাম ||ধ্রুবপদ||

"আমার প্রিয় ভালোবাসা! তোমার ভিত্তিহীন অহংকার ত্যাগ করো। প্রেমের আকাঙ্ক্ষার আগুন আমার হৃদয়কে পুড়িয়ে দিচ্ছে। তোমার পদ্ম মুখের মধু আমাকে পান করতে দাও।"

সত্যম ইভাসি ইয়াদি সুদতি মায়ি কোপিনি
দেহি থরা-নাথরা-শারা ঘাটম |
ঘাটায় ভুজা-বন্ধনম জনয়া রাদা-খদনাম
যেনা ভা ভবতি সুখ-জাতম, প্রিয় চারুশিলে ||2||

"হে উজ্জ্বল দাঁত যাদের, যদি তুমি সত্যিই আমার উপর রাগান্বিত হও, তাহলে তোমার দৃষ্টির ধারালো তীর দিয়ে আমাকে আঘাত করো। তোমার বাহতে আমাকে বেঁধে ফেলো। তোমার দাঁত কামড়ে আমার ঠোঁট কেটে দাও। যা খুশি করবে তাই করো।"

হ্রাসমি মম জীবনম, হ্রাসমি মম ভূষণম
হ্রাসমি মম ভব-জলধি-রত্নম ।
ভবতু ভবতিহা ময়ী, সততম অনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়ম্ অতি যত্নম্, প্রিয় চারুশিলে ||৩||

"তুমিই আমার একমাত্র অলংকার। তুমিই আমার জীবন। তুমিই আমার অস্তিত্বের সমুদ্রের রত্ন। সর্বদা আমার প্রতি
অনুকূল থাকো - আমার হৃদয় কেবল এটাই চায়।"

নীলা-নলিনা ভম অপি তন্নী তব লোকনাম
ধরয়তি কোক-নাদ-রূপম ।
কুসুমা শর-বন-ভাবনা ইয়াদি রঞ্জয়সি
কাম ইদম ইতাদ অনুরূপম, প্রিয় চারুশিলে ||৪||

"হে সরু নারী, তোমার নীল পদ্মের মতো চোখ এখন লালচে হয়ে গেছে। কিউপিডের তীর প্রেমের প্রকাশের উত্থান
ঘটায়। কৃষ্ণ প্রেম একই তীরতার সাথে এর প্রতি সাড়া দেয়।"

স্মুরতু কুচা-কুম্ভযোর উপরী ময়-মঞ্জরি
রঞ্জয়তু তব হৃদয়-দেশম ।
রসতু রসনাপি তব ঘনা-জাঘনা-মাদালে
শোষয়তু মল্লথ-নিদেশম, প্রিয় চারুশিলে ||৫||

"তোমাকে সাজানো মুকুটগুলো, তোমার হৃদয়ের গভীরতাকে নাড়া দেয়। তোমাকে অসাধারণভাবে সাজানো এই
ঘন্টার ফিতে, কিউপিডের ক্রম ঘোষণা করুক"

স্থল-কমলা-গঞ্জনা মা হৃদয়-রঞ্জনম
জানিতা-রতি রাঙা-পাড়া-ভাগম ।
ভানা মসরুনা বাণী করাবণী চরনাধ ব্যয়ম
সরসা-লসাদ-অলক্তক-সারগম, প্রিয় চারুশিলে ||৬||

"হে মৃদুভাষী, তোমার পা স্থলপদ্মের সৌন্দর্যকে হারিয়ে আমার হৃদয়ের দীপ্তি বৃদ্ধি করে। আমাকে কেবল পায়ের লেক দিয়ে রঙ করার আদেশ দাও।"

স্মর-গারলা-ঘদানম, মা শিরাসি মণ্ডনম
দেহি পদ-পল্লবম উদরম |
স্বালতি ময়ী দারুনো মদনা-কদনানালো
হরতু তদ্ উপহিত-বিক্রম, প্রিয় চারুশিলে ||7||

"আমার প্রিয়তমা! তোমার মোহময় চরণগুলির সতেজ কুঁড়িগুলো আমার মাথায় অলংকার হিসেবে অর্পণ করো, যাতে কিউপিডের বিষের ধ্বংসাত্মক প্রভাব প্রশমিত হয় এবং প্রেমের কামনার তীব্র আগুনও প্রশমিত হয়।"

iti catula-caupau-caru mura vairinam
radhikam adhi vacana-jatham |
জয়তু পদ্মাবতী রমণ, জয়দেব-কবি-ভারতী
ভনীতম ইতি গীতম, প্রিয় চারুশিলে ||8||

পদ্মাবতীর প্রিয় শ্রীজয়দেব, রাধার প্রতি মুরারির বলা কোমল, তোষামোদপূর্ণ কথাগুলো বর্ণনা করেছেন। এই মিষ্টি, মোহময় কথাগুলো জয়লাভ করুক।

পরিহার ক্রুতা ট্যাঙ্কে, শঙ্কান টিভি। সততম ঘনা-
স্থানা-জঘনায়া। krānte, svānte parān-avakāshini |
বিষতি বিতানোর অন্য, ধন্যো না কোপি, মমন্তরম...
স্তন ভর পরী রঞ্জে রঞ্জে, বিদেহি বিদ্যায়তাম... ||১০||

"দুঃখী রাধা, আমাকে সন্দেহ করো না! প্রতিদ্বন্দ্বীর কোন স্থান নেই, যখন তুমি সবসময় আমার হৃদয় দখল করে থাকো। আমাদের নির্ধারিত রীতি পূরণ করো!"

মুঞ্জে বিদেহী, মায়ি নির্দয়-দন্ত-দমশম
দোর-বল্লী-বন্ধ-নিবিদা-স্থান, পিদাননি |

চণ্ডিতাম এব মুধা মঞ্চনা, পঞ্চ-বন

চন্দলা-কাণ্ড-দলানথ, আসব প্রার্থনান্তু ||১১||

"আমাকে ভালোবেসে শাস্তি দাও! আমাকে কামড়াও, তোমার লতানো বাহু দিয়ে আমাকে বেঁধে ফেলো, আমাকে পিষে ফেলো, আনন্দে দুর্বল হও না! মন্মথের তীর আমাকে বিদ্ধ করুক!"

শশী-মুখী তব ভাতি, ভাঙ্গুডা-ক্র:

যুব-জানা। moha-karāla-kāla-sarpi |

তদ-উদিতা-ভয়-ভঙ্গনায়া ইউনাম

তবাদ-আধার-সেধু-সুধৈব, সিদ্ধ-মন্ত্র: ||12||

"হে উজ্জ্বল চাঁদের মতো মুখের নারী, তোমার ক্রুর বাঁকানো লতা যুবকদের হৃদয়কে অভিভূত করে। এটি একটি স্ত্রী সাপের মতো যে সময়ের ভয়ানক প্রভাবেও পরাজিত করে। তোমার ঠোঁট থেকে নির্গত মাতাল অমৃতই তোমার ক্রুর দ্বারা সৃষ্ট ভয় দূর করার একমাত্র ওষুধ।"

bandhūka-dyuti-bāndhavo'yam অধরা:, snigdho madhū kacchavi: ...

gadah candi ca kāsti, nila-nalina-shri-mochanam lochanam |

নাসাভ্যোতি তিলা-প্রসূন-পদবীম, কুণ্ডাভ-দন্তি প্রিয়

প্রয়া:, স্বান-মুখ-সেবায় বিজয়তে, বিশ্বম সা পুষ্প, যুধা: ||13||

"হে প্রিয় চণ্ডী, হে রাগী নারী, তোমার মোহময় লাল ঠোঁট বন্ধুক ফুলের দীপ্তির সাথে মিশ্র। তোমার শীতল গাল মধুক ফুলের সৌন্দর্য ধারণ করেছে। তোমার চোখ নীল পদ্ম ফুলের সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে গেছে। তোমার নাক তিল ফুলের মতো। তোমার দাঁত জুঁই ফুলের মতো উজ্জ্বল। হে প্রিয়, ফুলের তীরন্দাজ কামদেব তার পাঁচটি ফুলের তীর দিয়ে তোমার মুখের পূজা করেছিলেন এবং তারপর সমগ্র বিশ্বজয় করেছিলেন।"

ব্যথায়তি বৃথা মৌনম, তন্নী প্রপঞ্চয় পঞ্চম

তরুণী? মধুরা লাপাই:, তপম বিনোদয় দৃষ্টিভি: |

সুমুখী বিমুখী-ভবম, তবদ বিমুঞ্চ না, মুঞ্চ মাম

স্বয়ম অতিশয়-স্নিগ্ধো, মুগ্ধে প্রিয়ম, উপস্থিতা:.... ||14||

"তোমার আর্দ্র ঠোঁটের আভা, শরতের মতো লালচে; গালের স্বক মধুর রঙের ফুলের মতো। রাধা, তোমার চোখ উজ্জ্বল কালো পদ্মের মতো জ্বলজ্বল করছে। তোমার নাক তিল ফুলের মতো; তোমার দাঁত সাদা জুঁই। হে সঠিক বৈষম্যহীন, তোমার স্নেহময় প্রেমসী তোমার সামনে উপস্থিত।"

দ্রিশৌ তব মদ্যালসে, বদনাম ইন্দু-মধুন-মাখম
গতির জন-মনোরমা, বিদুতা-রম্ভম উরু-দ্বয়ম |
রতিস তব কালাবতী, রুচিরা-চিত্র-লেখে ক্রভম
অহো বিবুধ-যৌবনম, বাহসি তবী পৃথ্বী-গাতা... ||15||

"তোমার চোখ অলস, মদলসার মতো। তোমার মুখমণ্ডল চন্দ্রালোকের মতো জ্বলজ্বল করছে ইন্দুমতীর মতো। তোমার চলাফেরা সকল প্রাণীকে আনন্দ দেয়, মনোরমার মতো। তোমার উরুগুলি রম্ভার মতো সরল গতিতে চলছে। তোমার আবেগ হল কালাবতীর রহস্যময় রীতি। তোমার ক্র চিত্রলেখার ইন্দ্রিয় রেখা গঠন করে। রাধা, তুমি যখন পৃথিবীতে হাঁটছো, তখন তুমি স্বর্গীয় অঙ্গীদের তরুণ সৌন্দর্য।"

প্রীতিম ভাগ-তনুতা হরি:, কুবলয়-পিদেনা, সারধাম রানে
রাধা...পিন-পয়োধরা-স্মরণ, কৃত-কুস্তেন সঙ্কেদভান |
যত্র বিদ্যাতি, মেলাতি, ক্ষনম অপি, শিপে পিঠে, তদ-শনাথ...
কামস-যলম, অপুজিতম জিতামিতি, ব্যামোহ কোলাহল: ||16||

ইতি শ্রী গীতা গোবিন্দে শ্রিংগার মহাকাব্যে
শ্রী কৃষ্ণ দাসা জয়দেব কুথব
রাধা বর্ণনে, চতুরা-চতুর-ভুজ:, দশম সর্গঃ।



রাগ: কল্যাণী; আদি তাল

সূচিরা মনুনায়েনা, প্রিণা-যিহ্না... মৃগাঙ্কী...
গতবতী কৃতভেশে কেশভে কুঞ্জ-শয়্যাম |
রচিত-রুচির-ভূষম, দৃষ্টি-মোষে প্রদোষে
স্মুরতি নিরাবাসাদম..., কাপি রাধাম জগদা ||

"রাধাকে তাঁর অনুনয়ের মাধ্যমে শান্ত করার জন্য, কেশব সুন্দর পোশাক পরে তাঁর বিছানায় শুয়ে গেলেন। রাতের অন্ধকারে চোখ নামার সাথে সাথে, রাধা উজ্জ্বল অলংকার পরেছিলেন।"

বিরচিত-চতু-বচন-রচনাম, চরণে রচিত-প্রণিপাতম |
সম্প্রতি মঞ্জুলা-বঞ্জুল-সিমনি, কেলি-সায়নাম উপয়তম ||1||

মুঞ্জে মধু-মদনম, হে রাধে, অনুগতম অনুসার রাধে, রাধে, রাধে || ধ্রুবপদ ||

সে তোষামোদ করে তোমাকে শান্ত করেছে, তোমার পায়ে পড়ে আছে, এখন সে মিষ্টি ফুলের তীরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। হে রাধে, মাধব সর্বদা তোমার। তাকে কখনও ছেড়ে যেও না, তাকে অনুসরণ করো রাধে।

ঘনা-জঘনা-স্থান-ভরা-ভরে, দারা-মন্তরা-চরণ-বিহারম |
মুখরিতা-মণি-মঞ্জিরাম উপাইহি বিদেহী মারালা-বিকারম রাধে ||2||

নূপুর বাজিয়ে তাঁর কাছে যাও। তাদের শব্দ তোমার দীর্ঘস্থায়ী পায়কে অনুপ্রাণিত করুক। বন্য হংসের মতো চলাফেরা করে দৌড়াও।

শ্রুতু রমাইয়া তারাম তরুণী, জন-মোহনা-মধুপ-বিরামম ।

কুসুমা-শরসন-শাসন-বন্দিনী, পিকা-নিকারে ভজা ভাবম রাধে ||3||

তরুণীদের হৃদয়কে বিস্মিত করে এমন ভোমরার মনোরম কথা শুনুন। কিউপিডের মিষ্টি আদেশ প্রচারকারী কোকিলের গানে আপনার নিজের মেজাজ উপলব্ধি করুন।

অনিলা-তারাল-কিসলয়-নিকারেনা, করেনা লতানি কুরম্বম ।

প্রেমামিব করভোরু কেরোতি, গতিম প্রতি মুঞ্চ বিলম্বম রাধে ||4||

লতাগুল্মগুলো বাতাসে অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন তাদের সদ্য অঙ্কুরিত পাতা দিয়ে ইশারা করে আপনাকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করছে, মনে হচ্ছে আপনার গতি দ্রুত করার জন্য ইঙ্গিত করছে।

স্ফুরিতম অনগ-তারাগ-বশাদিব, সুচিতা-হরি-পরীক্ষম ।

প্রচ্ছ মনোহরা-হারা-বিমলা, জল-ধারমমুম, কুচ-কুম্ভম রাধে ||5||

তুমি এক মনোমুগ্ধকর মালা আকারে নির্মল স্রোত দ্বারা সুশোভিত। তোমার অন্তরে প্রেমের তীব্র ঢেউ, ইঙ্গিত দেয় যে তুমি শ্রীহরির আসন্ন আলিঙ্গন অনুভব করছো।

অধিগতম অখিলা-সখিভিরিদম, তব বাপূরাপী রতি-রানা-সজ্জাম ।

চণ্ডী রসিত-রসন-রব-দিল্লিমম, অভিসার সরসম আলঙ্কম রাধে ||6||

তোমার বন্ধুরা জানে যে তুমি আবেগঘন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তোমার নূপুরের তালে, তাঁর সমৃদ্ধ মেজাজের সাথে পরিচিত হও।

smara-sara-subhaga-nakhena sakhim, avalamby karen salilam ।

চল ভালয়া-কৈতৈরব বোধায়, হরিম অপি নিজ-গতি-শীলম রাধে ||7||

তোমার পদ্ম হাতের আকর্ষণীয় নখগুলো কামদেবের পাঁচটি তীর। এগুলো ব্যবহার করে সাহায্য নাও এবং সুন্দরভাবে এগিয়ে যাও। শ্রীহরির চরিত্র অত্যন্ত প্রশংসিত। তোমার কঙ্কণের ঝনঝন শব্দে তাকে তোমার আগমনের কথা জানিয়ে দাও।

শ্রী-জয়দেব-ভনীতম অধরিকৃত, হরা মুদাসিতা-বমম ।

হরি-বিনিহিতা-মনসম অধিতিহতু কণ্ঠ-ততিমা বিরামম্ ||৪||

শ্রীজয়দেবের এই গানটি একটি মার্জিত নেকলেসের সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে ফেলেছে। এটি সৌন্দর্যের এই বিরোধের সমাধান করে। যারা হরির কাছে তাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছেন, তাদের গলায় এটি চিরকাল শোভা পাক।

sä mam দ্রক্ষ্যতি বক্ষ্যতি, স্মর-কথা:, প্রত্যঙ্গ মালিগনাই:

প্রীতিম যস্যতি, রামস্যতে সখী, সম-গতেতি চিন্তাকুল: ।

সা স্বাম পশ্যতি, ভেপাতে পুলকয়তি, আনন্দতি বিদ্যাতি

প্রতুদ-গচ্ছতি, মূর্ছতি স্থির-তমহপুঞ্জে নিকুঞ্জে প্রিয়া: ||৭||

"সে স্নেহময় চোখে আমার দিকে তাকাবে, ভালোবাসার গল্প বলবে, আমার আলিঙ্গনের প্রতিটি অঙ্গে আনন্দ অনুভব করবে, আমার সাথে দেখা করে আনন্দ পাবে, বন্ধু" সে উদ্বিগ্নভাবে বলে। তোমার প্রেমিকা তোমাকে খুঁজছে, কাঁপছে, কাঁপছে, আনন্দ করছে, ঘামছে, এগিয়ে যাচ্ছে, অন্ধকারে চাপা ঝোপের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

অক্লেপ্ণা: নিষ্কপদ রঞ্জনম, শ্রাবণয়ো:, তপিচা-গুচ্ছাবলিম

মধ্বনি শ্যামা-সরোজা, দামা কুচয়ো:, কস্তুরিকপত্রকম ।

ধ্বনাম অভিসার-সহস কৃত, বিশ্ব-নিকুঞ্জে সখী

ধ্বন্তম নীল-নিচলা-চারু সুদ্রুমম, প্রত্যঙ্গ মলিঙ্গতি ||১০||

রাত তাদের চোখে কালো আস্তরণ, কানে তমালা ফুলের গুচ্ছ, মাথায় কালো পদ্মের মালা, কস্তুরীর পাতার নকশা।

রাতের অন্ধকার তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আলিঙ্গন করে যাদের হৃদয় দেখা করতে ছুটে আসে।

কাশ্মীর-গৌর-বপুষম, অভিসারী কানাম

আবদ্ধ-রেখম, অভিতো রুচি মঞ্জরিভি: ।

ইতঃ তমাল-দল-নীলতমম, তমিসরাম...

তৎ-প্রেম-হেমা-নিকাশো, পালাতাম তনোতি... ||১১||

যখন গেরুয়া-উজ্জ্বল দেহের নারীরা আলোর গুচ্ছ নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে ছুটে আসছিল, তখন রাত তমাল পাতার মতো ঘন অন্ধকার ছড়িয়ে দিয়েছিল, যেন তাদের সত্যিকারের ভালোবাসা পরীক্ষা করার জন্য।

অধ্যায় ২১



রাগ: নাদনামাক্রিয়া; ঝুম্পা টালা

হরাবালি-তারারা, কাঁচনা-কাঁচি-দামা
মঞ্জিরা-কঙ্কনা-মণি-দ্যুতি-দীপিতস্য... |
দ্বারে নিকুঞ্জ-নিলয়স্য, হরিম... নিরিঞ্চ্যা
ক্ৰীড়াবতীম অথ সখিম, নিজগধ রাধাম ||

হরিকে জমকালো রত্নখচিত মালা, কৌস্তুভ, কাঞ্চি গলব পর্যঙ্কম, নুপুরম পরিহিত গভীর ঝোপঝাড় আলোকিত করতে দেখে রাধা বিনয়ের সাথে প্রবেশপথে থামল, কিন্তু তার বান্ধবী তাকে এগিয়ে যেতে অনুরোধ করল।

মঞ্জুতারা-কুঞ্জ-তালা-কেলি-সদনে |
ইহা বিলাস রতি-রভাষ-হাসিতা-বদনে ||1||

"হে রাধা, তোমার আগ্রহের কারণে তোমার মুখ অত্যধিক রসে পরিপূর্ণ। এই মোহময় মাধবের বিলাসিতা উপভোগ করো। মাধবের কাছে যাও এবং তাঁর সাথে আনন্দ উপভোগ করো।"

প্রবিসা রাধে মাধব-সমিপম ।

কুরু মুরারে মগলা-শতানি ॥ধ্রুবপদ ॥

"রাধে, মাধবের কাছে যাও এবং তার সাথে আনন্দ মেতে ওঠো।"

নব-ভাবদা, শোকা-ডালা, শয়না-সারে ।

ইহা বিলাস কুচা-কলসা তারালা-হরে ॥2॥

"রাধে, তোমার মুক্তার মালা কাঁপছে। লাল পাপড়ির বিছানায় আনন্দ করো, যা তাকে উৎসর্গ হিসেবে তুলে নেওয়া হয়েছে। রাধে, মাধবের কাছে যাও।"

চল মলয় ভারপাবনা সুরভী-শীতে ।

ইহা বিলাস রস বালিতা, ললিতা গীতে ॥3॥

"চন্দন গাছের সুগন্ধি মৃদু বাতাসে সর্বাধিক আনন্দ লাভ করো। তাঁর মহিমা ঘোষণা করার জন্য তোমার গান ব্যবহার করো। রাধে, মাধবের কাছে যাও"

কুসুমা-ছায়া রচিত শুচি-ভাসা-গেহে ।

ইহা বিলাস কুসুমা-সুকুমার-দেহে ॥4॥

"ফুলে ভরা উজ্জ্বল আশ্রমে আনন্দ করো! তুমি যে তাঁকে সেই ফুলটি উৎসর্গ করো। রাধে, মাধবের কাছে যাও।"

মধু-তারালা পিকা নিকার নিনাদ মুখরে ।

ইহা বিলাস দশনা রুচি রুচির শিকারে ॥5॥

"হে রাধা, তোমার দাঁতগুলো রুবি অথবা সম্পূর্ণ পাকা ডালিমের বীজের মতো। ফুলের লতাগুল্মের এই মণ্ডপে প্রবেশ করো। কোকিলের ঝাঁকের মিষ্টি ডাকে এটি প্রতিধ্বনিত হয়। রাধা, মাধবের কাছে যাও।"

বিখতা-বাহ বল্লী-নব পল্লব-ঘনে ।

ইহা বিলাস পিনা কুছা, কুনভা-জাঘনে ||6||

"এই নির্জন আশ্রয়স্থলে আনন্দ করো, যা

তার প্রস্ফুটিত লতাগুল্মের নতুন পাতায় ঘন হয়ে ঢাকা!! তোমার ভেতরের উজ্জ্বলতা ব্যবহার করে তাঁর কাছে পৌঁছাও। রাধে, মাধবের কাছে যাও।"

মধু মুদিতা মধুপকুল কলিতা রাভ ।

ইহা বিলাস মদনা, শর-রভাষা ভাবে ||7||

"মধু পান করে পাগল হয়ে যাওয়া ভোমরার গুণগুণের শব্দে প্রতিধ্বনিত এই অপূর্ব স্থানে আনন্দ করুন । আপনার ভালোবাসায় সমৃদ্ধ আবেগ তাঁকে দিন এবং কেবল তাঁকেই ভালোবাসুন।"

বিহিতা-পদ্মাবতী-সুখ-সমাজে ।

ভনতি জয়দেব-কবি-রাজা-রাজে ||8||

সকল কবির সম্রাট জয়দেব রাধার হৃদয়কে বিভিন্নভাবে আনন্দিত করার জন্য এই গানটি রচনা করেছেন।
হে মাধব, তুমি সমগ্র বিশ্বকে অসীম মঙ্গল দান করো।

স্বাম চিত্তোনা সিরাম বাহন, অয়ম অতীশ্রান্তো, ভীষম তপিতা:

কন্দর্পেনা চ পাতুম ইচ্ছতি সুধা...সম্বন্ধ-বিশ্বধারম ।

অস্যঙ্কম তদ অলঙ্করু, ঞ্জনম্ ইহা, ব্র-ক্ষেপা-লক্ষ্মী...

লাভা-কৃতে দাসা ইভোপা, সেবিতা-পদম্ভোজে, কুট: সম্বন্ধ:... ||9||

"এতদিন ধরে তোমাকে মনে ধারণ করে তাকে ক্লান্ত করে তুলেছে, প্রেমে তাকে প্রজ্বলিত করেছে। সে তোমার বিশ্বাধারাম পান করতে আগ্রহী। তুমি কেন ভয় পাচ্ছ?"

অধ্যায় ২২ – কল্যাণ অষ্টপদী



রাগ: মাদ্যমাবতী; আদি তাল

sa sasādh-vasa-sānandam, Govinde lola-lochanā |

সিঞ্জনা-মঞ্জু-মঞ্জিরাম, প্রবিবেশা নিবেশনাম ||

"রাধা যখন অস্থির চোখে গোবিন্দের দিকে তাকাচ্ছিল, তখন তার দেহে ছিল পরম আনন্দ। যখন সে তার আশ্রমে প্রবেশ করতে শুরু করল, তখন তার রক্তচিহ্নিত গোড়ালির ঘন্টাগুলো মোহনীয়ভাবে ঝনঝন শব্দ করছিল।"

রাধা-বদন-বিলোকনা-বিকাশিতা-বিবিধ-বিকরা-বিভাগম |

জল-নিধি মিভা ভাধু-মণ্ডল-দর্শনা-তারালিতা-খুঙ্গা-তরগম ||1||

রাধার মুখ দেখে তাঁর সমস্ত আবেগ তীব্র হয়ে ওঠে, যেমন পূর্ণিমার চাঁদ দেখা গেলে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ে।

হারিম এক-রসম সিরাম অভিলাশিতা-বিলাসম |

সা দাদারসা গুরু-হর্ষ-বাসম ভাদ-বদনা মনগা-বিকাম || ধ্রুবপদম ||

পূর্ণিমার আলো দেখে সমুদ্র যেমন উত্তাল হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি হরি তার মুখ দেখে আনন্দে উদ্বেলিত হয়।

হারা মমলতারা-তারা মুরাসি দধাতম পরিলম্ব্য বিদুরম |

স্মুতরা-ফেনা-কদম্ব-করম্বিতম্ ইভা যমুনা-জলা-পূরম ||2||

হরি উজ্জ্বল মুক্তোর মালা দিয়ে খেলছিলেন, তাঁর বিশাল বক্ষকে অলংকৃত করেছিলেন। এটি দেখতে যমুনা নদীর মন্বনের মতো ফেনার স্রোতের মতো উজ্জ্বল স্রোত।

শ্যামলা-মৃদুলা-কালেভরা-মণ্ডলম অধিগত-গৌরা-দুকুলম ।

নীলা-নলিনা মিভা পিটা-পরাগা পাতাল-ভরা-ভালয়িতা-মূলম ||3||

হরি তাঁর নরম ও উজ্জ্বল দেহে পিতাম্বর ধারণ করেছেন। মনে হচ্ছে যেন নীল পদ্ম ফুল তার সোনালী পরাগরেণুতে সিক্ত হয়ে গেছে।

tarala-drug-ancala-chalana-manohara Vadana-janita-rati-ragam ।

স্কুয়া-কমলোদার-খেলিতা-খঞ্জনা যুগম ইভা সারদি ততকম ||4||

শরৎকালে হ্রদের বিশুদ্ধ জলে পূর্ণ প্রস্ফুটিত নীল পদ্মফুলের মতো কৃষ্ণের মোহময় মুখমণ্ডল সুন্দর। তাঁর অস্থির চোখের অভিব্যক্তিপূর্ণ একদৃষ্টি, যা পদ্মের উপর কাজনা (সোনালী) পাখির খেলার মতো মনে হয়, রাধার আবেগকে উদ্দীপ্ত করছে।

বদনা-কমলা-পরিশীলন-মিলিতা মিহিরা-সম-কুণ্ডলা-শোভম ।

স্মিতা-রুচি-রুচিরা-সমুদ্রা-সীতা-আধার-পল্লব-কৃত-রতি-লোভম ||5||

কৃষ্ণের রত্নখচিত কর্ণ অলঙ্কারের সৌন্দর্য তাঁর পদ্মমুখের সৌন্দর্যকে মুগ্ধ করছে। সকালের সূর্যের মতো লাল তার মিষ্টি ঠোঁট, তাঁর উজ্জ্বল হাসির দীপ্তিতে উজ্জ্বল, তাঁর কম্পিত ফুল-কলি ঠোঁট রাধার আবেগকে জাগিয়ে তুলছে।

শশী-কিরানা-চুরিতোদার-জলধারা-সুন্দরা-কুসুমা-সুকেসম ।

তিমিরোদিতা-বিধু-মন্ডল-নির্মলা মলয়জা-তিলক-নিবাসম ||6||

তাঁর চুলের আশ্রয়ে জড়ানো ফুলগুলো, মনে হচ্ছে যেন মেঘের ভাঙ্গনে আটকে আছে চাঁদের আলো।

তাঁর কপালে চন্দনের তিলকের জাঁকজমক যেন অন্ধকার দূর করতে উদ্দিত চাঁদের মতো।

বিপুল-পুলক-ভরা-দন্তুরিতম রতি-কেলি-কালভীরধিরাম ।

মণি-গণ-কিরণ-সমূহ-সমুজ্জ্বলা-ভূষণ-সুভাগ-শরীরাম ||7||

তাঁর অলংকারগুলির উজ্জ্বলতা, যা তাঁর অপূর্ণ রূপকে অলংকৃত করে, এক অত্যন্ত

মনোমুগ্ধকর আভা ধারণ করেছে। আর কৃষ্ণ রাধার প্রেমময় দৃষ্টিতে সাড়া দেন।

শ্রী-জয়দেব-ভনিতা-বিভাব-দ্বিগুণিকতা-ভূষণ-ভারম ।

প্রণামতা হৃদি বিনিধায় হরিম রুচিরাম সুক্তো-দয়া-সারম ||৪||

শ্রীজয়দেবের রচিত বিভিন্ন অলঙ্কার প্রকাশের মাধ্যমে কৃষ্ণের অসংখ্য অলঙ্কারের সৌন্দর্য দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

হে রুচিশীল ভক্তগণ! কৃষ্ণ তোমাদের সকল পুণ্যকর্মের ফল।

পরম যজ্ঞের সাথে, তোমরা তাঁকে তোমাদের হৃদয়ে ধারণ করো এবং তাঁকে প্রণাম করো।

অতিক্রম্য পঙ্গম, শ্রাবণ-পাঠ-পর্যন্ত-গমন-

প্রয়াসেন ইভাক্ষ্যো:, তরলতারা-তারম গামিতয়ো:।

ইদনেম রাধায়: প্রিয়তমা-সমালোক-সময়ে...

পাপাতা স্বেদাম্বু-প্রসার ইভা, হর্ষশ্রু-নিকার: ||৭||

প্রিয়জনের সাথে দেখা করার কিছুক্ষণের মধ্যেই রাধার ভেতরের আনন্দ আনন্দের অশ্রুতে ভরে উঠল, যেন চোখের পরিশ্রম থেকে উৎপন্ন ঘাম।

bhajantyäs talpāntam kuta-kapata-kantüti-pihita-

Smitae Yāte... গেহাদ বাহির আভি, হিতালে-পরিজনে ।

প্রিয়স্যাম পশ্যন্ত্য:, স্মর-শরা সমকুতা-সুভাগম

সালঙ্-লজ্জাপি, ব্যাগ মদ ইব দূরম, মৃগা-দ্রিষা: ||১০||

রাধার সাকী, তাকে খুশি দেখতে আগ্রহী, কৌশলে তাদের হাসি লুকিয়ে রেখে, প্রবাস থেকে বেরিয়ে গেল। রাধা তার সবচেয়ে প্রিয় কৃষ্ণের মুখের দিকে এক মনোমুগ্ধকর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সেই সময়, তার লজ্জাও চলে গেল।

জয়া-শ্রী-বিন্যস্তই:, মহিতৈব মন্দার-কুসুমাই:

স্বয়ম সিন্দুরেনা দ্বিপ-রানা-মুদা, মুদ্রিতা ইভা ।

bhujāpida-krida-hata-kuvalayāpida-karina:....

prakēra āshru-bindu:, jayati bhuja-danòo, murajita: ||

কুস্তি প্রতিযোগিতায়, কুবলয়পিড হাতিকে বধ করে কৃষ্ণের বাহুগুলিকে সুন্দর করা হয়। হাতির সাথে যুদ্ধে তাঁর উচ্ছ্বাস দেখে মনে হয় যেন বিজয়ের দেবী তাঁর বাহুগুলিকে সিঁদুর দিয়ে লেপেছেন এবং মন্দার ফুল দিয়ে সজ্জিত করেছেন। মুর বিজয়ী কৃষ্ণের সেই প্রশস্ত বাহুগুলি সর্বদা বিজয়ী হোক।

ইতি শ্রী গীতা গোবিন্দে শ্রিংগার মহাকাব্যে

শ্রী কৃষ্ণ দাসা জয়দেব কুথুয়াভ

সা নন্দো গোবিন্দো নম, একাদশশা সর্গঃ

অধ্যায় ২৩



রাগ: নাদনমাত্রিয়া; আদি তাল্য

গতাবতী সখী-বৃন্দ, মন্দত্র-পাভার-নির্ভর-

স্মর-পরবশ-কুতা, স্ফুটিতা-স্মিতা-স্নাপিতা-ধরম ।

সরস-মনসম দৃষ্টি, রাধাম মুহুঃ, নব-পল্লব-

প্রসব-শয়নে, নিষ্কিপ তাক্ষিম, উভ্যাচ হরি: প্রিয়ম... ॥

"রাধার বন্ধুরা চলে গেলে, তার ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে। গভীর প্রেমে মগ্ন থাকাকালীন, বিনয়ের সাথে লড়াই করে। রাধার হৃদয়ের মেজাজ দেখে, তার ফুলের বিছানা এবং কোমল অঙ্কুরের উপর চোখ রেখে, হরি তার প্রেমের সাথে কথা বলেছিল।"

কিশলয় শয়ন-কথা কুরু কামিনী চরণ-নলিনা-বিনিবেশম |

তব পদ-পল্লব-বৈরি-পরভবম্ ইদম অনুভতু সুবেশম ||1||

"রাধে, এই নতুন অঙ্কুরিত পাতার বিছানায় তোমার ফুলের মতো পা রেখে যাও।"

ঋন মধুনা নারায়ণম, অনুগতম অনুসার রাধে রাধে রাধে || ধ্রুব ||

"নারায়ণ তোমার, আমার হও রাধে!"

কারা-কমলেনা করোমি করণ মহম, আগমিতাসি বিদুরম |

ঋনম উপকুরু ছায়ানোপরী মম ইভা, নুপুরম অনুগতি-শুরাম রাধে রাধে ||2||

"প্রিয়তমা, তুমি অনেক দূর থেকে এখানে এসেছো। আমি আমার পদ হাতে তোমার পদচরণ মালিশ করবো।

বিছানার উপর তোমার পায়ের পাতার নখগুলো রাখো।"

বদনা-সুধা-নিধি-গালিথাম অমৃত মিভা, রাকায় শূন্যম অনুকূলম |

বিরহম বিপনয়ামি পয়ধরা, রোধকম উরাসি দুকূলম রাধে রাধে ||3||

"হে রাধা, দয়া করে এমন কিছু মধুর কথা বলো যা চাঁদের মতো মুখ থেকে অমৃতের মতো ঝরে পড়ে। আমাদের বিচ্ছেদের অবসান ঘটাতে, আমি আমার রেশমের বুক উন্মোচিত করছি।"

প্রিয়া-পরিরামভনা-রভাষা-বলিতা মিভা, পুলকিতম অতীদুরাবপম |

মধুরাসী কুচ-কলশ বিনিভেশায়, শোষয় মানসীজা-তপম রাধে রাধে ||4||

"তোমার মনের উত্তেজনা প্রশমিত করতে, আমার বুকে বিশ্রাম নাও (তার স্পর্শই মনের বিকৃতি দূর করতে পারে)।

ভালোবাসার আগুনকে ভালোবাসার আলিঙ্গনে নিভিয়ে দাও।"

অধরা-সুধা-রসম উপনয় ভামিনী, জীবা মৃত্যুম ইভা দশম ।

স্বয়ি বিনিহিতা-মনসা বিরহনালা, দন্ধ-বপুষম অবিলসম রাধে রাধে ||5||

"রাধে, আমার মন তোমার মধ্যে ডুবে আছে। আমি বিচ্ছেদের আগুনে পুড়ছি, তোমার ঠোঁটের অমৃত উৎসর্গ করো।"

শশী-মুখী মুখরায় মণি-রশন-গুনম, অনুগুণ-কন্ঠ-নিদাদম ।

শ্রুতি-যুগলে পিকা-রুতা-বিকলে, মা শামায়া চিরদ আভাসদম রাধে রাধে ||6||

"তোমার মুখ চাঁদের মতো সুন্দর। তোমার কন্ঠস্বরের শব্দ আমার কানকে শান্ত করে দাও।"

মামাপি ভিফলা-রুশা ভিকালী-কৃতম, অবলোকিতুম অধুনেদম ।

মিলতি লাজ্জিতা বিমানায়নাম তব, বীরমা বিষরুজা রতি-খেদম রাধে রাধে ||7||

"রাধে, ভিত্তিহীন রাগে আমাকে যন্ত্রণা দিতে দেখে তোমার চোখ লজ্জা পাচ্ছে। আমার দিকে তাকাও এবং হতাশার অবসান ঘটান।"

শ্রী-জয়দেব-ভনীতম ইদম অনুপদা, নিগদিতা-মধু-রিপু-মোদম ।

জনায়তু রসিক-জনেষু মনোরমা, রতি-রস-ভাব-বিনোদম রাধে রাধে ||8||

শ্রীজয়দেব প্রতিটি শব্দে মাধুরীপু শ্রীকৃষ্ণের আনন্দময় আমোদপ্রমোদের বর্ণনা করেছেন। তাঁর গান যেন সেই ভক্তদের হৃদয়ে আনন্দময় প্রেমময় রাসের কৌতুকপূর্ণ লীলাগুলিকে জাগিয়ে তোলে যারা বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত স্নিগ্ধতার স্বাদ গ্রহণে পারদর্শী।

প্রত্যাহ-পুলকান কুরেণ, নিবিলা-শ্লেষে-নিমেষেণ চ

ক্ৰীদা-কুতা-বিলোকেনে, অধরা-সুধা-পানে?, কথা-নর্মভি: ।

আন্দাধি-গামেনা-মন্মথ-কাল-যুদ্ধেপি, যস্মীন অভূতঃ

উদ্বৃত সা তায়োর ভবঃ, সুরতা-রম্ভঃ প্রিয়ম ভবঃ ||৯||

তারপর তাদের মধ্যে সেই আশ্চর্যজনক এবং পরম আনন্দের সূচনা হল, যার জন্য তারা দুজনেই দীর্ঘদিন ধরে আকাঙ্ক্ষা করছিল। গভীর আলিঙ্গনের রোমাঞ্চে যেন তাদের জন্য একটা বাধা হয়ে দাঁড়াল। তাদের চোখের পলক যেন একে অপরের মিষ্টি কথাবার্তার প্রতি তাদের মনোযোগী পর্যবেক্ষণকে বাধাগ্রস্ত করছে।

দর্ভ্যম সাম্যমিতাঃ, পায়োধার-ভারেণা, পিদিতা: পানিজাই:
আবিদো দশনাই: ক্ষতধারা-পুতাঃ, শ্রোণিততে-নহতা: |
হস্তেনা নবিতাঃ, কচিম অধরা-সুধা-স্বানদেন, সাম-মোহিতা:
কান্ত: কামপি ত্রিষ্টমি এপা তদ অহো, কামস্য ভামা গতি: ||10||

রাধিকার প্রিয় প্রেমিক কৃষ্ণ তার বাহতে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি তার চুল পিছনে ঠেলে দিলেন, যাতে তাকে তার ঠোঁটের অমৃত বর্ষণ করতে পারেন।

মারাক্ষে রতি-কেলি, শঙ্কুলা-রানা-রঞ্জে, তায় সহসাথ-
প্রয়াম, কান্ত-জয়া কাঁসিদ উপারি, প্ররাস্তী য়াত-সম্ভ্রামত |
নিশপঙ্ক জঘনা-স্থলী, শিথিলিতা, দর-বল্লীর উৎকম্পিতম
বক্ষ মিলিতম অক্ষি পৌরুষ-রসঃ, স্ত্রীনাম কুট: সিধ্যতি ||১১||

"তার আবেগ প্রদর্শন করে, প্রেমের খেলায় সে তার উপরে এক সাহসী আক্রমণ চালায় এবং পুরুষকে পরাজিত করে।"

তস্য: পাতাল-পানি জানকি মুরো, নিদ্রা-কাশে দ্রিশৌ
নির্ধাতু অধরা-শোনি মা, বিলুলিতা-শ্রস্ত-স্রজো মূর্ধা-জা: |
কাঞ্চি-দাম দারা-শ্লথাম ক্যালা-মিতি, প্রতার নিখাতৈর দৃষ্টিতে
এভি: কাম শরয়ঃ, তদ্-অদ্বুতম্ অভূত, তাত্যুর মন: কিলিথাম ||১২||

ঘুমের অভাবে তার চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘক্ষণ চুম্বনের ফলে তার ঠোঁটের লাল প্রসাধনী মুছে গিয়েছিল। চুলে বোনা ফুলের মালা শুকিয়ে গিয়েছিল। ভোরে যখন পাঁচ তীর কৃষ্ণের চোখের সামনে এসে পড়ে, তখন কামদেবের পাঁচ তীর আবারও তাঁর মনকে বিদ্ধ করে। কত আশ্চর্য!

ব্য্যালোল: কেশ-পাশা তারকালিতা মালাকাই:, শ্বেদ-লুওলাউ কপোলৌ
দস্তা বিশ্বধারা-শ্রী:, কুচ-কলশ-রুচা, হরিতা হরা-যস্তি: |

কাঞ্চি-কাঞ্চিত-গাতাশম, স্তন-জঘনা-পদম, পানিনা চকাদ্যা সদ্য:

পশ্যন্তি সত্রপম মান, তদ অপি বিলুলিতা, স্রাক্ষা-রিয়াম ধীনোতি ||13||

ভোরবেলা রাধার চুল এলোমেলো ছিল, তার কোঁকড়ানো চুলগুলো খুলে পড়েছিল। তার গাল ঘামে ভিজে গিয়েছিল
এবং

তার ঠোঁটের উজ্জ্বলতা ল্হান হয়ে গিয়েছিল।

ইশান-মিলিতা-দৃষ্টি মুক্ষা-হাসিতাম, শেট-কার-ধরা-বশত

অব্যক্ত-কুল-কেলি-কাকু-বিকাসদ-দন্তামশু-ধাউতা-ধারম |

স্বশো-তপ্ত-পয়োধরু পরী, পরীশ-বঙ্গী কুরাগি-দ্রিশো

হর্ষোৎকর্ষ, বিমুক্ত-নিসাহা-তনোর ধন্যো ধায়ত-যানম ||14||

রাধা গোবিন্দের সাথে সৌজন্যপূর্ণভাবে কথা বলতে শুরু করলেন, তাঁর দ্বারা ভূষিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

অধ্যায় ২৪



রাগ: ঘণ্টা; আদি তাল

অথা ক্রান্তম রতি শ্রান্তম, অভি-মন্দনা ভ্যাখ্যা...। |

নজ্জগদা মদবম রাধাম মুক্ষাম, স্বাদিনা ভাক্রকা ||

রাধা যখন তার ভালোবাসা নিয়ে খেলছিল, তখন সে তাকে অলংকৃত করতে চাইছিল।

কুরু যদু-নন্দন চন্দনা-শিশিরা, তারেনা করেনা পায়োধারে ।

মৃগ-মদ-পত্রকম অত্র মনো-ভাব, মঙ্গলা-কলশ-সহোদরে ||1||

"যদু নন্দন, তোমার নিজের হাতে আমাকে এমনভাবে সাজাও যাতে আমি তোমার সাথে সম্পূর্ণভাবে মিশে যাই। আমি কৃষ্ণাময়ী। প্রথমে তোমার শীতল হাতে হরিণ কস্তুরীতে পাতার সারি আঁক। তোমার স্পর্শ চন্দনের চেয়েও বেশি সতেজ।"

নিজগদা সা যদু-নন্দনে, ক্রীড়তি হৃদয়-নন্দনে

নন্দ নন্দনে, ভক্ত চন্দনে, নিজগদাসা যদুনন্দনে ||ধ্রুবপদ ||| |

রাধার হৃদয়কে আনন্দিত করার জন্য আনন্দিত যদু নন্দন বাজিয়েছিলেন।

আলি-কুল-ভঞ্জন মঞ্জুনকম, রতি-নায়ক-সায়ক-মোচনে ।

স্বদ-অধরা-চুস্বনা-লম্বিতা-কঙ্কলম, উজ্জ্বলায় প্রিয়া লোকনে, নিজগদাসা যদুনন্দনে ||2||

"হে আমার প্রিয়তমা, এই তাজা আইলাইনার দিয়ে আমার চোখে অভিষেক করো, যা ভোমরার ঝাঁকের সৌন্দর্যের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আমার একদৃষ্টি থেকে কামদেবের তীর উড়ে যায়। তোমার ঠোঁটের চুস্বনে আমার চোখে আগের সুরমার প্রয়োগ মুছে গেছে।"

নয়না-কুরঙ্গ-তরঙ্গ-বিকাশ, নিরাস-কারে শ্রুতি-মন্ডলে ।

মানসীজ-পাশা-বিলাসা-ধারে, শুভে-বিনিবেশায় কুণ্ডলে, নিজগদাসা যদুনন্দনে ||3||

"আমার প্রিয়তমা, যিনি পিতৃঠাণ্ডুর দ্বারা পরিহিত, কামদেবের ফাঁদের মতো সুন্দর এই অলঙ্কারগুলি দিয়ে আমার কান সাজান। আমার কান

আমার চোখের হরিণকে দূরে সরে যেতে বাধা দেয়। হে আমার হৃদয়ের আনন্দ, যুবকদের হৃদয়কে বিভ্রান্ত করে এমন এই অলঙ্কারগুলি দিয়ে আমার কান সাজান।"

ভ্রমর-ছায়াম রচ যন্ত মুপারি, রুচিরাম সুচিরাম মম শঙ্কমুখে ।

জিতা-কমলে বিমলে পরিক্রমায়, নর্ম-জনকাম আলা কা মুখে, নিজগদাসা যদুনন্দনে ||4||

"আমার নির্দোষ ও মনোরম মুখমণ্ডল একটি নিষ্পাপ পদ্ম ফুলের সৌন্দর্যকে হার মানিয়েছে। আমার মার্জিত চুলগুলো বেণী করো, নাহলে কেউ আমার চুলের কোঁকড়াগুলোকে ভোমরা ভেবে ভুল করতে পারে যা সবসময় পদ্ম ফুলের উপর পড়ে।"

মৃগা-মদ-রসা-বলিতম ললিতম, কুরু তিলক মালিকা-রজনী-কারে ।
বিহিতা-কলঙ্ক-কলম কমলানানা, বিশ্রমিতা-শ্রম-শিকারে, নিজগদাসা যদুনন্দনে ||5||

"হে কমলানন (পদ্মমুখী), ঘামে আমার কপালে চাঁদের উপর হরিণ আকৃতির চিহ্নের মতো দাগ লেগেছে। দয়া করে আমার কপালের অর্ধচন্দ্রের উপর এই মনোমুগ্ধকর কস্তুরী দিয়ে একটি সুন্দর তিলক আঁকুন। কৃষ্ণ! তুমি আমার সৌভাগ্যের কেন্দ্রবিন্দু - তুমিই আমার কপালের তিলক"

ঘনা রুচিরে চিকুরে কুরু মানদা, মানসীজ-ধ্বজা-চামারে ।
রতি-গালিতে ললিতে কুসুমগি, শিখণ্ডী-শিখণ্ডক-দামেরে, নিজগদাসা যদুনন্দনে ||6||

"হে অন্যদের সম্মানকারী (মানদ), আমার চুল কামদেবের পতাকার ঝাঁকুনির মতো। এটি ময়ূরের লেজের পালকের চেয়েও মনোমুগ্ধকর। দয়া করে আমার চুলগুলিকে ফুলের ফুল দিয়ে সাজান। আপনি আমার বিনুনি হয়ে ফুল দিয়ে বোনা হোন এবং আপনার ঐশ্বরিক সুবাসে এটি ছড়িয়ে দিন।"

সরস-ঘণে জঘনে মা সম্বর, দরন-বরণ-কাগুরে ।
মণি-রশন-বাসনা ভরনানি সুভাষায় বাসয়া সুন্দরে, নিজগদাসা যদুনন্দনে ||7||

"হে পুণ্যবান, আমার হৃদয়ের আনন্দ! তোমার পদ্মের হাত সকল সৌভাগ্যের আবাস। তোমার হৃদয়, রসে পরিপূর্ণ, সকল মঙ্গলের মূল
। আমার সমগ্র সত্তা তোমার, বস্ত্র ও অলঙ্কারে সেগুলোকে ঢেকে দাও।"

শ্রী-জয়দেব-রুচির বাসনে, হৃদয়ম্ সদয়ম্ কুরু মন্দনে ।
হরি-চরণ-স্মরণ অমৃত-নির্মিতা, কালী-কালুষ-দ্বাজ-খন্দনে, নিজগদাসা যদুনন্দনে ||8||

শ্রীজয়দেবের বাক্য মঙ্গল বয়ে দেয় এবং আপনার হৃদয়ে অপরিমিত আনন্দ বয়ে আনে। এগুলি হল শ্রীহরির পাদপদ্মের অমৃত স্মৃতি যা কলিযুগের অশুচিতার স্বরকে জয় করে।

রাচায় কুচাযো:, পাত্রম চিত্রম, কুরুশ্ব কপোলযো:
ঘটায় জাঘনে, কাঞ্চি মুঞ্চ-ম্রাজাম, কবরী-ভরে ।
কালয় ভালয়-শ্রেনীম, পানৌ, পড়ে কুরু-নুপুরাভ
ইতি নিগদিতা:, প্রীতা:, পিতাম্বরোপি, তথা করত ||৯||

"আমার গালে রঙ লাগাও! ফুল দিয়ে আমার বিনুনি বাঁধো! আমার হাতে চুড়ির সারি আর গোড়ালিতে রত্নখচিত নুপুর বেঁধে দাও।" পিতাম্বর-ধারী কৃষ্ণ, রাধা যা চাইবে তাই করতে পেরে খুশি হয়েছিলেন। রাধার প্রেমের চূড়ান্ত রূপান্তরে, তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণে নিমজ্জিত করতে চান। তিনি তাঁর দিব্য হাতের স্পর্শে কৃষ্ণমায়া - কৃষ্ণে নিমজ্জিত - হতে চান। তার হৃদয় কৃষ্ণের এবং তার পোশাক এবং অলংকার সবই কৃষ্ণ।

স্বাম-প্রাপ্য-ময়ী, স্বয়ম ভার-পরম, ক্ষীরোদ-তিরোদরে...
শাঁকে সুন্দরী, কল কুটা মাপিবান, বন্দো মৃদানি-পতি: ।
ইত্ম পূর্ব-কথাভির অন্য-মনসা:, বিক্ষিপ্য দক্ষিণ চলম
রাধায়: স্তন-কুড়া কোপরী-মিলন-নেত্রো হরি: পাতুনা: ||10||

"হে সুন্দরী! যখন ভগবান শিব দুধ সমুদ্রের তীরে তোমাকে পেতে পারেননি; তোমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে, তিনি মারাত্মক
কালকূট বিষ গ্রাস করেছিলেন। তখন তুমি আমাকে তোমার স্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছিলে।"

পর্যাক্ষি-কৃত-নাগা-নায়াক-ফনা, শ্রেণি-মনি নাম গণে
সংক্রান্ত-প্রতিবিশ্ব-সম বালনয়, বিভ্রদ-বিভু-প্রক্রিয়াম... ।
পাদম্ভো-রুহ-ধারি-ভারিধি-সুতাম, অক্ষম দিরিষ্ণু শতই:
কায়া-বৃহম ইভা-কারন, উপচিথি ভূতো হরি: পাতু না: ||11||

যিনি সমস্ত সর্পের প্রধান শেখরাজকে তাঁর শয়নকক্ষ হিসেবে রেখেছেন; যার মহিমা শেখরাজের অসংখ্য ফণার উপর রত্নগুলির প্রতিচ্ছবি হিসাবে প্রসারিত; শেষ, যিনি তাকে হাজার হাজার চোখ দিয়ে দেখতে চান; এবং যার পদ্মের পাদদেশে ভাগ্যের দেবী মহালক্ষ্মী চিরকাল মর্দন করেন; সেই শ্রীহরি, যিনি একই সাথে বহুরূপে পরিপূর্ণ, তোমাদের সকলকে রক্ষা করুন।

যদ গন্ধর্ব-কালসুকৌশলম্, অনুধ্যায়ণম্ চ যদ বৈষ্ণবম্
যচ শিংগার-বিবেক-তত্ত্ব-মাপি, যথ-কাব্যেসু লীলয়িতম্ ।
তৎ সর্বম জয়দেব-পণ্ডিত-কবে:, কৃষ্ণই-কতা-নাম্নন:
সানন্দ:, পরিশোধা যন্ত সুধিয়া:, শ্রী-গেতা-গোবিন্দতা: ||12||

"জয়দেবের সঙ্গীত দক্ষতা, বিষ্ণবম, বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গি, এই সর্গে তাঁর মনোমুগ্ধকর খেলা, সবকিছুই দেখায় যে মহান কবি কৃষ্ণের সাথে নিখুঁত সুরে আছেন - জ্ঞানের আনন্দময় পুরুষদের গীতা গোবিন্দ গেয়ে পৃথিবীকে পবিত্র করতে দিন"

sādhvi madhvika, cintā na bhavati, ভবতা: Sharkare Karkashāsi
Drākshe Drakshyanti Ke, Tvām Amruta Mruta Masi, ক্ষীরাইরাম রসস্তে ।
মাকন্দ ক্রন্দ, কান্ত-ধারা ধরণী তালম, গচ্ছ যচ্ছান্তি ভবম্
যবচ শিংগার, সারস স্বথ মিহা, জয়দেবস্য বিশ্ব গচ্ছমসি ||13||

"হে শক্তিশালী মদ! তুমি এত মাতাল ভেবো না। হে চিনি! তুমি খুব কঠোর। হে আগুর! কে তোমার দিকে তাকাবে? হে অমৃত (অমাতা)! তুমি মৃত্যুর (মাতা) মতো। হে দুধ! তোমার স্বাদ জলের মতো। হে পাকা আম! এখন যাও এবং কাঁদো। হে সুন্দরী নারীর ঠোঁট! এখন তোমার যাওয়ার কোন জায়গা নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রী জয়দেবের শুভ, শৈল্পিক রচনার আকারে কামুক প্রেমের সম্পূর্ণ সারাংশ বিদ্যমান, ততক্ষণ পর্যন্ত যারা এই কাব্যের রস আন্বাদনে পারদর্শী তারা তোমার মধ্যে কোন মাধুর্য অনুভব করবে না।"

শ্রী-ভোজদেব-প্রভাবস্য বম-
দেবী সুতা শ্রী-জয়দেবকস্য
পরশারদি-প্রিয়া-বন্ধু-কণ্ঠে,
শ্রী-গীতা-গোবিন্দ-কবিস্বম্ অস্তু ||14||

"রাসলীলার এই অভূতপূর্ব চিত্র ভক্তদের হৃদয়ে চিরকাল শোভা পাক। শ্রী গীতা-গোবিন্দ যেন তাদের প্রিয়, আরও প্রিয় এবং সর্বাধিক প্রিয় সর্বব্যাপী জীবনের নিঃশ্বাস হয়ে ওঠেন, যা তাদের রসের রূপকার শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি জাগ্রত করবে।"

ইতি শ্রী গীতা গোবিন্দে শ্রিংগার মহাকাব্যে

শ্রী কৃষ্ণ দাসা জয়দেব কুথভ স্বাদিনা

ভাক্রকা বর্ণে, সুপ্রিত-পিতাম্বরঃ নম, দ্বাদশা সর্গঃ

মেঘের মেদুরা আশ্বারাম। বান-ভুবঃ, শ্যামাস তমাল-দ্রুমাই:

নক্তৌ বীর-উরয়ম, স্বমেব তদ ইমাম, রাধে গৃহম্ প্রপায়া ।

ইত্থম নন্দ-নিদেশতঃ, কালিতয়োঃ, প্রাত-যক্ষ-কুঞ্জ-দ্রুম

রাধা-মাধব যোঃ, জয়ন্তী যমুনা-কূলে, রাহা-কেলয়: ||1||

জয় জয় শ্রী রাধে!!